প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

প্রচ্ছদশিল্পী : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ১২ ॥ মুদ্রক : শ্রীনিশিকান্ত হাটই, তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৬ বিধান সরণী, কলকাতা ৬

নিজের কবিতার ভূমিকা লিখতে চাই না। শিল্পের মধ্য দিয়ে ভাব, তথ্য, রূপের শিল্পিত প্রকাশ। সৃজিত আবহাওয়ায় কাব্যসংগ্রহ একটি অখণ্ড আত্মিক পরিচয় বহন করবে এই ভরসাকে কবির স্পর্ধা বলব না, অঞ্জলিত সমর্পণের আখ্যা দেব। দীর্ঘকাল বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করেছি— সংখ্যা কম, কিন্তু বহু দশকের সঙ্গে তার ইতিহাস জড়িত। কালের বিচারই মেনে নেব— প্রকাশের মূল্য কী তা জানি না। যাঁরা এই কবিতা চয়ন এবং গ্রন্থনের ভার নিয়েছেন তাঁরা আমার বন্ধু। দূরবাসী বাঙালিকে তাঁরা বিস্মৃত হন নি, বঙ্গবাণীর বেদীতে এই কাব্য পৌঁছে দিয়ে আমাকে বহুমানিত করেছেন। তাঁদের এবং বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকাকে দিগন্তের বাধা পেরিয়ে আমার প্রীতি জানাতে চাই।

অমিয় চক্রবর্তী

সূচিপত্র

পালা-বদল

ঘরে-ফেরার দিন

হা রা নো অ র্কি ড

পু ষ্পি ত ই মে জ

অ ম রা ব তী

অ গ্র ন্থি ত ক বি তা

অ নু বা দ

অমিয় চক্রবর্তীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

যৌগিক

মেলাবার দৈব। কী চায়? জীবন্ত মাটি,
মিলেছিল তাতে বীচি, রোদ, বলদ-আনা জল,
আকাশের জল ; আল-দেওয়া খণ্ড মাঠে
রৌদ্রবলয় ঘিরল একদা কাঁচা শস্য, সোনার থাল—

ভরা-পাকা ধান ; হলুদ সর্ষে। কাজ, কত লোকের,
যুগের চেষ্টা জড়ানো আমার দুপুর-ভরা কাজ।
অকেজো মাসে গরু চরেছে মাঠে, দেখি বাঁকের
আলপথে লোক চলেছে, দূর মন্দিরের উঠেছে ধ্বজ।

এই মাটি। বাংলার ; ভারতীয় ; পূর্ব খণ্ড ; পৃথিবীর ;
গ্রহমণ্ডলের মাটি। এক জীবনে বাঁধা।
তলে হীরে, সোনা, অঙ্গার, আগুন ; জীবের
সম্ভব-ভরা উপরের স্তরে সবুজ প্রবাহিণী নর্মদা।

রাত্রি মাঠ। তারা জ্বালা, প্রদীপ-জ্বালানো পথ, ঘর।
মেলাবার দৈব, এই মাটি জুড়ে আমার বুকে
সত্তার আঁধারে জানাও তুমি একবার,
কোন মিল মৃত্যুর, মাটির, ভবিষ্যতে? ভোরের জীবন-লোকে?

সমুদ্র

নীল কল। লক্ষ লক্ষ চাকা। মর্চে-পড়া। শব্দের ভিড়ে
পুরোনো ফ্যাক্টরি ঘোরে।
নিযুত মজুরি খাটে পৃথিবীকে
বালি বানায়, গ্রাস করে মাটি, ছেড়ে দেয়, দ্বীপ রাখে

দ্বীপ ভাঙে ; পাহাড়, প্রবালপুঞ্জ, নূনযন্ত্রে
ঘর্ঘর ঘোরায়। ধোঁয়া নেই। নব্যতন্ত্রী
ঐটুকু। আকাশের কারখানা ঢাকা-ডাইনামো,
শব্দ নেই। রাত্রে বারান্দায় ভাবি সমুদ্র কখন হবে শম।

ভিতর মহলে চুপ, জ্বলন্ত রঙীন চুপ,
আদিম মাছের টবে। হয় লোপ
গতির তাণ্ডবে গতি। মেঘ, বাষ্প, নদীর সঞ্চার
প্রচণ্ড পর্যায়-কলে বাঁধা। ঢেউ উঠে নিরন্তর॥

তরল চলন্ত ঘরে অগ্নি কোথা? চাঁদ সূর্য উঁকি দেয়,
রুদ্ধ বেগ চুরি ক'রে জাহাজ চালাই ; কোথা রয়
কয়লা তেলের ঘাঁটি তব? মালয়, বোর্নিয়ো, দূর
পৃথিবীর বুক ছেঁড়ে কয়লা-তেলের অগ্নি-চোর।

কাড়াকাড়ি কলের কবলে। 'মেরিকায়, চীনে, পূর্ব হতে
হানাহানি য়ুরোপ ঘিরে। দেখো, প্রলয় জলের কল-পতি,
প্রতিদ্বন্দ্বী তব। দ্বন্দ্বী? লোকালয়ে স্বার্থের সংঘাত
সমুদ্রের স্বার্থ নেই, অর্থ নেই ; ছোঁয় কোথা ভূ-জগৎ?

মেরুতে বরফ ঢেউ তব ; আবর্ত গরম কোথা? নিয়ম-জলের অন্ধ বুকে
তবু নিয়ন্ত্রিত ঝড় ; স্রোত ঘোরে ; মন্‌সুন। দেখি তট-চোখে
মেশিন-রাজ্যের সীমা। বাসনা-কলেতে মন ডাঙা-'পরে
হাবুডুবু খায় বুদ্ধি-ভরে। কারখানা সব কার? প্রশ্ন হাওয়ায় যায় উড়ে॥

ঘর

বাড়ি ফিরেছি।
জারুলের বেড়া ; কাঁকর পথ থামবে দরজায় ;
আমার পৃথিবী
এইখানে শেষ।

অনেক দেশ
চোখের তৃষ্ণায় ঘিরেছি।
অনাত্ম সংসার দূরে গরজায়।
মনের স্মৃতির ঢিবি

আজ নেই।

নূতন হলেম প্রণামে
এই
আপন ঘরের গ্রামে।
বেড়া পার হল, পা, চলো।
সিঁড়ির কাছে চেনা কচি গলার আওয়াজ;
গাছের আড়ালে, বলো
কে স্থির দাঁড়িয়ে—
আলো নিয়ে॥
ফিরে-আসার সাঁঝ॥

সঙ্গৎ

ডুব ডুব ফাটা ঢোলক
বুড়ো, নালার উপর পুলে
সবজিমণ্ডির হিজিবিজি ভিড়ের লোক, ডুব ডুব
বাজায়, কেউ হাঁকে মুলো, শর্ষে, ঝাঁকায়;
এক্কার ঘণ্টা, হুড়মুড়ে চাকায়, ডুব
মাছি ধুলো, ছেঁড়া খানিক দাড়ি চুলে
তালি-দেওয়া শাল্‌ওয়ার চটা কামিজে ডুব ডুব
বাঁ পাশে গলির গিজ্‌গিজে ডুব
নীল টালি গম্বুজের ফালি

গ'লে গেছে দুপুরের হাওয়ায় ঝিল্‌মিল্‌
ডুব ডুব ডুব
ক্ষ্যাপা কি ফকির কি তুই কিছুই ডুব
মুলতানের বাজারে বাজায় ঢোলক ডুব ডুব।
হোঁচট লাগে : চোখে ওর চাওয়া নেই? ডুব
ক্ষিধের হাওয়া নেই? পয়সা? — দিতে গেলে অন্ধ,
বুকে ওর কেবল ফাটা শব্দ
শহরের পাঁজরায় বাজে ঢপ্‌ ঢপ্‌
—থামলে, ও-ও যাবে উবে
পশ্চিমে পুবে, আস্তাকুঁড়ে সাঁঝে, ডুব ডুব
এলোমেলো বাঁচায় রাস্তার ঝাঁটায়
চেরা, হারানো, ভাঙা, জটাপড়ানো
কালের বন্যায় শেষ রাত্তির তিনটেয় ঢপ্‌ ঢপ্‌
ধুক্‌ধুক্‌ প্রাণের ডুব নালার উপর ডুব ব্যথায়
সবজিমণ্ডির ভিড়ের রঙ্গে আরব্য বালির নিঃসঙ্গ
প্রান্তরের ঢেউ একটা এসে থামল কোথায়॥

বৃষ্টি

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে॥
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে॥

যাই ভিজে ঘাসে ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে
স্তম্ভিত দীঘির জলে, স্তরে স্তরে, আকাশে মাটিতে॥

অন্ধকার বর্ষাদিনে বৃষ্টি ঝরে জলের নির্ঝরে
গতির অসংখ্য বেগে, অবিশ্রাম জাগ্রত সঞ্চারে, স্বপ্নবেগে
সঞ্চলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে
গেরুয়া পাথরে জলে পড়ে, অরণ্য তরঙ্গশীর্ষে, মাঠে—
ফিরে নামে মর্মজল সমুদ্রে মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে ॥

মেঘে মাঠে শুভক্ষণে ঐক্যধারে
বিদ্যুতে
আগুনে
ঘূর্ণাঝড়ে
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজলধারে ॥

রচিত বৃষ্টির পারে, রৌদ্র মাটি, রুদ্র দিন দূর
উদাসীন মাঠে মাঠে আকাশেতে লয়হীন সুর ॥

সংসার

অগণ্য ধান-খুশী সোনালি
প্রসন্ন মেঘ,
বিষণ্ণ পুকুরজলে চাঁদের ছায়া, ডোবা চাঁদের ফালি ;
মা কথা কননি, আমার মা,
ডালটা কাটতে হবে পুরোনো সিশু গাছের, বাড়ি-ভরা উদ্বেগ,
কাঠের হাতল চাই কাস্তের।
কাজ প'ড়ে আছে, ভাইরা মাঠে, বেলা হল ঢের।
এলো, ঘাটে নাইতে যাবে না ?
সাঁতার কাটব মনের সুখে, ডুবসাঁতার,
বামীর বিয়ে কবে ? কাল কী বার ?

ফুটল নাগকেশর। — নাম ক্ষণ ক্ষয়ে যায়
মনের কণায় দিন মিলায়
নতুন ঘর করছি, তাঁর ঘর,
সামনে রায়ের বাগান, দূরে বালুমতীর চর।
তার মধ্যে থাকি। রোদ্দুর আসে
পারিপার্শ্বিক বদলে আকাশে
যোগ হয় ভাবনা, কত ইচ্ছা পুরোলো ;
এখন আমাদের ছেলে বড়ো হল
শক্ত পায়ে দাঁড়ায় ক্ষেতে ;
ছড়ানো মন চায় যেতে,
শরীরও চায়, তবু বুক ভ'রে দেখি এই বেলা
পৃথিবীর লম্বা বারান্দায় শিশুর খেলা
দৌড়ে চলেছে কালান্তরে।
তাপ নেই, তৃপ্তি, আলগা টান ধরে ;
আরো বেশী : এই ধীরে ধীরে হারিয়ে-থাকা,
বাড়ি, কুয়োতলা, ক্ষেত, নদী, নাম-ডাকা,
গাঁয়ের চাঁদকপালী গোরু, চেনা গাছ, ওঁদের কাজ, সব নিয়ে
স্তরে স্তরে সোনার সংসারের তলে ; মিলিয়ে॥

চেতন স্যাক্‌রা

সোনা বানাই। সাঁকোর বাঁ পাশে গয়না
কাঁচের বাক্সে, জানলায় দ্রষ্টব্য ; জানলার উপর ময়না
রেগে ওঠে তোমাদের ভিড়ে— ছোলা খাও, বলো "রাধে
রাধে" "কেষ্ট কেষ্ট"— বলতে বাধে
গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,
সোনার সুন্দর, রূপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে
ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর।
ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর

আড্ডং বেঁধে আছ, বাঁচো (কিমাশ্চর্য বাঁচা) এবং
যমের কৃপায় মরা ;
অমৃতস্য অধম পুত্র, বন্দী স্যাঁৎসেতে গলির ঘরে ইঁদুর ভরা ;
নেই রাগ ! — অবশ্য। আছ আনন্দে।
খাও ভেজাল ঘিয়ের জিলিপি,
শিশু কাঁদায়, ধোঁয়ার সংসারে, খুলে ওষুধের ছিপি

মা-বোনকে খাওয়াও—দয়ার ডাক্তার অন্তিম লাগলে,
তৎপূর্বাবধি রান্নার পাকে ক'ষে ঘোরাও ; নিজে ভাগলে
শক্ত সিনেমার সীটে, ইতরপ্রাণের গিল্টি
মুখ-ভরা পান, দৃশ্য হলিউড, মোক্ষের পিলটি

ভোলায় ধিক্কার, সন্ধ্যেটা কাটে ;
তবু রাত্রে জেগে ভাবো ভাবোই
কিছু একটা হয়তো হবে, বুঝিবা কোথাও যাবো, যাবোই—
কোথাও যাবে না, গলিতেই থাকবে।
বড়ো রাস্তায় যাদের বাসা
হাঁ ক'রে দেখবে তাদের মোটর ; পনেরোটা বেড়াল,
— শখের চাকর— থাকবে খাসা,

কেউ ছোঁবে না তাদের ঘোড়দৌড়, মদ পাশা ;
দারোয়ানের লাঠি
বাঁচবে তাদের লুঠ-ভরা সিন্দুক ; একটু ঈর্ষা করবে,
দীর্ঘশ্বাস, তবু তাদের চাটবে মাটি
চাকরির রাস্তায়। তোমরা ধার্মিক, কৃষ্ণের জীব,
বিদ্রোহ করো না, অদৃষ্ট মানো,
পরজন্মের পথ পাও গলিতেই ; আহা গদ্‌গদ মাদুলি,
তাগা, মূর্তি, বুকে টানো ;
গুরুর দর্শন, কর্তার বাক্য, দলীয় ভক্তির অদ্ভুত দৈবে
মরলে যাও স্বর্গে— জীবনকে বানাও নরক—
বিশুদ্ধ আর্যামি সইবে

বিদেশীর শাসন ; যতক্ষণ আছে জাত, অধিকারী-তত্ত্ব
ম্লেচ্ছকে ঘৃণা
ভয় কী দেশের ? বাহিরের পরাজয় হবেই তো,
(ভিতরে জীবন্মুক্ত) কলিযুগ কিনা।

তাল তাল সোনা, উত্তম উত্তর ; ছুঁড়ে তো মারা যায় না ?
গলিতে গলিতে মেশাই রোদ্দুরে, দাঁড়ের ময়নাকে দিই বায়না
গান শোনায় বনের ; চোখে আছে, আমার চালসের চোখেও,
গাঁয়ে গঙ্গার উপর
শুভ্র ধাপ, তেঁতুল গাছের ঝিল্‌মিল্‌,
প্রাণের ছাঁদ মেলাই রূপোর

চন্দ্রহারে, দোলাই কানের দুলে, আমার উত্তর মণিতে বাঁধি ;
জেলে দিতে পারিনে গলিকে (এবং তোমাদের),
নই নৈতিক পল্টন, সভার বক্তা ইত্যাদি।
শুধু জানি আগুন, আগুনের কাজ, সৃষ্টির আগুন লাগলে প্রাণে
তীব্র হানে বেদনা জাগবার, আর্টের আগুন, মরীয়াকে টানে।
গর্বিত আধবুড়োর উদ্ধত এই গয়না।
ভিড়ে কাঁচ ভেঙো না ; — বুলি, বুলি, রাম রাম, বলো ময়না
বলো ফার্সি, আরবি, ধার্মিক গজল— ফিরে গলির গর্তে
সোনার মার নাও সঙ্গে — পার তো কিছু কিনো— থাক,
চাইনে খদ্দের ধরতে ॥

শঙ্করাভরণ

ফেলো ছায়া
ফেলো রঙ কবিতার কাঁচে
রঙীন আগুনী কাঁচে
ঘন মায়া, ঘন মায়া।

কাঠের সবুজি দীপে গাছ,
জলের আলোর নীলে মাছ,
শাঁখে সাদা ছায়া নাচে
হলুদে বালির নাচে,
দ্রুত বাঁচে
আমার কথার কাঁচে ॥

কখন চোখের নীচে পৃথিবী ছায়া সে
মুখর আদিম ত্রাসে
বাদামী মাঠের আকাশে।
ঘর্ঘর, ঢং ঢং, কত রঙ,
গান ভাঙা দূর শহরের রঙ,
জন্মজীবন ভাঙা
কথা রাঙা
ঝোড়ো সূর্যের কায়া।

ঘন মায়া, ঘন মায়া ॥

প্রবাসী

ছোটো আপন আকাশ
ছবির আধার
আভার বাতাস।
নদী, শাখানদী, পুকুর, কচুবন, কলাবাগান, মাদার
দোপাটি, ছোলাক্ষেত, সর্ষে, দূরে মাটির দেয়াল
কুমড়ো-লতানো চাল
—বাংলা—
ছোটো ছোটো আকাশ ভর্তি।

ভরা সকাল।
ঝাঁ ঝাঁ দুপুর ; ঝিঁ ঝিঁ সন্ধ্যে, ঘুঁটে-পোড়ানো।
সংসারে জড়ানো
মাঠের কাজ, কাজের অনুবর্তী
পূর্ণিমার চাঁদ, নিঝুম রাত, দূরে ডাকছে শেয়াল।
গাঙে স্রোত, ভাটিয়ালী, কীর্তন, দেউল, মুর্শিদার বাড়ি
ওপারে যাব কেমনে ?
(চিরদিন বাইলাম মনে গো)
হাটের ধারে ঘাটের নাও ; লণ্ঠন-ঝোলানো গোরুর গাড়ি
ছায়ায় ছায়া আঁকি চলে।

কাদের কথা বলে, আমায় বিদেশী
পশ্চিমের ধুলোয়, টাঙার ঘণ্টায় ; হারানো ভিত্তির
চোখে-রঙা কোন চিত্তির
হঠাৎ গাড়ি-চাপা পড়ার দশা।
বছরের পর বছর যায়। সহসা
ফিরে-দেখার নামে ছোটো আকাশ :
বাংলাহীন বারো মাস।

বিধুবাবুর মতো

"চিঁড়েগুড় খেয়ে তৃপ্তিটুকু, গাছতলায় শুয়ে শান্তি,
শুধু অভাব দূর নয়, বেশ একটু গ্রথিত গোছের ভাব,
মেঘ নামল গাঢ়, বৃষ্টি নেই, স্নিগ্ধদুপুর আবির্ভাব
—কৃষিসফলতার আশা ?"
না, মরীচিকা-হয়া ভ্রান্তি-
দূর-করা মেঘমেদুর ভালোবাসা ?
পাড়ার মেয়ের বিয়ের শঙ্খ, সারাদিন বাজাচ্ছে সানাই
আমি কী করে জানাই
আমার বিকেলে আড় হয়ে এল আশ্চর্য এক দান ?

পায়ের মাপের জুতোর খুশির টান,
ডাইনামো-ঘরে গন্ গন্ আর কোটি-চলন্ত রেখা,
মসৃণ নিবে অফিসের খাতায় হিসেব লেখা,
দেশে-ফেরার ছুটির সকালে টবে-ভরা স্নানের জল,
দরকারি দিনের রোদ্দুরে আশ্বিনের হাওয়া টলমল,
দার্জিলিং চায়ের আসছে,— যাকে বলি— তৃষাতুর সুগন্ধ,
নতুন ক্ষুরে দাড়ি কামাবার আনন্দ,
অনেকদিন পরে ধুতি পাঞ্জাবি আর উড়োনি,
মোঘলসরাই পার হয়ে চলছে গাড়ির ধ্বনি :
সবের বার, অর্থাৎ যা, এবং তার চেয়ে বেশি
এই নিয়ে কাব্যের ফরমাশ। খাঁটি স্বদেশী।"

বড়োবাবুর কাছে নিবেদন

তালিকা প্রস্তুত :
কী কী কেড়ে নিতে পারবে না—
হইনা নির্বাসিত কেরানি।

বাস্তুভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অস্তিত্ব।
যার একখণ্ড এই ক্ষুদ্র চাকুরের আমিত্ব।
যতদিন বাঁচি, ভোরের আকাশে চোখ জাগানো,
হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো।
কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি।
আপনজনকে ভালোবাসা,
বাংলার স্মৃতি দীর্ঘ বাড়ি-ফেরার আশা।

তাড়াও সংসার, রাখলাম
বুকে ঢাকলাম
জন্মজন্মান্তরের তৃপ্তি যার যোগ প্রাচীন গাছের ছায়ায়
তুলসীমণ্ডপে, নদীর পোড়ো দেউলে, আপন ভাষার কণ্ঠের মায়ায়
থার্ডক্লাশের ট্রেনে যেতে জানলায় চাওয়া,
ধানের মাড়াই, কলাগাছ, পুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।
মেঘ করেছে, দুপাশে ডোবা, সবুজ পানায় ডোবা,
সুন্দর ফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা;
গঙ্গার ভরা জল, ছোটো নদী; গাঁয়ের নিমছায়া তীর
—হায় এও তো ফেরা-ট্রেনের কথা।

শত শতাব্দীর
তরু-বনশ্রী
নির্জন মনশ্রী:
তোমায় শোনাই, উপস্থিত কর্ণে আরো আছে—
দূর-সংসারে এল কাছে,
বাঁচবার সার্থকতা॥

উৎকল

মালতীপাটপুরের স্টেশন
গ্রামের বুকে।
নিঃঝুম ট্রেন দুপুরে-থামা;
ওড্রদেশ।
ডাব ঝোলে গাছে
গুচ্ছ গুচ্ছ;
সবুজ পুকুর।

কলিঙ্গ মেয়ে কাঁধে শিশু, গায়ে
হলুদ মাখা।
দরিদ্রতম ভারতী।
ওড্রদেশ ॥

মালতীপাটপুরের স্টেশনে—
থামা-ট্রেন ; ব'সে
যুগ-যুগ দেখি ঘরসংসার।
রেলোয়ে লাইন মাঝখানে তার
জগন্নাথের রাস্তায় ধুলো ;
পাশে ভাঙা ঘরে
পানের দোকান ;
গোরু-গাড়ি চলে।
শুকনো ছাগল ছিঁড়ছে ঘাস।
—ওড্রদেশ।
সোঁ সোঁ শব্দ কি দূর-সমুদ্রে ?
স্বপ্নের বাশি ?—
দিনে ডাকে ঝিঁঝিঁ। ঢং, ঢং, ঢং,
ফের ট্রেন চলে ॥

বঙ্গোপসাগর

নৈবনীল তরঙ্গ যতদূর দৃষ্টি চলে যায়।
শূন্যে ঠিকরোনো দ্যুতি ;
নিরন্ত আদিম শ্রুতি,
অগাধ, নির্মন ;
এক-সমুদ্র আমার আয়োজন।
স্পর্শ করে, কাকে স্পর্শ করে।

মণিময় ছোঁয় ভোরের লগ্নকে ;
গাঢ় রাত্রির তারায় মগ্নকে ;
উত্তাল অনির্ণীত হর্ষভরে।
হৃদয়বেগের জল।

মহাদেশ তার বাহুর বিস্তীর্ণ বন্ধনী।
দিগন্ত-ডাঙায় তোলে মেঘতর্জনী
ঝাউবনের প্রান্ত হতে দেখি সন্ধ্যায়।

কোথাও জাগে মানুষহীন ক্ষুদ্র দ্বীপ।
সারবাঁধা নারিকেল, পাথর, প্রবাল ;
সূর্যের টিপ ;
সিন্ধুচিল ওড়ে ; অতৃপ্ত তরল উচ্ছ্বাস ;
দক্ষিণের কল্পিত শ্বাস।

জাহাজে বাঁধে অগ্নির তেজে পণ্যপথ
ছলছল লোকালয়ে, ঘাটে ঘাটে ;
খোলে দূর ঊর্মিল ভবিষ্যৎ ;
ডোবে ঝড়ে, সংঘাতে ; কখনো পৌঁছয়।

এদিকে বালির স্তব্ধ সাদা-সোনালি। হঠাৎ নামে প্লাবনী
তটে-জলে চাঁদের লাবণি।
বুক ভরা অধীর : শান্ত তীর ॥

চীনে বুড়ো

মাটির বুকের কাছে থাকার ফল ?
বুড়োর মুখটা চাষকরা রৌদ্রপড়া শীতবসন্তের কুঞ্চিত মাঠ।
আসল যা জীবনের তারি ঘনতা ধরেছে ললাট ?
না, গাছপালার মতো সহজ, সহজাত সরল, এই ফল
উঠেছে বেড়ে, পেকেছে চুল। মুখের মহিমা
যেমন ধান, সবুজ শীষ, জলের প্রসন্ন ভঙ্গিমা ?

চীনে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে ভাবি : গম্ভীর শান্ত প্রাচীন
ছুপিয়ে দেওয়া চেহারা কালের না বহুকালের ?
ভদ্র সভ্যতার সকালের
রক্তে বয়ে-আসা আলোয় হঠাৎ এসেছে কোন দিন
এই চলন্ত ট্রেনে ? পোঁটলা বিছানা নিয়ে ভিড় উঠল
দুপাশে চীনে পাহাড়, চীনে গাছ, অচেনা বাঁকা ছাত-
বাড়িতে আমার আবিষ্ট চোখ,
দৃশ্যে চারিয়ে গেছে সহযাত্রী চাষীর স্নিগ্ধতা— এই বৃদ্ধ লোক ॥

অন্দ্রে হ্যারিসের ভ্রমণবৃত্তান্ত প'ড়ে।

কোথায় চলেছ পৃথিবী

তোমারও নেই ঘর
আছে ঘরের দিকে যাওয়া।

সমস্ত সংসার
হাওয়া
উঠছে নীল ধুলোয় সবুজ অদ্ভুত ;

দিনের অগ্নিদূত,
আবার কালো চক্ষে বর্ষার নামে ধার।

কৈলাস মানস সরোবর
অচেনা কলকাতা শহর—

হাঁটি ধারে ধারে
ফিরি মাটিতে মিলিয়ে।

গাছ বীজ হাড় স্বপ্ন আশ্চর্য জানা
এবং তোমার আহ্নিক অমোঘ অবেদন
আবর্তন

নিয়ে
কোথায় চলেছ পৃথিবী।
আমারও নেই ঘর
আছে ঘরের দিকে যাওয়া ॥

সংগতি

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।
তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গীহারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রঙ তার আঁকা।
  প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
    —মেলাবেন।
  তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
  যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
    মেলাবেন।
মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,
যারা সরে যায় তারা শুধু— লোকগুলো ;
  কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
  যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—
      মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
      মেলাবেন, তিনি মেলাবেন॥

আটপৌরে

আকাশ-চাদরটা ময়লা   জেটির একটানা কালো কয়লা,
      নুরনবীর মাস পয়লা
অত্যন্ত ঘটা করে নয়   ট্যাঁকে পয়সা গোটা ছয়
      গড়ের মাঠ পেরিয়ে ঘোরে
ফুটবল দেখে, ডোরা-কাটা-গেঞ্জি খেলোয়াড় লাফাচ্ছে, জোরে।
      চানাচুর এক পয়সা মুখে পোরে।

উবু হয়ে বসেছে কয়েকটা লোক ট্রামলাইনের পাশে, ঘাসে
ঘোড়দৌড় মাঠটার ; আওয়াজ আসছে বাজে ঠাট্টার ;
স্টীমারের ভোঁ সোয়া পাঁচটায়
টাকী থেকে যাবে রাজগঞ্জের ঘাটে।
—এমনি একটা হতে আরেকটায় শূন্যে বেলা কাটে।
কী হবে এর পরে এখন ফিরলে ঘরে
সাঁঝরাত্রে
আড়াইমন দিনের শ্রান্তি গাত্রে ?
নূরনবীর মনটা তখনো উড়বে নোংরা তক্তায় শুয়ে
ছেঁড়া কাগজ যেমন ফুঁয়ে,
এলোমেলো দৈবের ডিক্রি :
সেই সিদ্ধ ছোলাকলাই বিক্রি,
কুকুর নিয়ে বেড়ায় মেমসাহেব, 'জনি, জনি',
ছাতা তুলে ডাকছে সারাক্ষণই ;
গুডস্‌ট্রেনের লাইন, গাড়ি নেই, গঙ্গার পারটায় ;
ধোঁয়া-ঢাকা শিবপুরের ধারটায় ;
কতগুলো বয়া ভাসছে,
মাল্লারা চেঁচায়, ডিঙি তিনটে ঘাটে আসছে ;
আজব মস্ত-নল জাহাজ, নামল সারঙ
ফিতে-বাঁধা গোল টুপি, কুর্তাটা নীল রঙ ;
ফিটনে ফিরিঙ্গি খালাসী, মুখে চুরোট ;
ঝাঁকামুটে বইছে মোট ;
ফোর্ট উইলিয়মে লম্বা লম্বা পোল, উপরে লাল বাতি ;
বৃষ্টির মেঘ জমছে, নেই সেই ছেঁড়া ছাতি,
—অতএব ইডেন গার্ডেনটা গেল বাদ :
মিটমিটে কেরোসিনের ঘরে ফিরে মগজে উড়ছে সিনেমার সাধ।

হিরণ্ময় পাত্রে ঢাকা নয়, কয়লায় কালো সত্য
লক্ষ কোটি প্রাণধারণের এই তত্ত্ব।

'বিড়ি-ধরানো, পান-চিবোনো, মাত্বরে-
চ্যাপটানো প্রাণ। তবু চিরন্তনের আমি আত্বরে
আমি নূরনবী।'

তার নাক-ডাকা স্বরে এই শুনতে পাই আমি অকবি ;
তবু, গাঁজার টানে তার প্রাত্যহিক গ্লানি ডুবোবার খবর
আমার কাছে জবর।
অতিবাস্তবও নয়, আদর্শও নয়, এক রত্তি
শুধু সত্যি।
একই জগতে থাকি, চলছে সবি ;
আমি আর নূরনবী
চিনি না কেউ কাউকে—
উচ্চ কাব্যের পরিহাস ছেঁড়া উড়ো প্রাণের ইতিহাস
যায় কথায় ধ্যানের সর্বনাশ
—সেলাম, বেহস্তের এই ফাউকে ॥

রাত্রিযাপন

বুকে প্রাণটা এমনিই রইল, জানো ভাই,
ঘরে দাঁড়িয়ে মন বললে শুধু, যাই
—যাই।

প্রকাণ্ড তামার চাঁদ রাত্রে
গলে হল সোনা। সোনার পাত্রে
পরে আভার ছড়াল অন্তর্লীন রোদ্দুর।
নৌকো দূরে গেল বেয়ে সেই নীল অভ্রের সমুদ্দুর :
সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমু বোনকে হারাই

আর, অজ্ঞান মুহূর্তগুলো, তারায়
মিলিয়ে রইল স্বচ্ছধারায়।

জেগে-থাকা চোখে,
মাটিগাছমাঠের জমা-ঠাণ্ডা দৃশ্য পলকে পলকে
বদলালো একটু বর্ণ; তবু বর্ণহীন
একটু আলো ছিল, ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ।
আলোর সূক্ষ্ম প্রাণ অণুতে অণুতে কী হচ্ছিল। কালোর মধ্যে
দিয়ে উদয়।
অন্য কিছু নয়।

তিরোহিত চন্দ্রবর্ণ আকাশে উষা।
এল আবার দিন, প্রাচীন সোনার বেশভূষা।
ঘরের দেয়ালগুলো ফুটল রাঙা আঁচড়ে।
তার পর? মেঘের স্তরে স্তরে
রোজকার বিষণ্ণ সুন্দর সকাল এল ভরে।

তখন দরজায় দেখলেম দাঁড়িয়ে— হঠাৎ— আছি সবাই।
জানো ভাই,
—আর সবাই।
বুকের হাড়ে শক্ত কান্না নেই, কেবল, কী জানি
হয়তো এমনিই মনে-করা,
যাই, একবার যাই। রইলামই তবু। শক্ত ধরা॥

বসুধা

পোড়ো মেঠো মন
নিরন্ন নীল জীবন।
জ্যান্ত ধানের জায়গায় ধ্যানে নিমীলিত মিথ্যে।
মাথাটা হয়নি উর্বর
বই-পড়া বর্বর
ধুঁকছি শিক্ষিত শহরে বিবর্ণ চাকরির বৃত্তে।
গুরুর বাক্যে অন্ধ, নয়, পুঁথির শানে-বাঁধা ধাঁধায়।

রোদ্দুরে জলে কাদায়
কোথাও কিছু কি গজাচ্ছে, উঠছে, ঘুরন্ত
—বাড়ন্ত, প্রাণবন্ত ?—
তপ্ত সবুজ বাদামি
যার ধর্ম আজ এবং আগামী,
নয় কেবল জীর্ণ দামী ?

তারই কাছে থাকব, বাঁচব, নিশ্বাস মেলে রাখব
পুকুর-ধারে হোক হাটের পাশে
পাড়ার জামতলায়, বাড়ির পিছনের ঘাসে
যেখানে কারখানাঘরে কাঠ কাটছে করাত,
তুষ জমেছে, আস্তিনগুটোনো কারিগর, চকচকে
লোহা নাড়ছে শক্ত হাত।
জিইয়ে তুলবে বর্ষার নতুন কল্মিশাক,
লাউডগা, কচি শশা, কাঁচা আমড়া, তাজা লঙ্কা;
সিঁদুরে মেঘের দূর মৃদু ডঙ্কা,
গাছে কিচিরমিচির পাখির ডাক।
মেয়ে দুটি পুতুল নিয়ে ব্যস্ত, ছোটো ছেলে দৌড়চ্ছে দুরন্ত
—বাড়ন্ত, প্রাণবন্ত।
হালে বলদ জুতছে,
ঝাঁপি মাথায় চাষী বৃষ্টিতে চারা পুঁতছে;
পশলা বৃষ্টিতে কালো সারালো মাটির গরম ভাপ
ধান-পাকানো তাপ;
টনটনে নেবুফুলে ঠাণ্ডা হাওয়া;
সোনালি-কাঁটা কাঁঠাল, ভরাট আম
ঝিকঝিকে গ্রীষ্মে পাওয়া।

পোড়ো মেঠো মন
শীর্ণ নীল জীবন।

চায় মগজে রোদ্দুর বৃষ্টি,
চাষের লাঙল, কাদায় সৃষ্টি,
শিকড়ের সংঘর্ষ।
প্রাত্যহিক অফুরন্ত
—বাড়ন্ত, প্রাণবন্ত—
খোলা চোখের দৃশ্যে।
ধাত্রিণী বিশ্বে॥

আয়না

হারানো ছড়ানো পাগল খুঁজছে
ফিরে সে আপন হবে।
আলোর টুকরো দীপ্তি চোখের ;
ভাঙা-গান-ভাসা গানের কানকে ;
সেই নাক, যার সুরভি বোধটা
চামেলি বকুলে গেল কোথায় ;
—ফিরে ফিরে চায় তাই।
হায় হায় তার চেতনা-জড়ানো
কত দিন রাত পিছু ডাকে কেঁদে কেঁদে
হারানো ছড়ানো পাগল।

জানে তার হাড় ধুলোয় উড়বে,
কিছুই দেহের থাকবে না প্রাণকণা ;
আরো আরো বুক সবই খসে ঝরে
মিশে যায় মেঘে হাওয়ায় জলে।
নিভে যাবে মন আরো।
এখনই কোথায় লক্ষ খনের ছবি ?

হাজার দুপুর, বেগনি সন্ধ্যা, ভোরে নীল হাওয়া, তামসীর চাঁদ
খেয়ালী খেয়াল পাল তুলে গেছে পার।
ফিরিয়ে তবুও রাখবে, বাঁধবে, ঢাকবে,
সাধবে— ভাবছে পাগল।
হারানো ছড়ানো পাগল।

হারানো ছড়ানো পাগল একলা
দাঁড়ালো মাঠের ধারে—
দূরে বুড়ো বট ঝিমন্ত-জাগা,
ঝাঁ ঝাঁ রোদ-লাগা, সবুজ ছন্দে স্থির।
একটু হাওয়ার মন্ত্র।
দেখছে পাগল প্রকাণ্ড চাকা
নীল আঁকা বাঁকা দিগন্তের ;
প্রখর যন্ত্রে শুনছে ঝিল্লি বাজনা।
উঁচু সূর্যের ওপারে শূন্য, সোনায় সাজানো ;
চেনা গ্রাম ঐ ঘোর অচেনার
বিপুল আবেগ আনল।
ঝনঝন করে সৃষ্টি-সুদ্ধ ভাঙছে, গড়ছে, চলছে—
কোথায় তুমুল শব্দ ?
মাঝখানে তারি হঠাৎ পাগল মুখ দেখে চেনে আয়নায়
আকাশে তাকিয়ে হাসে।
ভরা সন্ধ্যায় চুপ করে বসে থাকে
হারানো ছড়ানো পাগল॥

যান্ত্রিক উনোন

মাটি লেপো, মাটি লেপে দাও।

সঞ্চিত আগুনে ফেটে, ধিকিধিকি অঙ্গারের বাসা
তপ্ত শোকে, ভস্ম দুঃখে বিমর্ষ এ বুকের উনোন,
আপনাকে ব্যর্থ করে আজ।
মাটি লেপে দাও।

নতুন অঙ্গের ঘেরে মন আবার বন্দী ক'রে তেজ
সোনার আগুন দিক, পুড়িয়ে নীচের কালো কণা,
বাসনার কয়লা যত জমানো আবেগ ;
সে আগুনে অন্ন রাঁধা হবে।

মাটি-লেপা, পরিবদ্ধ, বেষ্টিত বুকের মুক্তশিখা
শূন্যে উঠে ঊর্ধ্বপাত্রে তাপ দিয়ে
সংসারে সেবার ভোগের
ইন্ধন করুক আপনাকে।

জ্বালিয়েছি নিজেকে কেবলি,
হোক তাই ;
জন্মেছি জ্বলতেই।
জানি নি প্রতিষ্ঠা পেয়ে কোন দেব-ঘরের আগুনে
এই জন্মব্রত বই ;
কালোকে আগুন ক'রে সকালে সন্ধ্যায়
দিতে হবে সর্বস্বান্ত শেষ শক্তি,
সাজানো থালায় কারা পাবে মর্ত্য ক্ষুধার প্রসাদ,
মন্দির চত্বরে ভিড় হবে ;
—বৃহৎ সংসার বাঁচে যেন।

শুধু চাই যতদিন আমার সমস্ত ভেঙে চুরে
গড়া না হয় ফের অন্য কোনো মাটির উনোন,
যতদিন সত্তা এই না-ই মেশে আদিম কাদায়,
ক্ষত ক্ষয় খরা-ধরা ছাই মাখা দীর্ণ আমি
পায় যেন মধ্যে মধ্যে তোমারি হাতের দেওয়া দান,
শান্তি গঙ্গামাটির প্রলেপ।

আরণ্যক

আদিম ক্ষুধিত ভোরে
রোদ নামে ঝাঁকে ঝাঁকে,
পুলকিত ঘনচ্ছায়ে ত্রস্ত পাতা
বাঁধে পীত-সবুজের ঘর ;
কাঁকর মাটির শুকনো ডাঙা ;
শীর্ণ ফাঁকে দেখা যায় নীল ;
বোবা দিগন্তের ধারে অদৃশ্যে-আড়াল লোকালয়।
আরণ্যক শব্দ ওঠে পাখি-পল্লবের ব্যস্ত শ্লোকে,
মাছি মৌমাছির ভিড়, পতঙ্গ মশার উচ্চারণ ;
মহুয়া শালের তপ্ত বায়ু মধুঝরা
ঠেকে যায় সারি সারি স্তম্ভ গাছে :
—ছ মাইল হাট থেকে, গুঞ্জরা গ্রামের বাঁয়ে এসে
হয়ে আছি বন-মানুষ আদি সুখে।
স্বপ্ন-স্তর নবকাল মুছে দিয়ে
নামে কোটি বৎসরের অধিকার।
রক্তে কোন প্রাচীন যৌবন নিয়ে চলি,
লাল বিম্ব তুলে খাই, চাক ভেঙে মধু চুরি করে
বনের আনন্দে ঘুরি ; ভয়ে লোভে দুর্বার খুশিতে।
যে পৃথিবী পেয়েছি জন্মেই
তাকে জানি, ভালোবাসি, লুটি, দেখি, জিনি ভাগ্য ;
জঙ্গলে পেয়েছি প্রাণ দু ঘণ্টা ভদ্রতা ভুলে থাকি ॥

কাঠুরিয়া

মউলভরা মহুয়া গাছের সার দিয়ে আজ চলি,
ছায়ায় হঠাৎ মনে পড়ে যায় আগের কথা।
ঘরের জানলা পাশে
মা কেমন ব'সে একলা, মনের ছায়ায় তারি
অন্যরকম বেলা
সমস্ত দিন হাওয়ায় ভার লাগে।
বাগানে ফুল, পুকুরে জল, খেলার গাছের তলা
যোজন দূরে খেলতে ডাকে ;
বেড়ার ধারে দেখছি কুঁচের রাঙা বীচি।

বুঝি না ঘরে ঢুকেই কেন মনে হয় যে
চিরকালের সব কিছু তাও টলে ;
মা ব'সে ঐ বারান্দাতে, বই হাতে, চোখ-নামা।
হেসেই কথা বলে আমাদের, তবুও মেঘে-চাঁদ,
দিনের বেলায় হয় নি পুরো দিন।

আজকে পথের অপরাহ্নে বসন্তকাল বনে,
কাঠ কাটতে চলেছি বনে, রোজই চলি, বনে
মায়ের আলোয় দিন ভরল, হারা-বেদনার ছবি

খাণ্ডালার দেবমন্দিরে

[ভক্তাবদান]

তোমার মন্দিরে, প্রভু, সারা সূর্যবেলা
সিঁড়িতে ধুয়েছি ধাপ, নিচের আঙন
নিকিয়েছি, কুয়ো থেকে জল
বাঁকে বয়ে দেবোস্থানে দিয়েছি বিকেলে।

অনেক পূজারী আছে, নিয়ন্ত্রিত আমি
তাদেরি কাজের অংশী দেহে মনে প্রাত্য-হিক বিধি
সেধেছি প্রসন্ন ক্লান্ত, বিঘ্ন ভুলে একা
চলেছি তা জানো। তবু,
একে নিয়ে কী করব, এই অকারণ জলা বুক,
কী করে পেয়েছে দীক্ষা— সূর্য থেকে কেবলি জ্বলবার-
পৃথিবী প্রেমিকা যার সেই দূর-বিরহী সূর্যের
আলো শুধু স্বপ্নে দেখি, শূন্য-ভরা দৃষ্টিও পাই নি,
রশ্মি-বার্তা পাঠাতে পারি নে ; রুদ্ধবুকে
মন্দিরেই থাকি, কাজ করি।

ব্যর্থ হৃদয়ের তাপ

কাজের সীমান্তে কেউ ছোঁয় না প্রাণের স্নিগ্ধতায় ;
প্রেমের বিগ্রহ বন্দী পাষাণের ভাস্বর দেয়ালে।

দ্বিপ্রহরে

তোমার চত্বরে উঠে ক্ষণকাল দেখি দূর :
প্রতিদিন বিবিধ সংসার ঐ, হাটের বসতি,
বড়ো রাস্তা ঘুরে গেছে দোকানে, ঝাউয়ের ধার দিয়ে,
গুচ্ছ গুচ্ছ নারকেলের মধ্যে খোড়ো বাড়ি, ক্ষেত :
ভক্তির সমাজ নয়, প্রেমের মাটিতে ওরা থাকে।
কেনে বেচে, ঘরে যায় ; কষ্টে রোদে জলে তবু
শ্যামল সংগ্রাম বহে। ভঙ্গুর পাত্রকে নিয়ে
কুমোরের চাকে তুলে নতুন মাটিতে ফের গড়ে ;
সেই ভাঙা-গড়নার তৃপ্তিতে যাদের বাঁচা-মরা
অঙ্গে অঙ্গে পায় তারা তোমারি ধুলোর আশীর্বাদ।
নেই কারো অট্টালিকা অটল প্রত্যয়ে ভক্তি-গড়া—

ক্ষমা করো,

নিত্য পাষাণের ধ্যানে স্খলিত এ পূজার কর্মীকে,
সংশয়ের স্পর্ধা ক্ষমা করো। ভক্তি-সৌধে যার কাজ,

তেরোশো পঁয়ষট্টি ধাপে পুণ্যজল ধোওয়া সম্বৎসর,
মাটির তৃষায় তার অপরাধ।

-- যদিও তোমারি দেওয়া তৃষা।

গোধূলিতে

দীর্ঘ সন্ধ্যা আগুনের অনেভা হৃদয়ে
দাহ নিয়ে ঊর্ধ্বে চাই।
বিশ্বের মন্দিরে দেখি শুভ্রতারা জ্বেলেছে আরতি ;
লোকালয়ে পূজা ওঠে আকাশপ্রদীপে ভীরু প্রেমে ;
মন্দিরের গম্ভীরায় আরতি চলেছে ভক্তদের ;
আমি মূর্ছাতুর,
মন্দিরেই থাকি তবু এ মন্দিরের যোগ্য নই, প্রভু,
বাহির সংসারে ক্ষুধা তারো নেই সাধ্য :

—হৃদয়ের

তুমি করো বিধি।
প্রেম নিয়ে কাকে দেব, এ তো শুধু জ্বালা, কে বা নেবে
প্রেম যদি না জ্বলে পূজায়॥

মাটি

ধান করো, ধান হবে, ধুলোর সংসারে এই মাটি
তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাটি।
বসে যদি থাকো তবু আগাছায় ধরে বিন্দু ফুল
হলদে-নীল তারি মধ্যে, রুক্ষ মাটি তবু নয় ভুল—
ভুল থেকে সরে সরে অন্য কোনো নিয়মের চলা,
কিছু না-কিছুর খেলা, থেমে নেই হওয়ার শৃঙ্খলা,
সৃষ্টি মাটি এইমতো।

তাইতে আরোই বেশি ভাবি
ফলাবো না কেন তবে আশ্চর্যের জীবনীর দাবি।
কচি বৃন্তে গুচ্ছ অন্নধান
সোনামাঠে ছেয়ে দেবে শ্রমের সম্মান।
তারি জন্যে সূর্য তাপী, বাহুর শক্তির অধিকার,
মানুষের জন্ম নিয়ে প্রাণের সংকল্প বাঁচাবার।
বৃষ্টি ঝরে, চৈতন্যের বোধে
আবার আকাশ ভরে রোদে।
তারি জন্যে শিশু আঙিনায়
দৌড়ে খেলে, হাট বসে, গৌরীপুরে জমে ব্যবসায়।
গাছ চাই, গাছ হবে, ছায়া দেবে, বাড়িতে বাগানে
শহরে শিল্পের সৌধে প্রাণ জাগে প্রাণে।
যা হয় তারই সে হওয়া আরোই উজ্জ্বল করে তুলি
কঠিন লাবণ্যে ছুঁই মনের অঙ্গুলি।
বীজ আনি, জল আনি, ভাগ্যজয়ী খেলা তারো বেশি-
যে-রহস্য সর্বাতীত তারি সঙ্গে হোক বেশারেশি
অচিন্ত্য বিস্ময় খুলে যাই—
কিছু হয়, হয় না বা, এরি মাটি চষি এসো ভাই॥

শিল্প

তাঁতে এনে বসালেম বুক থেকে রোদ্দুরের সুতো,
নীহারিকা পাড় বোনা, বিদ্যুতি জরির উদ্ভবে :
তোমার পায়ের প্রান্তে লুটোবে যখন যাবে দ্রুত
প্রাণের বসন্তদিনে কত কী উৎসবে।
কত তুলো, কত রঙ, কত কল্পনায়, মায়াময়
তোমার সে বেনারসি বোনা হয় ;
তুমি তো জানো না,
প'রে শুধু আশ্চর্যের লগ্নে তুমি হও অন্যমনা।

যা দিয়েছিলেম সে তো প্রাণরক্ত, অন্য সে রক্তিমে ;
আঁচল সোনালি গাঢ় আমারি প্রেমের মুগ্ধ হিমে ;
সঙ্গে কত স্পর্শভরা জড়ায় অস্পর্শ আলিম্পন
সাত-পাকে ঘোরো যবে তোমার জীবনে শুভক্ষণ ;
মর্ত্যে এসে মাঙ্গলিক রেখে যাই,
অনামী শিল্পের গায়ে বাসনার ধেয়ান মেশাই ;
তাঁতির আঙুল জানে কত সুতো গেঁথে গেঁথে শেষে
প্রাণে প্রাণে কত দানে তোমার অর্ঘ্যের দান মেশে ॥

বিনিময়

তার বদলে পেলে—
সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল—
ফুলে নোওয়ানো ছায়া ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
ভরল হৃদয়তল—
একলা বুকে সবই মেলে ॥

তার বদলে পেলে—
শাদা ভাবনা কিছুই-না-এর
খোলা রাস্তা ধুলো পায়ের,
কান্না-হারা হাওয়া—
চেনাকণ্ঠে ডাকল দূরে
সব হারানো এই দুপুরে
ফিরে কেউ-না-চাওয়া।
এও কি রেখে গেলে ॥

ফিরব না

হাতল সবুজ তামা ; পুরু দরজা পুরোনো গাছের,
বন্ধ— তবু খোলা তার স্পষ্ট আওয়াজ "এসো, এসো"
ঝোড়ো শূন্যে দেওদার, অত ঢেউ, পাতাভরা ঢেউ ;
ফুলের রঙিন ফেনা, নীল ফ্রেমে ; বাড়ি অবিশ্বাসী।
বঙ্কিম গলিতে এসে দাঁড়াই ৩২ বি-তে ; খুঁজে চাই।
মন্ত্রের দরজা ঐ খুলে কারা বস্তা নিয়ে আসে
সেই দরজা খুলে ; পাটের কুবের, কেনা মুটে।
ধনিকের নথ কবে এখানেও প্রাণের মর্মে দাগা ;
বন্ধ হল চিরদিন খোলা দরজা আরো খুলে গিয়ে।
ঝোড়ো দিনে কার স্পর্শ, স্পর্শাতীত সেদিনের বাড়ি,
ঊর্ধ্বাকাশে লগ্ন-লাগা স্তব্ধ তারা, তপ্ত ঠাণ্ডা পাতা,
চেনার অসীম ডুব, বন্ধু পরিবারে স্নিগ্ধ ভাব,
ঠেকে এসে চুন আর ধুলোর আড়তে। এরা কারা,
হো হো হাসি পান খায়, দোক্তার দোকান, লাল জল,
বড়ো বাজারের মজা গিজিগিজি ; প্রাকৃত ধনের
মোটা মজা দৈন্য গৃধ্নুতার, কলকাতা ; ফিরে যাবো
দরজা বন্ধ ক'রে ধড়াস বুকের মধ্যে, একা,
বসন্তরাত্রির ঝড়ে দৃষ্টিভরা একটি সে কাহিনী
কুসুম-সংকীর্ণ গলি, গলি, কোথা সেই দরজা পারের
গাছে পরিচ্ছন্ন বাসা। চিহ্নহারা। প্রবাসী পথের
ধুলোয় দুপুরে চলি, রোদ্দুরে চলেছে মালগাড়ি॥

বৈদান্তিক

প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ,—
বেরিয়ে এলেই নেই।
ভিতরে কত লক্ষ কথা, পাতা পাতায়, শাখা শাখায়
সবুজ অন্ধকার ;
জোনাকি কীট, পাখি পালক, পেঁচার চোখ, বটের ঝুরি,
ভিতরে কত আরো গভীরে জন্তু চলে, হলদে পথ,
তীব্র ঝরে জ্যোৎস্না-হিম বুক-চিরিয়ে,
কী প্রকাণ্ড মেঘের ঝড় বৃষ্টি সেই আরণ্যক—
বেরিয়ে এলেই নেই।
ভিতরে কত মিষ্টি ফল, তীক্ষ্ণ স্বাদ ফুলের তীর,
ইচ্ছে-ভরা বুনো আঙুর, জামের শাঁস,
ভিতরে কত দ্রুতের ভয়, কখনো বেলা সময়হীন—
বেরিয়ে এলেই নেই।
চক্রবাল চোখে রেখেই বাহিরে চাই,
গাঁয়ের ধোঁয়া একটু রেখা সন্ধ্যা হলে,
অনাসক্ত নদীর জলে সিক্ত মাটি
বিনা চাষের বুনোধানের গুচ্ছে রয়,
এখানে সবই বিরলতার।
বুকের মধ্যে বাড়ি-যাবার
খুঁজে পাবার এখনো কোনো চিহ্ন নেই ;
দৃষ্টি আছে॥

ওক্লাহোমা

সাক্ষাৎ সন্ধান এই পেয়েছি কি ৩-টে ২৫-এ ?
বিকেলের উইলো-বনে রেড-অ্যারো ট্রেনের হুইসিল
শব্দশেষ ছুঁচে গাঁথে দূর শূন্যে দ্রুত ধোঁয়া নীল ;
মার্কিন ডাঙার বুকে ঝোড়ো অবসান গেল মিশে ॥
অবসান গেল মিশে ॥

মাথা নাড়ে "জানি" "জানি" ক্যাথলিক গির্জা-চূড়া স্থির,
পুরোনো রোদ্দুরে ওড়া কাকের কাকলি পাখা ভিড় ;
অন্যমনস্ক মস্ত শহরে হঠাৎ কুয়াশায়
ইস্পাতী রেলের ধারে হু হু শীত হাওয়া টলে যায় ॥
শীত হাওয়া টলে যায় ॥

হৃৎপিণ্ডে রক্তের ধ্বনি যেখানে মনের শিরা ছিঁড়ে
যাত্রী চলে গেল পথে কোটি ওক্লাহোমা পারে লীন,
রক্তক্রুশে বিদ্ধক্ষণে গির্জে জ্বলে রাঙা সে-তিমিরে—
বিচ্ছেদের কল্পান্তরে প্রশ্ন ফিরে আসে চিরদিন ॥
ফিরে আসে চিরদিন ॥

সাবেকি

গেল
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,
হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিল আমার)
দেহটা নিজস্ব।
রাম নাম সত্ হ্যায়
গৌর বসাকের পড়ে রইল ভরন্ত ক্ষেত-খামার
রাম নাম সত্ হ্যায়

দু-চার পিপে জমিয়ে নস্য   হঠাৎ ভোরে হলো অদৃশ্য—
ধরনটা তার ক্ষ্যাপারই—
হরেকৃষ্ণ ব্যাপারি।

রাম নাম সত্ হ্যায়

ছাই মেখে চোখ শূন্যে থুয়ে   পেরেকের খাট তাতে শুয়ে
পলাতক সেই বিধুর স্বামী
আরো অপার্থিবের গামী।

রাম নাম সত্ হ্যায়

রান্না রেঁধে কান্না কেঁদে   সকলের প্রাণ প্রাণে বেঁধে
দিদিঠাকরুন গেলেন চলে—
খিড়কি দুয়োর শূন্যে খোলে।

রাম নাম সত্ হ্যায়

আমরা কাজেরই নিযুক্ত,   কেউ কেরানি কেউ অভুক্ত,
লাঙল চালাই, কলম ঠেলি,   যখন-তখন শুনে ফেলি

রাম নাম সত্ হ্যায়

শুনব না আর যখন কানে   বাজবে তবু এই এখানে

রাম নাম সত্ হ্যায়॥

১৩৫০

হাত থেকে তার পড়ে যায় খসে
অবশ আধলা ধুলোয়।
চোখ ঠেকে খোলা অসাড় শূন্যে।
প্রাণ, তুমি আজো আছ ঐ দেহে,
আছ মুমূর্ষু দেশে।
কঙ্কাল গাছ ভাদ্রশেষের ভিখারী ডালটা নাড়ে,
কড়া রোদ্দুর প্রখর দুপুরে ফাটে।

হাতের আঙুলে স্নেহ দিয়েছিলে
চোখে চেনা জাদু আপন ঘরের বুকে—
বাঙলার মেয়ে, এসেছিল তার জীবনের দাবি নিয়ে,
তুদিনের দাবি ফলন্ত মাঠে, চলন্ত সংসারে ;
কতটুকু ঘেরে কত দান ফিরে দিতে।
সামান্য কাজে আশ্চর্য খুশি ভরা।
আজ শহরের পথপাশে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোথা
সভ্যতা ছোটে তেরোশো পঞ্চাশিকে ॥

সনেট

হে যম, অন্ধকার যাত্রীর শোনো কথা :
মৃত্যু হলো।
অস্পষ্ট ওপারে আমরা চলে
যাচ্ছিলাম, মেদিনীপুরের লোক,
জলে—
ঝড়ে যে-রাত্রে মেদিনীপারের শূন্যতা
ডেকে নিল।
ভয়ংকর তেষ্টা, ছেলে কেঁদে
কোথায় হারালো······ আজো কাঁদে ?
এলো বান,
ওরে বাড়ি আয়।
একি ঢেউ, না কামান ?
এদিকে আগুন দেয় ঘরে গোরা,
বেঁধে
মারে, "কংগ্রেসি কোথায় ?" সঙ্গে, যম,
দেশী
সৈন্য হাসে,
—নয়, এরা মৃত্যুদূত নয়,

যে-মৃত্যু তোমার কালো ঝড়ে—

ধরাময়

কোথা থেকে পাপ আনে এরা ?

শোনো,

বেশি

মনে নেই……

যম,

ঘরনী কোথায় ?

ঘরে

যেতে হলে পথ বলো খুঁজব কী করে ॥

সত্যাগ্রহ

(১৩৫২)

গড়ি প্রাচীর।

ধ্বংসবাহীকে করুক স্থির

প্রাণখড়্গ।

গান ধর্ গো

"ঐ কালো পন্থী কেউ টিঁকবে না, না না।"

(পক্ষ)

পুরোনো, পুরোনো।

কত মানুষ পায়ে দলে যায় প্রাণের কচি পাতা;

দা দিয়ে কাটে লাল কৃষ্ণচূড়া, সোনাঝুরি ;

ফুটপাতে ভাড়াটে ভিখিরি জমায় ; মজুরের হাড়ে শহর গাঁথা

সোনার শান দেওয়া ধনীর ছুরি ;

অগণিত মর্মের উপর রক্তিম বিক্রম ; অনাশ্রিতের কান্না শোনো ;

পুরোনো, পুরোনো।

ঝড়ে রোদে বেলা গেল

(প্রতিপক্ষ)

এও পুরোনো—
ট্রামের জানলাপাশে দ্রুত ঘাস ;
কাজের হাটেও নাকে এসে ঠেকে বসন্তের সুরভিনিশ্বাস ;
মধ্যনীল আকাশ থেকে শহরতলীর উপরে
আদিম সাহস ঝলে তুপ'রে।
চমৎকার ছবি-আঁকিয়ে, বন্ধু, উজ্জ্বল কর্মী ;
আমাদের মতো বিচিত্র জনসাধারণ মানুষধর্মী ;
বর্বরের হাতে দুঃখ পেয়েও নিভৃত করুণার জিৎ,
প্রত্যহ বীর্যেই ধ্যানের ভিৎ ;
ইতর ক্রূর কঠিনকে হো হো হাসির জোরে উড়োনো :
এও পুরোনো।
আবার দিনের বেলা এলো।

২

(অভিযান)

নতুন বলে ভয়কে ভয় পেলে ?
কোথায় নতুন ? যান্ত্রিক নব্যঠাট দেখো ঠেলে—
তলে সেকেলে পাপীর বিবিধ মুখটা, ভীষণ ঠাট্টা প্রাণদাতার ;
বিরুদ্ধে সংগ্রামটাও মান্ধাতার।
দুই পুরোনোয় প্রাণের রণরঙ্গ
রক্তে দুলুক তরঙ্গ।
নেবে কার পক্ষ ?

এ প্রশ্নকেও ধিক্। সাক্ষ্য দিক প্রাণ লক্ষ লক্ষ।

বাঙলার কলকাতা বহুর রাজধানী
তাকে বাঁচাতে চাও, তা জানি।

আসুক বুকে তবে অন্তত এক ছটাক সাহসী চিত্ত
নিছক বাঙালিত্ব ?
বাঁচানো অর্থে বস্তি বাঁচানো নয়, বস্তির বস্তিত্ব
ঘুচিয়ে মানুষকে দেওয়া অস্তিত্ব ;
এবং এই তীব্র সুযোগে লোভের জট কেটে শহরে
সাম্যের বিধান ফাঁদা বড়ো বহরে।
বাঁচা নিজেই বাঁচা নয়, নিজে মরতে মরতে
স্বাধীন মর্ত্যে
দেশকে খাড়া করতে।

আবার নতুন দিন এলো

শাদা বুদ্ধির তাই আলোগুলো জ্বালিয়ে
দীপ-নেভানোর যুগে না পালিয়ে
এইটুকু বলা যাক স্পষ্টই—
বানরদেবতা, হবে নষ্টই
যদি নরত্ব বজায় রাখি। — যাই হোক
পাপের বিরুদ্ধে পাপী হয়ে, হত্যার বদলে হেনে হত্যা-শোক
মাথা নিচু করব না কোটি লোক।

ঝড়ে রোদে বেলা গেল

(কোরাস)

গড়ি প্রাচীর
ধ্বংসবাহীকে করুক স্থির
প্রাণখড়্গ
গান ধর্ গো
"ঐ কালো পন্থী কেউ টিঁকবে না, না, না॥"

ফ্রাইবুর্গের পথে

কোনোদিনই বুঝব না
কেন ঐ ছেলে তার পকেটে বুকের কাছে রাখে
চুল-ওড়া কার ছবি—
কে যে কাকে কেন প্রাণে ঢাকে।
কার মুখ চোখ কার আলো হয়ে ঢেউ তোলে
দৈবতা কেন প্রাণে দোলে।
গলা কারো আঙুলের এটুকু গড়ন
জীবনের চেয়ে বেশি ধন—
কেন কিছু বুঝব না।
ছোঁয়া যায়, যায় না বা, ভাষা যার নেই
জানে তবু আছে ও দেহেই।
ট্রেনে দেখি সৈন্য যুবা বিমুগ্ধ স্মরণে ডুবে আছে—
বাহিরে কিছুই মানে খুঁজব না॥

আপেল ফুলের হাওয়া ঝিরিঝিরি
য়ুরোপি ছোটো গ্রামে আছে ঘিরি;
খুশি হয়ে অসীম বিশ্বাসে
শীত-রোদে যার কোলে শিশু হাসে
লেসে-বোনা টুপি পরা—
এ ছবির তল খুঁজব না।
তরুণীর চোখে সুখ বিদেশী যাত্রীকে খেতে দিতে,
ভাই যেন এল পৃথিবীতে,
কিসের বাজনা পথে ঘাটে—
এর মানে কিছু বুঝব না।
এতদিন আছি বেঁচে কিছুই জানি নি, তবু শেষে
প্রাণের নিঃশেষ প্রেমে জেনেছি সমস্ত প্রাণ মেশে॥

সমুদ্রে

ঢেউয়ের তরল তল স্বচ্ছ বাঁকা রেখা
শঙ্খ শামুকের জল লেখা
ঝিনুকে প্রবালে
মনে ঢোকে ঝলমল চিত্রণের জালে।
জল মেঘ ঘন বন ছায়াচ্ছন্ন দ্বীপ-দ্বীপান্তরে,
পাখির উড়নি রেখা ভিড় করে—
শ্যাম পাহাড়ের কাঁপা পাতা থেকে
ডুরিয়ান্ গাছে কাঁটা ফল এঁকে
চীনে নৌকো ছাউনি ছাতে, নদীরেখা বেঁকে বেঁকে
চলন্ত জাহাজে এল বহু দূরে
সিন্ধুশকুনের সঙ্গে ঘুরে
আগুন-রঙানো সন্ধ্যা-ডেক-এ॥

আদিম ভিতরে আঁকা রক্তের ধমনি রেখা মনে
তলে তলে চেতনার নিবিড় তরঙ্গ আলিপনে
জাতিস্মর স্মৃতিহীনতায়
আঙুলে তুলিতে কাঁপে রেখার বিচিত্র সমবায়।
বাঙলার পলিমাটি গাঙ্গেয় তরুতে ঘন তৃণে
পুরু সবুজের পাড় সুন্দরবনের প্রদক্ষিণে,
কাদা-গড়া দেউলের মৌসুমি উজ্জ্বল ঊর্ধ্ব ভাপে
ছবির ভারতী রেখা কাঁপে ;
জন্মের প্রথম বাসা জলে-ভাসা ক্ষণে আজ দোলে
ছন্দে ছাঁদে ঘরমুখী প্রাণের কল্লোলে।
তার পরে সব মিলে কোন্ সে চিত্রালি
আমার কথায় তালে শুধু জল, মুঠো সোনা বালি-
অনির্ণীত ইঙ্গিতের ব্যথা
কবিতায় খোঁজে নতুনতা॥

চিরদিন

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলে রাতে,
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে নদীর আঘাতে।
দুঃখের আবর্তে নৌকো ডোবে, ঝড় নামে,
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে গ্রামে—
নীলাম্ভ আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি, আর, তুমি যেন শোনো॥

তুমি যেন বলো, আর, আমি যেন শুনি
প্রহরে প্রহরে যায় কল্পজাল বুনি।
কুমুদ কহ্লার ভাসে থৈ থৈ জলে,
কোথা মাঠ ফেটে যায় মারীর অনলে।
আঙিনায় শিশু খেলে, ফুলে ধরে মৌ,
তুলসীতলায় দীপ জ্বালে মেজো বৌ,
সানাই বাজানো রাতে হঠাৎ জনতা
বিয়ে ভেঙে মালা ছিঁড়ে ছড়ায় মত্ততা।
মানুষের প্রাণে তবু অনন্ত ফাল্গুনী—
তুমি যেন বলো, আর, আমি যেন শুনি॥

বৃষ্টি

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।
শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।
লুটোয় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী;
আকাশে বিদ্যুৎজ্বলা বর্শা হানে
ইন্দ্রমেঘ;
কালো দিন গলির রাস্তায়।
কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।

নিবিষ্ট ক্রান্তির স্বর ঝরঝর বুকে
অবারিত।
চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা দুরন্ত সিঁদুরে
পরায় মুহূর্ত টিপ,
নিভে যায় চোখে
কম্পিত নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবা রেখা।
বিরামস্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে
আবার ঘনায় জল।
বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া
খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।
মত্ত দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝঙ্কার
অবিরহ,
সেই সৃষ্টিক্ষণ
স্রোতঃস্বনা
মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা
প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়,
এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।

ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক।
কী বিহ্বল মাটি গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়
গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল
বারে-বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরন্ত ফিরে ফিরে—
ঘনমেঘলীন
কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে॥

পিঁপড়ে

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভরে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক॥
ভয় করে তাই আজ সরিয়ে দিতে
কাউকে, ওকে চাইনে দুঃখ নিতে।
কে জানে প্রাণ আনল কেন ওর পরিচয় কিছু,
গাছের তলায় হাওয়ার ভোরে কোথায় চলে নিচু—
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে সেই অতলে ডাকুক।
মাটির বুকে যারাই আছি এই দুদিনের ঘরে
তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে॥

এপারে

দেখলাম দু-চক্ষু ভরে, হে প্রভু ঈশ্বরমহাশয়
চৈতন্যে প্রসন্ন সূর্য,
খচিত রাত্রির দেয়া গান
রেডিয়ো নক্ষত্রে বাজল এই দেহে ঝিমঝিম দূরে
শিরায় জড়ানো নহবৎ।

ইন্দ্রিয়ের চূর্ণ স্বরে
জেগেছে সংসার প্রান্তে আদিম গায়ত্রীমন্ত্রময়
ভূর্ভুবঃ স্বঃ।
হোক না স্বেচ্ছায় বন্দী প্রাণ
হঠাৎ মুক্তি সে পেল।
(কিছু বন্দীদশা ইচ্ছাতীত,
সে তর্কে নামব না আজ।)
মহাশয়, পার্থিবের দেশে
স্বীকার্য, অনেক হল : সভ্যতা যতই পাপ কাজে
যুদ্ধে হানে জ্যোতির্বুদ্ধি, রক্তবহা যন্ত্রণা সমাজে
গঙ্গোত্রীর ধারা নেমে বার-বার অলক্ষ্য রঙ্গিত
ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল মুহূর্তে অক্ষয় লোকালয়
কোটি মৃত্যু কান্না ছোঁয়া সমুদ্রের নীল নিরুদ্দেশে।
শুধু আজ্ঞা দাও, যেন বুঝি
আয়ুকাব্য মহাময়
অধ্যায়ে-অধ্যায়ে খোলা অভাব্যের এই পরিচয়
গ্রন্থিবাঁধা তারি মধ্যে এসে আমি জন্মমৃত্যুপারে
আজো কোন খুঁজি বাসা,
এদিকে পঞ্চাশ হল, দিন
এ যাত্রা সন্ধ্যায় ক্রমে সন্ধিক্ষণে হয়ে আসে ক্ষীণ
পালা-বদলের বেলা,
মেলাবে কি যোগ অন্ধকারে
সৌরধুলো তৈরি দেহ রাখি যবে, ঘরে-ফেরা বাঁশি—
বহু পথ এসেছি তো বস্টনে বাঙালি দূরবাসী ॥

সমাবর্ত

নিরবধি কালের সকাল। নীল ইস্পাতী রেলে জ্বলে ওঠে
কালো দ্যুতি, দুটো-পঁচিশের ট্রেন এল বলে, প্রশ্নচক্ষু স্থির
সিগ্‌নলের— হঠাৎ সবুজ দৃষ্টি— ঝোড়ো এক্‌স্‌প্রেস ছোটে
সময়ের অন্ত দূরে দূরে ; থেমে যায় আন্দোলিত ভিড়

কম্পিত পরিধি প্রান্তে ; পাশে অসংলগ্ন জলে গম্ভীর বকের
এক-পা বাড়ানো ধ্যান : মনে একটি মাছ ; উঁচু টেলিগ্রাফ তারে
কোটি বার্তা চলে তা কে জানে, তাতে বসে দোলায় শখের
পুচ্ছ বুনো পাখি, ভিন্ন লোকে ; মাঠে লাল ট্র্যাক্টর অন্তধারে।

মধ্য-মার্কিনে আছি মিসিসিপি পারে, চলেছি যে ঘড়ি হাতে
টিকটিক আয়ু তার আনে ছিন্ন এটা-ওটা : খুঁজি নিঃসময়
কোন ঘটনার ছবি— বাংলা ভাষায় গাঁথা— চিরক্ষণে যাতে
শাদা বক, ব্যস্ত ট্রেন, বুকে ধরে এই সকালের পরিচয়॥

এস্পান্যোল্‌

বঙ্কিম ভঙ্গিতে কাঁপা খেয়ালি পথের বেহালায়
দূর সমুদ্রের পথ চিনে
কেন এ ইস্পানি গান গাও এই কঠিন মার্কিনে ;
মধু তাল উত্তাল নৃত্যনীল সুরে মাতা
রোদ্দুরে বিদ্যুতে গাঁথা
বাজাও স্পন্দিত ধ্বনি ক্যাস্টানেটে।
হাল্‌কা খুশির ভান
অশ্রুতে করে আনচান
মেদ্রিদের অলিন্দের একাকী উৎসুক বুক ফেটে ;
ভিড়ে ছুঁলো সে লাবণী অনির্দেশ মেঘের ভাসান

এই গানে অলিভের ছায়া দোলে,
আঙুরের মিষ্টিতে সোনা মদরস ভরে তোলে,
আঙুলে মুদ্রার ভাষা, পায়ের নাচের তাল খোলে
এ-গানের যা-ই নাম দাও
এই গান
এই প্রেম, এই প্রাণ
কভু বাস্ক্, ক্যাটালনিয়ান
পাহাড়ের নীল-কাটা আভা দৃষ্টি তাও
চেনা চেয়ে বেশি,
শুধু নয় মন্ত্র অন্যদেশী—
এর টুংটাং ঘণ্টা শাদা ধুলো রাস্তা বেয়ে
চঞ্চল চলন্ত কত জীবনীর ছায়া ছেয়ে
দাঁড়ায় মিনারতলে, পান্থশালা রঙিন বাজারে
প্রাচীন ইস্পানি খচা ভারি দরজা তারি ধারে ;
আজ আনে দু-দিনের রক্তে কোন আঁকাবাঁকা
যুগান্ত পৌছনো প্রাণ, বিস্মরণী ছাঁকনিতে ছাঁকা।
হয়তো পেরিয়ে পিরেনিসে
বিদ্রোহীর ধ্যানে মিশে
কাসাল্‌স্ চেলোয় তাঁর নির্বাসিত বেদনার স্পেন
অগণ্যের ঘরে জাগা
নতুন প্রাণনী লাগা
শৈলাভ গ্রামের বুকে এ-গান নিলেন ॥

সংলাপ

(১৯৫৫)

"সরু সামাজিক পথে চলে
একটু-আধটু কাঁচা জায়গা তবুও মনের মধ্যে রাখা :
আগাছায় ছায়া-দেয়া আদিমতা।
শোনো, বন্ধু, অলিগলি আঁকাবাঁকা তাতে ঘুরি।
চমক পাথরে মোড়া উজল মনন সভ্যতায়
অতিথি, তবুও ফিরে গিয়ে
বসে থাকি ভাঙা ঘাটে, সেই শিবতলা পুলে
গঙ্গার ওপারে, দেখি, কিছু নয়, মাছটা, পাখিটা,
কানাই ঘোরায় লাঠি, ছোটো ছেলেমেয়ে ভিড় করে,
হাঁ করে তখুনি মানে জাদুবিদ্যে, ভেঁপু কেনে।
দামী রাজ্যে স্বনির্বাসী গরিব বাঙালি
তারি যে নিতান্ত সাথী, ছেঁড়া চটি পরে চলে যাই
আত্মীয় যুগের মধ্যগ্রামে,
একেবারে প্রাথমিক প্রণতির।
আহা, ঐ বোষ্টমী ভিখারি
কিছু না জেনেও গায় কত সে পুরোনো ধ্বনিভরা
গান,
ছন্দ তার যেন নান্দী পাঠ, একতারা বাজা
ভাঙা ব্যাকরণে মেশা পার্থিব যোগের সংসারতা
হাটের বাটের, ছোঁয়া রাধা-কৃষ্ণ প্রেমধ্যানে,
শিব-পার্বতীর কথা, শৈল স্নিগ্ধ নীল হিমাচল
হাওয়ায় পুজোর ঠাণ্ডা আনে কলকাতায়,
বাংলা ঘরে-ঘরে ;
এসব বলবারই নয়, হয়তো, কী জানি
প্রামাণ্যই নয়, তবু এতেও সূক্ষ্ম ধন
নরহরি বার্তা আছে তোমাদেরও।
আশ্বিনে সানাই বাজে শোনো দূর শ্রুতি।

আজ আমার বুক ভরা, সবাইকে শ্রদ্ধা করে বলি
সুন্দর স্বাগত দিলে, দেখো ছুটি অর্জেছি
দুই তীরে,

আন্তর্জাতিক মন শিকড়ে মাটিকে আঁকড়ে থাকে
যে-মাটি এ-বুকে আজো বাংলা পার্থিব,
যদি ফোটে মেঠো ফুল, তাই নাও সেই মাটি থেকে
যাত্রী-অর্ঘ্য নব বৎসরের ॥"

ঈস্ট রিভার

(ন্যুইয়র্ক হাসপাতালে)

পূর্বী নদী,

যন্ত্রণার ঝাপসা রাত্রে প্রগাঢ় শিরায় অন্তঃশীল
তুমি বও একধারা অশ্রুজল,

অনিদ্রার তলে-তলে হাড়ে
অতলান্ত সমুদ্রের স্পর্শ আনো মোহানায়,

ডুবে যাওয়া
মান্‌হাটানের পাশে।

লক্ষ বাসনার রাঙা দাহ দপ্‌দপ্‌
আলোর প্রলেপ উলকি মুছে-মুছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে অন্তর্লীনা

তুমি
বাবিটালের ঘুমে প্রান্তে জাগো শ্যাম স্রোতোধ্বনি
প্রশমিত শয্যাঘরে।

একা শুয়ে মগ্ন মনোবেগে দূরগামী
হারাই তোমার জলে খণ্ড বেলা, চূর্ণ কথা, লুপ্ত খেয়াঘাট,
ব্যর্থ ঘূর্ণি, যত ছিন্ন দোকানের পণ্যসারি ইচ্ছাভরা,

তীরে-তীরে

নিয়ন আলোর শঙ্কা।

ট্যাক্সি শব্দ পৌঁছে শান্ত হয়,

অন্ধকারে

তীব্রজ্বলা লাল রাস্তা, দ্রুত গলি, প্রগল্‌ভ বিদ্যুৎঝরা ছোটে

ব্রডওয়েের ম্যুইয়র্ক, নিশাচর,

তাও ছোঁও টেপা-স্যুইচের

হঠাৎ তিমির দোলে।

ধীর রক্তগতি সর্বময় সমতানে

বিলয় নিথরে ঢাকো শূন্য শেষ শীর্ষ মুষ্টিতোলা

এম্পায়ার স্টেট,

উঁচু-নিচু পরিবার, ব্যবসায়ী সৌধ দৈত্য-

নাগরিক।

হঠাৎ প্রকাণ্ড ভার নেমে যায়।

রেডিয়ো-ফেনানো

বিজ্ঞাপিত শব্দস্তূপ ক্ষীণ মূর্ছা মেশে লুপ্ত কানে।

উর্ধ্বে তারা

ওঠে,

কাঁপে নিচু প্রতিফলিতের স্রোতে,

তরল প্রবাহ আয়নায়

ঝকঝকে ধ্রুব যুগ্মতায় সারারাত্রি।

সত্তা স্রোত, পূর্বী নদী,

হাসপাতালের ঘরে সাততলা ভুঁয়ে আনো ঘরের উদ্দেশ,

আরোগ্য অরুণোদয়।

ভোর ভাঙে। আগুন তোমার ঠাণ্ডা জলে

নতুন আয়ুর সূর্য।

ভারি চোখ ভরা চায় পাশে বারান্দায়,—

রবার-চাকার গাড়ি, কফি নিয়ে নার্স আসে

প্রশস্ত সকালে অন্যদিনে ;

নীল পর্দা খোলে যেই, ধীরে-ধীরে

তুমি দূরে সরে যাও প্রাণনীতা,
পূর্বী নদী,
চলচ্ছবি ঐ জানলা পাশে
প্রাত্যহিক, স্টিমারের বাঁশি-বাজা।
ওদিকে উঠোনে বাস থামে
নাম-লেখা চলন্ত কপাল। ব্যস্ত যাত্রী। আরেক জীবন্ত বেলা॥

সঙ্গ

এক, দুই, তিন—
ঊর্ধ্বতর হিমালয়ে ধূম্র বরফের মেরুলোকে
পাথর-হিমের খাড়া পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কেটে
যারা ওঠে পরে-পরে উত্তুঙ্গ শীর্ষের দেয়ালে
প্রত্যেকেই তারা রয় একত্র একাকী—
প্রতি পদে পথ চিরে শুভ্র-ভাঙা মানস কুঠারে
যাচে পৃথকের উঁচু পৌছনো প্রসাদ জনে-জনে
যেখানে সবারে দেন মৌন ধ্যানে মূর্তিমতী
গিরি অন্নপূর্ণা তাঁর জ্যোতির্ময়ী সর্বোত্তম দান
আপন-পারের উত্তমতা ;
আসঙ্গের যে-সংগীত কানের চেতনে পাহাড়িরা
পায় একেবারে স্তব্ধতায়
কিংবা দড়ি-ছোঁয়া ছায়া সাহচর্য চেতনায় লীন,
সব তার সংসর্গতা অনাদি আদিম নীলালোকে
মিশে হয় অনিঃশেষ উজ্জ্বল নির্মল তুষারের।
শৈল অভিযান, তবু, কোথায় একের শিঙা বাজে,
মজ্জায় শরীরে বেঁকে প্রত্যেকের ওঠা বোঝা বেয়ে,
একাকীর পায়ে শুনে কোনোমতে, এক দুই তিন॥

সমবায় নেই, যেই ঝোড়ো অরণ্যের মর্মে চ'লে
শিল্পের তন্ময়ী গুরু বেঠোভেন শব্দধ্যানে একা
তর্জমা করেন সৃষ্টি মগজের সংগীতের ঝড়ে
অসম সুষম এক প্রকাণ্ড একক সিম্ফনিতে ;
সেখানে বহুর পার, জর্মানির ঐশ্বর্য সংস্কৃতি
ভুলে-যাওয়া ব্যাকরণ, ধ্বনির অগম তলে—
যেমন সমস্ত ভুলে নীহারিকা লোকে তারা-গামী
অঙ্কের সিঁড়িতে উঠে জটিল শূন্যের আরো শেষে
দেখে দূর অতন্দ্রিত পারে
জ্বলজ্বল অ্যাণ্ড্রোমিডা,—
আদি অন্ত নির্নিমেষ শুধু মহাবিশ্বে প্রকাশিত
অন্য সৌর জগতের জ্যোতি,
ব্যাপ্ত এক, সব সিঁড়ি, বীক্ষণের ক্রিয়া
সে-মুহূর্তে সরে যায় প্রক্রিয়ার পারে :
অনন্তকে শোনা আর অনন্তকে দেখা,
অন্তরায় নেই কোনো জাগৃতির,
একা আর এক সম্মুখীন ॥

প্রাণে-প্রাণে মহাজ্যোতি প্রেমে জ্বেলে একা চলতে হয়,
হয়তো বা পাশাপাশি, হয়তো বা দূরে ;—
অত্যন্ত নিবিড় সেই সঙ্গ যারা জানে নিয়ে যেতে
নির্বাণ মাধুরী পারে,
তাদের সে একোত্তম শূন্যচারী অন্তহীনতার
পরিণয় জানবে না জগৎ ;
হেসে সেই মুক্তি দিয়ো, মুক্তি নিয়ো, সহচরী।
না বুঝুক এ-সংসার, শোনে যারা ধ্যানের দুন্দুভি
তাদের যে ভিন্ন পথ : তাদের সান্নিধ্য এককতা,
গঙ্গাধারা গঙ্গোত্রীর উজানে পৌঁছিয়ে তারা এক
শিবনেত্রতলে রাত্রিদিন।

আবার সংসার খেতে, ফেরি-ঘাটে, সাঁকো-তল দিয়ে
কখনো বা যুগ্মতায়, কভু শূন্য মাঠে,
একই তীর্থ যারা বুকে পায়
সংগমের বিশ্বাতীত গহন সন্ধানী,
অনন্ত রাগিণী সেই অলক্ষ্য সমুদ্র পারমিতা
—নয় বহু ভিড়ে হারা, নয় আঁধি
অলগ্ন সত্তায় তৈরি বাসনার—
আনন্দবর্ণিত স্বচ্ছতায়
মেনে তাই সর্ব বাধাহীন বারে-বারে ॥

অ্যান আর্বার

পৌঁছতে আজ তো বেশি লাগে নি সময় ?
এই তো এখনো হাতে রয়েছে সে বন্ধ-করা চিঠি,
দুপুরের লম্বা ট্রেন এখনো চলেছে জানলা পারে,
ঐ দোলা ডাল থেকে দু-দণ্ড উড়েছে শূন্যে পাখি,
এই তো চোখের মগ্ন ছবির অগাধ থেকে ওঠা
জ্বলজ্বল বোঁটা এই মুহূর্তের
ঝরঝর ধোয়া দিন সম্পূর্ণ আবার ভরে আসে—
সাক্ষী সব-কিছু—
যেখানে রওনা শুরু তার থেকে ঘড়ি বলে, শুধু
মিনিট খানিকও নয় : দাঁড়িয়েছি একাকিনী তবু
বসেছি পায়ের কাছে ॥

রাত্রি

অতন্দ্রিলা,
ঘুমোওনি জানি
তাই চুপি চুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে
বলি, শোনো.
সৌরতারা ছাওয়া এই বিছানায়
—সূক্ষ্মজাল রাত্রির মশারি—
কত দীর্ঘ দু-জনার গেল সারাদিন,
আলাদা নিশ্বাসে—
এতক্ষণে ছায়া-ছায়া পাশে ছুঁই
কী আশ্চর্য দু-জনে দু-জনা—
অতন্দ্রিলা,
হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না
দেখি তুমি নেই ॥

মিলন দিগন্ত

কাছাকাছি ফিরে আসা দু-জনের বেদনা বাতাসে
ওদের সে দূর কাছে আসে ;
যে-দূর দু-জনে গেঁথে বছরে-বছরে বহুদিন
দুই তীরে ভরেছিল বিচ্ছেদের নিরন্তে বিলীন।
পাশের বাড়ির কান্না বৃষ্টিছাট অস্পষ্ট সকালে,
প্রত্যহের লগ্ন সারি, কত বোধনের জালে-জালে
বুকে-বুকে গড়া এক চিরাগ্নি রঙের স্তব্ধতায়
যেন মৃত্যু ধোওয়া দোঁহে ফিরে পায়।
কত ট্রেন চলেছিল, টাইম-টেবিলে ঝাপসা চোখে
জল মুছে যাত্রা সেই মানসের, কল্পলোকে

চেনা হাতে চিঠি লেখা হঠাৎ প্রত্যক্ষ বুকে নিয়ে
উত্তর-না-পাওয়া বেলা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পারে গিয়ে
রোদ্দুরের এক রাত্রি সমুজ্জ্বল কোন আপনতা,
সাঙুডোরে দু-জনায় খোঁজে সেই ডুবে-যাওয়া কথা ॥

কাছে-আসা দৈব বেলা লুকোয় কোটির কত দাবি
সাধ্য নেই মিলনের, সম্পূর্ণের পূর্ণতায় নাবি
দেবে যে দু-জনকে সেই অত বছরের ক্ষুধাভরা
সমস্ত বৃহৎ বিশ্ব, দু-জনার সত্তায় অক্ষরা।
বারে-বারে ভর ভর চোখে তাই, নত চেয়ে ক্ষণে
যুগ্মতা মিলনাতীত, আনন্দের বিদীর্ণ সন্ধানে -
নির্নিমেষ উদ্বোধিত এক চেতনায় পরস্পরে
দু জনকে বিশ্বপ্রতীকের সাক্ষী করে ;
চূর্ণ বসন্তের নীল ঋণে
দিনধারণার বেশি বিস্মরণে
হঠাৎ প্রাঞ্জল মুগ্ধ আলিঙ্গনে বুঝি ওরা শেষে
সমস্ত অর্পিত সত্যে মেশে ॥

ইতিহাস

নেবুরঙা শার্টপরা একটি মানুষ এসেছিল
ঢালু মাটি মস্ত গাছ পেরিয়ে, নদীর ধার দিয়ে
ঘোড়া চড়ে ;
কী মনে লাগল তার, ফিরে গিয়ে
নির্জন চড়াইয়ে এল আরো দু-জনার সঙ্গে, বসে
গাছতলে খানিকক্ষণ তিনজন (স্ত্রী আর গাঁয়ের খুড়ো হবে)
থলি খুলে রুটি সবজি খেল, ঘোড়া দাঁড়ালো গা ঘষে
তারপরে গলা তুলে ডেকে উঠল চিঁহি-চিঁহি রবে।

ঠিকঠাক দিনে-দিনে কাঠ কাটা, বাড়ি তোলা, ভালোবেসেছিল

ওরা এই জায়গা। আজ সেখানে একটি খুদে পাড়া
ড্রাগ-স্টোর, বিয়র-হল্, মস্ত গাছ্ আজও খাড়া,
খুড়োর হদিশ নেই, শাদা অক্ষরে লেখা সিমেট্রিতে
একটা পাথরে জল-মোছা কার নাম, সেই স্ত্রীর,—
তারই সঙ্গে পুরুষের, বাইশ বছর পরে মারা যায় ;
এক ছেলে নেভাডায়, অন্য ক্যারিবিয়ানের তীর
কোন এক দ্বীপের শহরে থাকে। খট্‌খট শব্দ ওটা কাঠবেড়ালির।

পোল্ (ইতালিয়ানের সংখ্যা পাঁচ) ভাঙা ইংরেজিতে
তর্ক করে একত্র তিনজনে, ওরাই এখানে বেশি সংখ্যায় ;
উক্রেনের দুবৎসরে যুদ্ধের আগেই সিধে বল্টিমোরে
তারপরে ঘুরে-ঘুরে এল সাতজন। চিনি-দানি থেকে
দু-চামচে চিনি নিয়ে কফি খায় রোগা যুবা, রেস্তরাঁয়
দেয়াল-কাগজ হলদে, পেরেকের বহু দাগ, ডেকে
ওঠে সিমেণ্ট (না সোডিয়াম) কারখানা সাইরেন জোরে
কাঁপিয়ে উপত্যকা— গ্রামের প্রধান নির্ভর ঐ ফ্যাক্টরি, ঘোরে
ঠাণ্ডা দুপুরে চিল.

খড উঠে ঠেকে রকে, উঁচু জুতো প'রে
মেরুন-রঙের জামা ঐ যে মেয়েটি যায়, মুখে সুখ নেই,
কী করবে, জর্জিয়া থেকে বোন সে লিখেছে চলে যাবে
স্বামী-ছেলে ঘরে ফেলে— স্বামী একটু বেশি মদ খায়— পাবে
হলি-উডে কোনো চাকরি তাই মনে ক'রে ; ভাবে যেই
এর চোখে জল আসে।

দুটো মস্ত কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাকা গেটে
জেল-এর মতন বাড়ি, থাকে কারখানা-প্রভু স্মিথ, স্টেটে
ডলার কুবের শ্রেষ্ঠ, কারখানা নানা খানে, কথা বলতে অন্য দৃষ্টি
চোখে ঘোরে,

টাক-মাথা, আপিশের যম, গ্রামের কিছুতে নেই, শিকাগোতে গাড়ি
নিজেই হাঁকিয়ে যায়, কিছুদিন থেকে ঘন-ঘন ট্রাকে ভরে
কী-সব জিনিস সব পাঠায় কোথায়। সন্ধ্যার ধুলোয় তাড়াতাড়ি
আজ বেলা নামল রাঙা ব্যাপ্ত লাল,

"আনা,

ঘড়িতে দিয়েছ দম?" ঘড়িটা আসলে মৃত, ভুলেছে সময়, নানা
ধুকধুক পেরিয়ে আজকে, মধ্যে-মধ্যে তবু চলে। খাটে শুয়ে

আনার দিদিমা

বারো বছর ঐ গির্জের পাশের ঘরে; আনার বয়স দশ, নেই সীমা
উৎসাহ খুশির তার, মোটা নীল ফিতে চুলে বাঁধা, লাল গাল,
বাপের দোকানে সারাদিন কাজ করে, ভাই তার প্রত্যহ সকাল
সাতটায় সাইকেল চড়ে চলে যায়, পাঁচ মাইল দূরে বালি-পথে
ফিলিং স্টেশনে, খবর এনেছে কাল নতুন প্রকাণ্ড বাঁধ হবে
এই দিকে, সিসি-আইসিস দুটো নদী বেঁধে। দূরে কোন

জায়গায় তবে

ইট বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে
থাকবে বহু লোক। এই গ্রাম
তাহলে
উঠে যাবে॥

Zen-ধরনে

(কোয়ান্)

দ্রিমিদ্রিমি ঢেউ বুঝি সমে থামে
আগমের উপছনো গতি নামে—
চাঁদ ডোবা অরণ্য ইশারা,
তারা স্তিমিতির তীরে ধারা।

কই ছায়া, নেই ঘূর্ণি, জল নেই,
কত জল পার হল বহনের বেলা সেই—
ফেরিঘাট, হাট, লেন-দেন ;
কুহু ডাক, খর তরী, মেঘ-লাগা, কিছু নেই—
স্রোতহীন নদীহীন Zen ॥

(সাটোরি)

জন্মনীল চোখে দেখা
কালোর কাজল কচি ছায়া চোখে দেখা
শুধু তাই—
শুধু অবাকের দেখা
শুধু ঝুঁকে থাকা দেখা
কাঠ খড় বেড়াল বা জল—
যেখানেই দেখা,— ছ্যাখে ,
যেখানেই ছোঁয়— সব ছোঁয়,
তাই এত খুশি ।
একেবারে ॥

পদাবলী

পায়ের ছাপ কি দেখেছ ধুলোতে
ঠাকুরঘরের পথে যেতে, মাপ
কখনো মেয়ের, কখনো সে আঁকা
শিশুর চরণ গেছে আঁকাবাঁকা
কত অসংখ্য তাঁরি আনাগোনা
সাক্ষাৎ ভগবান ।

প্রাচীন দ্রাবিড়. অরণ্য-কোনা
জুড়ে বুনো ধান বুনেছে নিবিড়
গেয়েছে কী গান, প্রাণমন্দিরে
ভারতী মাটিতে পদপাত রেখে গেছে
ঠাকুরঘরের পথে, প্রতি ধাপ.
ধর্মের-আগে আরো সে-ধর্মে
গোপন মর্মে নিয়ো পদ-ছাপ ;
যিনি এসেছেন যুগে-যুগে আসা
শুনে সেই ভাষা, দূরে দ্বার থেকে
এসো ফেলে রেখে ঠাকুরঘরের ভান.
পথের ধুলোতে কোরো সন্ধান ।

দয়িতা

বড়ো ব্যথা পেয়েছিল অগাধ জলের ধারে গিয়ে ।
ডুবতে পারেনি একা,
দূরের তীরের রেখা
তখনো আশায় ছিল ছলছায়া দিগন্ত ব্যথিয়ে ।
ওগো সে গহন জল
ওগো মৃত্যুহীন তল
আপন বুকের মায়া ভীরু লগ্নে গোপনে বিলীন,
সেখানেই পেত তাকে সঁপে দিয়ে সর্বস্ব সেদিন ।
ব্যথা নিয়ে দাঁড়াল সে নিরবধি জলধারা পারে —
স্বয়ম্বরা চলে আজ খুঁজে বেলা পথের সংসারে ॥

দিঘি

যেখানে সে ডুবে আছে
　　সেখানে জল নেই,
সোনালি দোলে ঝিনুক তল
　　মুক্তো ঝলক,
আরো গহন আলোর নীল।

সেখানে ঢেউ নেই,
অবগাহনের প্রতি পলক
　　চেতনা ঢালে অচঞ্চল,
শৈল পাখি আকাশে মিল,
　　তীরের আনন।

নীরন্ধ্র এই বন্যাঘাত,
হালকা তবু হাওয়ার পাত।
　　　কানে কানেই ঝরে বাঁশি
　　সেখানে কেউ নেই।
　　　মধুকোরকে মুকুলরাশি
কমলদল নেই॥

আফ্রিকা স্বাক্ষর

সর্ব অক্ষরের সারি উঁচু নিচু কালো শাদা,
রক্তাম্বর মরুভাষা, পাশে অন্তর্হিত
যে-মুদ্রণ নীলান্তের, সব ফিরে দেব
নির্বাক অসংখ্য কাব্য। সীসে-ঢালা ছাপা
কোথায় ধরবে এ ভাষা আফ্রিকার প্রথম দিনের

যে-বাক্য ধরি বুকে ? আরো স্তব্ধ কথা
সম্পূর্ণ অনাদি ধ্বনি নিরবধি অরণ্যস্পন্দিত,
হয়ে জাগে কংগো তীর, সাগর সংগতি,
কোথাও স্তিমিত রৌদ্র, চন্দ্রাঙ্ক সন্ধ্যায়।

দাহ ধরিত্রীর গূঢ় সৌর জল সংস্করণে
দক্ষিণ সাহারা প্রান্তে ওঠে ঘন এককতা
উচ্চারিত ক্রমে আথে ম্যানিয়ক্ শিকড়ের ক্ষেতে,
দারুণ পতঙ্গ পাখা কুমিরে প্রাণের দামামায়
কাফ্রি মন্ত্র বিশ্বদৃষ্টিরূপী। অন্য ভাষা নেই।

চলি সেই ত্রয়ী দ্বীপ ধারে
যেখানে পশ্চিমী ঋষি শুশ্রূষার ধ্যানের বিজ্ঞানে
শুনে ডাক বক্ষে যন্ত্রণার
প্রায় অর্ধ শতাব্দীর যজ্ঞ জ্বেলেছেন, ব্রতী
জীবিতের প্রাণের শ্রদ্ধায়।
তীর্থ ল্যাম্বারেনে,
অ্যালবার্ট সোয়াইট্‌জর আজো প্রায়শ্চিত্তে নেমে
আশ্রমের নিত্যশ্রমে দুর্ভেদ্য আহত আফ্রিকায়
বাঁধেন ক্ষতের অভিশাপ ;
অগোয়ের তীরে নিশ্বসিত
বাণী সে যোগের॥
দাস-ব্যবসায়ী ঘাতী নানাদেশী
যুগের সঞ্চিত পাপে যুক্ত করে তীব্র বর্ণদ্বেষ ;
লুব্ধ পররাষ্ট্র যত তার প্রশ্ন, প্রশ্নোত্তর
কাব্যোত্তীর্ণ বিপ্লবের ধর্মে রচে কল্যাণ সংগ্রামে
বিজয়ী মানবগাথা :
ছন্দের অতীত॥

সত্তার আশ্চর্য শক্তি মহাব্যাপ্তি ইতিহাসে
প্রকাশ-পুঁথির অকুলান ; রক্তে জেনে
নির্ভাষী ফিরিয়ে দিই একান্ত শুধুই
তীক্ষ্ণ তীব্র শান্ত কথা আত্মিক প্রত্যক্ষ ঝাঁকে ঝাঁকে ;
ওঠে দিব্য উদ্ভাবন আফ্রিকা স্বাক্ষর,
জাগ্রতের চিরমাতৃভাষা ॥

পর্তুগীজ আঙ্গোলা

যদি থাকত একটি তৃণ, মরুধ্যানে কোথাও বিস্মৃত
শ্যামরক্ত চিহ্নটুকু,
তাকেই নির্যাসে তপ্ত আঙ্গোলার কবিতা গোলাপে
জাগাতেম মিশ্রিত উপমা,
দূর যাত্রী দাহ ধূপে সুরভিত।
এ মুহূর্তে দগ্ধ শুধু কঠিন কাতর ইচ্ছা,
চেয়ে চেয়ে উবে যাওয়া ব্যথার আতর
অস্নিগ্ধ আহত শূন্যে তাপ ;
তলে পর্তুগীজ-বন্দী জর্জর আফ্রিকা
প্লেনের পাখায় কাঁপে কাংস্য অনির্দেশ
অগণ্য নিস্তব্ধ ডাঙা, ছায়া-সাক্ষীহীন।
প্রকাণ্ড নির্লজ্জ ব্যাপ্তি, তবুও গোপনে
কলঙ্ক শৃঙ্খল-গাঁথা, জানি, লুয়ান্দায়—
ক্রীতদাস ধিক্কৃত কলোনিতে।
ছিন্ন বাঁচা বন্দী জনতার
কোথাও খনিতে লুপ্তি, কারা খাটে কলে ;
কালো ত্বক বিধিদত্ত, নির্যাতিত নিগ্রো শোধে তারি
আমৃত্যু ভীষণ দাম অপমানে রাত্রিদিন।
অধম বণিক ঘোরে সাম্রাজ্য পাপের মূর্খ দাপে,
সামরিক বিধাতার নিষ্ঠুর ক্ষণিক প্রহসনে ॥

ধূ ধূ ক্রান্তি তটে দেখি অশ্রু-তীর রক্ত নিশ্বসিত
নীল যেন লাল হয়ে জাগে নীর,
নিঃসংসর্গ ভূমিকায় অশ্রুত ক্রন্দন।
পাহাড়ের স্তব্ধ সারি দূর-গনা।
অভিশাপ কবিতায় রচা ত'ও সাধ্য নয়:
এতখানি প্রান্তরের দারুণ অনক্ষ্য অত্যাচার
নিষ্ফল আক্রোশে বাঁধি সে কোন সত্তায়।
যদি পারি আঁকাবাঁকা গাছে ঘেরা কোনো পথে
নরদাস ব্যবসায়ী আড়তের রন্ধ্রে নেমে যেতে,
কবিতাও ফেলে দিয়ে জানি না সে কোন দৈবযোগে
বিদীর্ণ দিতাম বক্ষ প্রাণের বিজয় বিদ্রোহে:
চেয়ে ভারতীর ক্ষমা, যেচে শাস্তি কাফ্রি চেতনায়
ব্যর্থ হয়ে শূন্যে আজ দূরে চলি॥

কংগো নদীর ধারে

দেরি হয়,
অন্য কিছু নয়।
তীর ছেড়ে দূরে গেলে,
নৌকো চলে যায় পাল মেলে,
খেয়াঘাটে দীর্ঘ বেলা বয়॥

রাস্তা দিয়ে ঘাটে যাবে,
অন্যমনস্কের মোড়ে
যদি যাও বাঁকা গলি ধরে—
জেনে শুনে
যদি বা কাঁটার পথে চলো ভাগ্যগুণে
হাটে দিন শেষে কাকে পাবে?

পৌছতে হবেই বাড়ি
কেনা-বেচা শেষ করে
গান কণ্ঠে ভরে
          ঘরে ফেরা দিনক্ষণে
               দিয়ো পাড়ি।
দীপ জ্বলে ঘরের আগুনে ॥

সাণ্টা মারিয়া দ্বীপে

"অ্যাণ্টনি সবুজ ভিজে গির্জের মাঠের তলে আছে।"

(গাঁয়ের লোক : ১)

"এতদিনে পেয়েছ আরাম ?
পাথরে ভারি কি লাগে উঁচুতে স্মারক নিজ নাম,
মাটির অতটা নিচে ঝর্ঝর শোনো কি উইলো গাছে ?
অ্যাণ্টনি, ওরা তো বলে গভীরে পেয়েছ স্বর্গধাম।"

(গাঁয়ের লোক : ২)

"উপরে হাঁটতে যদি দেখতে দৃষ্টির ঘের খোলা
পুরোনো গ্রামের রাস্তা, দক্ষিণে তোমার চেনা নদী
যেখানে সংসার করতে, ভুট্টার নীলচে ঢেউ তোলা.
বাস-এ চড়ে যেতে হাটে, রাজি হতে দূরে ঘুরতে যদি ;
প্রতিবেশী ফার্নাণ্ডেজ বিক্রি করে ঠাণ্ডা কোকা-কোলা।"

(বিধবা বোন)

"অ্যাণ্টনি, যা-কিছু বলো, শোনার সাধ্য কী আমাদের ?
তবু মনে হয় শুনি ঠাট্টা হাসি, নম্র মুখে দেখি
সলজ্জ দূরত্ব সেই, কাজে মগ্ন দৃষ্টি মেলে ফের
কী যেন হঠাৎ খোঁজো— চশমা টেনে, যেমন আগের—
কিন্তু সব দেয়া-নেয়া কোথায় আজকে যায় ঠেকি ?"

(বিদেশী পথিক বন্ধু)

"পঞ্চভূতে রেখে হাল্কা শারীর চৈতন্য, ভাবি চাও
আরোই আত্মীয় স্পর্শ ; এদিকে সংসার ফলে ফুলে
সমাধি ধর্মের শ্লোকে তোমাকে দুঃখের দূর কূলে
অশ্রুর ওপারে রাখে, সান্ধ্যধ্বনি মন্ত্র ওঠে দুলে
ঘণ্টার গম্ভীর স্বরে, অ্যাণ্টনি, অ্যাণ্টনি, শুনতে পাও ?"

(বন্ধুপত্নী)

"তোমাদের শিশু আগে গিয়েছিল, শোয়া তারি পাশে।
পাথর তোমার এই,— তৃতীয় স্থানের শূন্য যার
এসেছে সে মার্গারিঠা : শিশু স্বামী তর্পণের ভার
নত হয়ে রোজ মানে, কে বা জানে কিসের আশ্বাসে
মুখে তার ছলছল দীপ্তি লাগে মৌন প্রার্থনার ॥"

(ঘন ঘন গির্জে ঘণ্টা)

(সকলে)

"অ্যাণ্টনি. ভুলিনি আমরা, গির্জে ছেড়ে চলি যদি ঘরে ;
পরে শেষ-ঘরে যাওয়া. তফাত কেবল আগে-পরে ॥"

ক্রান ১৯৫৫

কতদিনকার সেই বাঁচার অভ্যাস। শরীরের
সীমান্তে শিরায়-মনে প্রাণ বহে বছরে বছরে
এঁকেছে কুঞ্চিত ত্বক, চিন্তিত চেতনা প্রভা, শাদা
চুলচ্ছায়াতলে মুখে লাবণ্য আন্তর মাধুরীতে
ছুঁয়েছে শেষের বেলা। প্রৌঢ়া ঐ নারী, স্মিত ক্লান্ত
আলগা হাত রেখে পীত রেলিঙে শান্তির ভরে আজ
সংসার উঠোনে দেখে সায়াহ্ন আলোয় ছেলেমেয়ে
সিঁড়ির উপরে খেলে, লাফ দেয়, খুশি খুশি তারা নাতি নাতনি

নদীর নতুন বাঁকে ; শ্লাভ নারী, করুণায় নত
অঙ্গে মনে নিব-নিব মঙ্গলপ্রদীপ ধরে আছে,
অভ্যাসের স্নেহযোগ ছিন্ন হয়নি, দীর্ঘদিনে— দেখি

এই ছবি ট্রেনে যেতে যেতে, লুব্লিয়ানা পার হয়ে
জ্যাগ্রেবের ধারে এসে যুগোশ্লাভিয়ার শৈল পথে—
ফল-বাগানের বেড়া, লাল আপেলের গুচ্ছ, মোটা
কালো ধলো গরু চরে কচি ঘাসে মুখ ডোবা, পাশে
শ্লেট-রঙা ছোটো বাড়ি, সেইখানে চোখে পড়ল এই
বৃহৎ চলৎকালে দু-দণ্ডের দৈব চাওয়া জুড়ে
কাদের সংসার এই, দিদিমার শেষ শুভ-লাগা
—যেমন ভারতী গ্রামে যে-কোনো অনন্ত পরিবারে ॥

পর্যবসিত

বলতে পারো মৌমাছির মর্তবেলা ভরতি মধুচাকে ;
মোমের দেয়ালে ঠাসা ঘন স্বর্ণরস ঢেলে কোষে
সংসারের কী ব্যস্ততা, সময়ও অজানা, মক্ষীলোকে
ভিতরে অদৃশ্য রানী, তারি চতুর্দিকে সামাজিক
মুহূর্তে মুহূর্তে ত্রস্ত সুখী ওরা আত্মবিন্দু ঢেলে
মূর্ছা মিষ্টি ভবিষ্যের কল্প রচে দ্রব বংশাবলী ।
ভন্ ভন্ সারাদিন, বাহিরের রৌদ্র হীরে-ঝরা
ঝাঁকের কর্মীরা ওড়ে পবন-পাখায় নীল-দোলা
সাঁতার শূন্যের ঢেউয়ে, পৌঁছে বারবার পদ্ম ফুলে
ফিরে আসে ইন্দ্রিয়ের কম্পন কুহকে জীব-ঘরে ।
কারা ধোঁয়া দেবে শেষে, লোভের লুণ্ঠন হানা দল
ভালুক-মানুষ করে ; ঝড় উঠবে ; শুকনো মৃণালের
ঋতুর বৈরিতা মানা দিনান্ত কখন নেমে এল,

সমস্ত শহর ওরা পুড়োলো, ধ্বংসের ধ্বজা তুলে
নিজে এল সারি-সারি প্যারাসুট-সৈন্য সঙ্গে নিয়ে.
কিছুই রইল না বাকি।' 'কিন্তু ফ্রিট্‌জ্, তুমি আমি জানি
তোমার আমার ভিন্ন দেশে-দেশে উন্মাদ পর্বের
কত কীর্তি স্বজনেরা পরস্পর আত্মঘাতী মোহে
জালিয়ে তুলল, এল আটলান্টিকের পার থেকে
ক্রুদ্ধ মৃত্যুবিষ আরো ; ভোলা নয়, সব রেখে মনে
বেঁচে থাকা অন্যভাবে তাও কি সম্ভব?' স্বামী শুধু
দ্বিধায় সম্মতি-মেশা মাথা নেড়ে, চেয়ে র'ন দূরে—
ভিড় যেন সরে গেছে, প্রলাপ-আলাপে তীক্ষ্ণ জমা
ফরাসী গন্ধের বাষ্প, রমণীয় সিল্কের দ্যুতি.
ধবধবে সিল্ক শার্ট, কালো জামা সব অন্তর্হিত,—
অগণ্য প্রশ্নের শুধু তারা জ্বলে বাহির আকাশে,
ঘরে ঢোকে আল্পস্-এর সূক্ষ্ম রাত্রি, 'চলো, রবিবার
কাল যাই শামোনিতে, সূর্যোদয়ে।' 'বেশ তা-ই চলো।'
প্রতিশ্রুতি ঠেকে এসে জীবনের ঊর্ধ্ব গিরিলোকে।"

এর মধ্যে শুভ্র কেশ, তাপসিক মুখে স্নিগ্ধ হাসি
স্যর বেনেগল্ রাও ঈষৎ সলজ্জ সম্ভাষণে
বিদায় নিলেন, শান্তি দূর দেশ থেকে ছুঁলো এসে,
সঙ্গে-সঙ্গে ওরা দুটি দরজা খুলে দাঁড়াল বাগানে ॥

দ্বীপাবলী

ওঁ কৃতং স্মর

জ্বালানি কাঠ, জ্বলো
জলন্তে জ্বলতে বলো
আকাশতলে এসে—

"আঙার হল আলো
আঙার হল আলো
পুড়ল কাঠের কালো
পুড়ল কাঠের কালো
নীল সন্ধ্যার শেষে ॥"

দিনান্ত

যেতে যেতে,
ঘরের দেয়াল রাঙা আলোয় জড়িয়ে ধরে ;
জানলা ধারে রশ্মিমালা
চেনা গাছে
সব দেয়া তার চাওয়ায় ভরে ;
যতই মেঘের দূরে দাঁড়ায়
হাসে চিরদিনের হাসি ॥

রাত্রি

কে আসে কে যায় আঙুল বুলিয়ে
আজ আকুলিয়ে
বুকের পিয়ানো বাজিয়ে সে যায়
ঢং ঢং রং হঠাৎ তুলিয়ে
কেঁপে কেঁপে ওঠে আলাপে প্রলাপে।

তারি সে আঙুল সবার আঙুলে
আজ রাত্রের সব ঢাকা খুলে
একেবারে এই বুকের নিভৃতে
ফিরে আসে স্থর চির দুপুরের,
বেজেছিলো ব্যথা চরম নিশীথে—
ফিরে সেই এক রাগিণী বাজায় ॥

সংবিৎ

জগৎ সংসার চ'লে যায়
যম নেয় প্রাণ—
রেখে দিই লুকিয়ে
তবু একরত্তি।
চোখে দিনের সোনা,
কানে ভোরের আজান,
অদৃশ্য দেহের গাঁট-বাঁধা
বেঁচে থাকার সত্যি
—একরত্তি।
প্রাণের বেশি সেই প্রাণ॥

সাণ্টা টেরেসা

যতই শুনছে, "তারা ভালোবেসে
কাছে এসে
আরো চিনে শেষে
তরুণ তরুণী
আনন্দে অরুণী
কোন্ সে দিনের স্পেনে
পরিণীত হল স্বপ্ন মেনে
সংসারেই সুখী চিরদিন—
—চির— দিন —
(—পারা সিয়েম্প্রে—)।"
যতই শুনছে, মা'র কাছে ব'সে
সাণ্টা টেরেসা তার যৌবন প্রদোষে
—জীবনের দীক্ষা তিনি
তখনো নেননি সংসারিণী—

মুগ্ধ হয়ে শুধায় আবার
মাকে বারবার
"সুখী তারা হল চিরদিন ?
—চির— দিন —?
(পারা সিয়েম্প্রে ?)"

পরে সেই নারী
ব্রতচারী
কন্‌ভেণ্ট জীবনে কতকাল
ত্যাগে দুঃখে শুভ্র রুদ্রতাল
খুঁজে কোন্ চিরসুখ সংসারে যা নেই
পেলেন জপে ও ধ্যানে এই জীবনেই
পরা শান্তি সেই—
চিরদিন— চিরদিন
(পারা সিয়েম্প্রে)।

মাঝে মাঝে স্পেনে আভিলা-য়
ব'সে ধ্যান-ঘর আঙিনায়
সাণ্টা টেরেসা মৃদু হেসে তাঁর স্মৃতির কথায়
বলতেন, কৈশোরে সেই মনে পড়ে ছবি,
মা'র মুখে করুণার রবি—
কোন্ সে যুগল হল সুখী চিরদিন
—চিরদিন—
(পারা সিয়েম্প্রে)
হঠাৎ জাগল বুকে কোন্ সে বাসনা
এ জন্মের প্রেম-আরাধনা,
যৌবনের সাধ হল ধ্যানে লীন—
চিরদিন— চিরদিন
(পারা সিয়েম্প্রে)।

সেই উক্তি সেই মুক্তি প্রেম সেই অলৌকিকী
মধ্যযুগ স্পেন হতে করে ঝিকিমিকি,
সাণ্টা টেরেসা-র
জীবন-আলোক ক্রমে সর্বদেশে জ্বলে অনিবার।
পড়ি সেই পূর্বযুগ পুণ্যের কাহিনী
আত্মহীনা প্রসাদবাহিনী
সুখী তাই চিরদিন— চিরদিন—
(পারা সিয়েম্প্রে) ;
চক্ষের জলের জ্যোতি প্রতিচ্ছবি তাতে
প্রেমের পূর্ণতা লাগা অনন্ত প্রভাতে ॥

চতুর্দশপদী

(নরেন্দ্রের দুঃস্বপ্ন ও জাগা)

ক্লান্ত আপিস-ফেরতা নরেন :

জুতো খুলে কী আরাম (যদিও নরম
চামড়া বশ-মানা) বর্মে আঁটা জুটো পদ
এবার পেলো রে ছাড়া সারাদিনে ; কম
দামী নয় সস্তা টুপি, তবু সে আপদ

ছুঁড়ে ফেলি মাথা থেকে। লম্বমান দেহে
ভাবি : এ জীবনদণ্ড যাঁর অপার স্নেহে
প্রাণের শান্তির কথা তিনি কি নশ্বর
ছড়ি ছাতা বাড়ি ঘড়ি হিসাব পত্তর

ইউ-এন্-এর কেরানিত্ব, কৌরীয় অনলে
চাপা দিয়ে ভুলে নিজে ব্রহ্মাণ্ডে থাকেন ?

আয়ু চেয়ে পরমায়ু খোঁজে শ্রীনরেন :

যতই অযোগ্য হই, বলি চক্ষুজলে
এরা কেউ আমি নই, এরা রবাহূত,
রক্ষা করো, ফিরে নাও দেহ জামা জুতো ॥

(কোথায় স্বস্তি—
ঘুমন্ত প্রশ্নে নরেন্দ্রের নিদ্রা)

স্বপ্নে ন্যুইয়র্কের ফ্ল্যাটে ভৌতিক অভ্যুদয় :
আত্মারাম উবাচ :

সাইরেন শুনতে চাও ? যাতে নিরাকার
হাইড্রোজেন বোমা প'ড়ে কোটি ঘাড় থেকে
মুহূর্তে আণব হয় মানবের ভার

ব্রহ্মার পাইলট মূর্তি সমুচ্চ দয়ার
মর্ত্যে হানে হিরোসিমা, পালাই প্রত্যেকে ?
কোরীয় জীবন্মুক্তি ?

(দ্বাদশ অধ্যায়
গীতা প'ড়ে দেখ) জাতি-দেহের সংসার
দুর্বল প্রত্যংশ তবু সবই গিয়ে ঠেকে
বিকট ইউ-এন্ দেহে : অন্তিম অন্যায়

প্রাণরঙ্গে ভঙ্গ দেয়া, আরো দুরাচার
রণে হানা মারণাস্ত্র (কৃষ্ণবাক্য ভুয়ো
যেখানে বোমারু তিনি ;)

দিব্যাস্ত্রকে ছুঁয়ো
সস্ত রচা কুরুক্ষেত্রে, বাঁধা শক্তি-ভিৎ
উত্তিষ্ঠত !— লক্ষ জাগা নরেন্দ্রের জিৎ ॥

একাকার গদা হাতে
তুরীয় সকল ব্রহ্ম (বিশ্বরূপ)

ছাতা আমি, ছড়ি আমি, টুপি জুতো আমি,
তোমার দুঃস্বপ্ন আমি, সুখ অহিফেন,
(ব্রহ্ম আমি মদ্‌ব্যতীত কোথা কী বা হয়)

শুভবুদ্ধি জ্বললে তোর তারো সুতো আমি,
পলতে পিদিম তেল। সংসার, নরেন
আমার জ্বলন্ত দংষ্ট্রা, দগ্ধ ক'রে ভয়
অত্যন্ত মনস্থন্‌-জলে আবির্ভূত আমি।
আন্তর্জাতিক আমি প্রতিপক্ষে লড়ি
(রাষ্ট্রমনিবের পদে দিই গড়াগড়ি)

মুক্তি চাও, নাসিকাগ্রে বদ্ধ ক'রে মন
অতি সূক্ষ্ম লিফ্‌টে নামো, হোক উন্নয়ন :
(পলায়নী দলে ঢুকলে তারো ছুতো আমি :)

সব পন্থা সম মূল্য জেনে ধরো ট্রেন,
নিরপেক্ষ সমাধিত্বে নেবো দ্রুত আমি॥

আধুনিক বিরোচনের প্রবেশ

(আসুরী উপনিষৎ)

আমি বিরোচন, নব্য। শুনো না শ্মশান-
বৈরাগ্য-মানা অন্ধ ভূত-ভারতীয়
পৌরোহিত্য।

সযত্নে নতুন নেক্-টাই
পরেছি, গন্ধের পালিশ চুলে ৷৷ স্বকীয়
মুখশ্রী দেখেছি জলপাত্রে, মূল্যবান
অমর মহিমা সর্বোৎকৃষ্ট : কোনোটাই
বাদ নেই রূপে যশে ; (বৃদ্ধ প্রজাপতি
মনে হল অলংকৃত শোভা দেখে অতি
তুষ্ট।)
ব্যাঙ্কে টাকা ; তৃপ্ত আমি ইহলোক-
পরলোক জয়ী।
ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য জেনো
একমাত্র কাম্য, হে নরেন, স্বার্থ মেনো
পরমার্থ ;
প্রতিদ্বন্দ্বী হেনে বীতশোক
কলের মন্দিরে ঢোকো।
মনে যেন থাকে
মোক্ষের চরম স্বর্গ চ'ড়ে ক্যাডিলাকে ॥

ঠাণ্ডা যুদ্ধে রক্তবর্ণ হাতুড়ি হাতে
প্রতিপক্ষ :

সর্বভাই হে নরেন্দ্র,
আমি কোটি কোটি
কুবের-শিবির-ভাঙা কালের করোটি
আমরা সর্বাস্তি শান্তিবাদী,
সর্বজয়ী
ছিন্ন মুণ্ড শান্ত করি বহুলক্ষ,
ত্রয়ী
উপাস্য, তাঁদের নামে ; হিসাব কষেছি
ত্রেতাযুগে ফলবে সিদ্ধি সাম্যের সংসারে
ধ্বংসে সেরা হলে আজ, যদি একেবারে

নিশ্চিহ্ন করতে পারি রক্তবীজ ; গেছি
সেই খোঁজে যেখানেই অত্যাচারী হানে,
হত্যাচারীকে হানি ধনে মানে প্রাণে
লালে লাল।

মহাপ্ল্যানে এনেছি লগন
প্রলয়ের স্টিম-রোলারের ; ততক্ষণ
রোগ মারতে রুগী মারি ; নই মাথা হেঁট,
শাদা পায়রা তারি সঙ্গে উঁচু বেয়োনেট ॥

অ্যালার্ম ঘড়ি বাজিয়ে আত্মারামের পুনরাবির্ভাব

জাগো হে নরেন্দ্র, তুমি শুনলে পুণ্যবান
হৃদে ভারতীয় কথা অমৃতসমান ;
অনন্ত ভারত ভনে অন্ত মুক্তিবাণী,
ঘুম ছেড়ে দেখো সেই প্রাণ, যাতে প্রাণী ;
আপিসে যাবার আগে। কফি না-খেয়েই
জেনো একাকার বিশ্বে পূর্ণ মূল্য নেই
নিদ্রালু দৃষ্টিতে ছাড়া ; নেই লুব্ধ চোখে ;
অথবা দাবাগ্নি ক্রোধে রক্তিম আলোকে।
বাঁচা শুধু এক নয়, দুই, একই বেলা,
গোলে হরিবোল এরি মর্ম বোঝো আরো
প্রত্যেকের যোগে খেলা (নিয়মে বিহারো)

বাস্-এ যেতে ভাবো : এক, ভিন্নতার মিলে—
শূন্যে এক নয় ; নয়, সংহারী নিখিলে ॥

সাড়ে সাতটার ঢং ঢং ঘণ্টা :

(দ্রুত শয্যাত্যাগী নরেন্দ্র আপিসের
জন্য প্রস্তুত এবং ধাবমান)

ভাগ্যে আছি বেঁচে। আমি হই না যে-কেহ
রণরঙ্গ কেরানিত্বে নতুন উত্তেজে
পুরোনো জুতোটা প'রে— পৈতৃক এ দেহ—
(নমো জন্মভূমি) নামি বিজাতীয় সেজে।
মানহাটানের পথে জলন্ত রোদ্দুরে
হাঁটি দেখি সারি সারি পণ্য মাংস মদ
স্তূপ করা দৈত্যপুরে— মনে আসে ঘুরে
দূর থেকে কোন্ হাওয়া যেখানে সম্পদ
কেনার জিনিসে নয় ;

একান্তে মগজে
জাগে দৈব মাতৃভাষা, তাতে মন মজে।

তাই হোক, জলজ্যান্ত যতক্ষণ বাঁচি
শারীর-পৃথিবীত্যাগী একাকারী রোজা
আত্মধর্মে ঠেলি তাকে।

দেহ নয় বোঝা,
কোরিয়া বাঁচাতে আজো তুমি আমি আছি।

উপসংহার

দেশের উদ্দেশে :
(বাস্-এ অধিষ্ঠিত নরেন্দ্রের স্বগতোক্তি)

সংসারে কঠিন দাহে, ধন্য কাত্যায়নী !
ঘরে ঘরে ক্ষুদ-কুঁড়ো যা পাও তা দিয়ে
উপবাসী মানুষকে বাঁচাতে অন্নের

যথার্থ অমৃত আনো ; অহো, অরণ্যের
সন্ধানে ছুটে যে বলে, মর্ত্যের কল্যাণী
উপকরণবস্তু ! (যজ্ঞজ্বালা নিয়ে

যাও বৃদ্ধ, বনে যাও, গুরুতত্ত্ব ভজো
ভক্তের প্রসাদে পুষ্ট।)
নবরাষ্ট্র র'চে
ধ্যানকে ফলাবো আমরা, পশ্চিম অগ্রজ
যে-বিদ্যায়, শিখবো তাই ; দৈন্য যাতে ঘোচে
দেশে দেশে, প্রাণতন্ত্রে বিদ্যুতে ইস্পাতে
সাম্যের বিধানে যেন অসংঘাতী দলে
কোটি সংঘ গড়তে পারি।

দিয়ো পদতলে
প্রবাসী ছেলেকে ঠাঁই, নমি প্রণিপাতে॥

কাব্য প্রবাহিতা

স্টেশনের কাছে পুরো চোখ গেল ঠেকে
তোমার চকিত চোখে, মৃদু প্রবাহিতা
কপোতাক্ষ।
আস্তে ট্রেন চলে, আমি যতক্ষণ পারি
তোমার সত্তার শান্ত শীতল তনিমা
মুগ্ধ প্রাণে নিয়েছি তৃষায়,
মেঘে-ঢাকা অপরাহ্ণ বেলা।
ছায়ায় চিত্রিতা
দুই তট ঘাসে গাছে ছল ছল জলে ছোঁয়া
একটি প্রবাহ তুমি, সংসারিণী,
মধ্য দিয়ে সব নিয়ে চলো
হৃদয়ের পূর্ণবেগ।
মনে পড়ে মধু স্রোতস্বিনী,
প্রসন্ন আশ্চর্য বাক্যে একদিন কবে
বরেছিলো বাংলা কবি প্রতিবেশী আপন তোমার
শ্রীমধুসূদন।

চতুর্দশপদী তার তোমার প্রবাহে
তোমার কাজল জলে আজো আছে ছেয়ে
কবিতার আলো-ভরা ;
কপোতাক্ষ,
মনে হল ইতিহাস তুমি ধমনীতে
বও কাব্যলোকালয়ে,
পূর্ব-পর বাংলার অনন্ত স্বাক্ষরা
সংস্কৃতির ধারা পুণ্যবতী
ছন্দোময়ী বাংলা কবিতার।
তোমাকে পেলেম আমি, কখন সহসা
হারালেম বহু লোক জনতায়,—
যেমন হারাই
চিরন্তন স্রোতস্বিনী মধুসূদনের
রুক্ষ বিস্মরণে মত্ত ইতিহাস-ভোলা
আধুনিক কালের প্রলয়ে।
—তবু আমি দেখেছি তোমায়॥

চলতি

[অংশ]

অদৃশ্য

আসতে পথে নদীতে নেয় ঠাণ্ডা কুশল—
সাইপ্রেসে নেয় ঝিঁঝির শব্দ,
ছায়া শুদ্ধ ;
আনে মৃদু শানেল গন্ধ
ঘর থেকে সেই কাছের কোমল,
মাথায় চুলে রেণুর ঝরন,
বুকেব স্পন্দ ;

এক ইঞ্চি সে নীলাম্বরের মুক্তোবরন
দিগন্তরে যুক্ত করে হারিয়ে-যাওয়া ;
—স্মৃতির হাওয়া ॥

একবার

আর্দ্র শুক্ল রং
পারুল পুষ্পিত পথে শাদা প্রজাপতি
চলেছে একটি শুভ্র মুহূর্ত নেশায়,
ফেরার সময় নেই ॥

সান্নিধ্য

কাছে এলো ষোলো কলা চাঁদ শূন্যে দুলে
পূর্ণিমায়,
প্রতিবেশী অনন্ত আকাশী ;
নিঃসঙ্গের সঙ্গ তার সোনার অলিন্দে রেখে যায়,
পাতা-খোলা বই ভুলে
দেখো চেয়ে মৃত্তিকার ধরাবাসী ॥

গ্রামে ফিরে

জগৎযাত্রী গাছের তলায় ব'সে
চেয়ে দেখে মাছ ছোটো পুকুরের জলে-
সারা ভুবনের ভ্রমণের মন নিয়ে ॥

আস্তিক

বহুদিন বাঁচো অধার্মিক—
মর্মে যদি জানো স্বধার্মিক
আঙুর, নারঙ, কালো জাম,
হ'য়ে আঙুর, নারঙ, কালো জাম ;
যদি খোলা চোখে যোগ করো
ভোরের আলোয় যোগ করো
রাঙা মন
প্রাণে গানে-রাঙা মন ;
খুশি
হ'য়ে দুঃখসুখজয়ী, শুধু খুশি
জীবনের মধ্যে থেকে
এই সম্পূর্ণ সবার মধ্যে থেকে ॥

চিরদিনের

ছুটে এসে হাতে হাত ধ'রে
ভরা চোখে চেয়ে বলে ছেলে— রিনি
তুমি কী আশ্চর্য।
মৃদু গাঢ় স্বরে
মেয়ে বলে মাথা নিচু ক'রে
তুমি কী আশ্চর্য।
—একটি কাহিনী ॥

দুই প্রত্যহ

লাল ধুলো তার জুতোর তলায়—
মেঝেতে ছাপ,
চৈত্রবেলার প্রদক্ষিণে
উড়েছে তাপ।
যদি থাকতো কৃষ্ণচূড়ো
ঝরে পড়তো রাঙা গুঁড়ো
—ছিল দু-ধারে নিমের সারি সবুজ ঝারি-
মেঘলা সিঁদুর মুছিয়ে তার
ছোঁয়নি আকাশ ;
স্বচ্ছ বাতাস ;
ভরা রৌদ্রে একা আমার পথচারী,
দেরি হয়নি নিতে চিনে॥

পরের বেলা শিলাবৃষ্টি শাদা ঝড়ে
মনে পড়ে।
ছাতা থাকলে উড়েই যেতো,
ভিজে জুতোর ছাপ তো পেতো
বুকের মেঝে,
যদি আসতো পথিক সেজে।
রান্নাঘরে ভাত চাপিয়ে
ছিলেম চেয়ে জানলা দিয়ে
বারো বছর পেরিয়ে হঠাৎ চেয়ে থাকা-
পৌঁছনো তার মেঘে ঢাকা ;
কাটবে বছর আরো বাদল রোদের দিনে॥

দ্বীপান্তরে

ভেবেছি ওড়াবো মানস বাতাসে ফিরে
তোমার সবুজ চুলে ঢেউ তুলে
মৃদু শিরি শিরি, কোরাল দ্বীপের বাসী
ওগো নারকল, সারি নারকল, একাকী সিন্ধুতীরে।
দিগন্ত ধ'রে দেখছো আয়না, এলেম যখন কূলে
তখনো স্বপ্নে চারু নীল ঢেউ মর্মরে রাশি রাশি
সেই গ্রেনাডিনে, দ্বীপ গ্রেনাডিনে, শূন্য তোমায় ঘিরে,
ওগো নারকল, একাকী সিন্ধুতীরে।
তখন সময় ছিল না কিছুই দেবার
শুধুই সময় ছিল সে দৃষ্টি নেবার
ওগো নারকল সারি গো, সিন্ধুনীরে।
কত যে আর্দ্র ছিল বুক, কথা বন্ধ হবার মতো
হাওয়াই আকাশে ছুটে-চলা অবিরত,
আলাপের তালে তবু সে সকালে
মিলেছি মাটির চলে-যাওয়া মন্দিরে—
ওগো নারকল, একা নারকল সারি গো সিন্ধুতীরে॥

একটি স্মৃতি

তীক্ষ্ণ শান
অগ্নিফলকের
দাহ ধরে ঝলকের—
শুকনো শূন্য চারিদিক,
দূরে ঢালা নীল প্যাসিফিক

চোখে পড়ে অবসান—
পাথরে পাথরে তারি মধ্যে গড়া
দণ্ড ধরা
ধরে আছে চিহ্নিত গুহায় খরসান
পুরোনো ইস্পানি মনাস্টেরি,
বাজে ক্ষীণ সমুদ্রের ভেরি।
পুরু দেয়ালের লুপ্ত দ্বার
চলি ভেঙে অসহ রৌদ্রের অন্ধকার
স্থগিত রজনী,
চূর্ণ বেদী, বিস্মৃত কণায় জাগে তার
নিঃশব্দ ল্যাটিন মন্ত্রধ্বনি।
এখানেও ছায়াঘেরা ছিল ম্যাগ্‌নোলিয়া, চেরি
শাদা-সবুজের পুষ্পকাল,
হাঁস-সাঁতারের জল, ঘন দ্রাক্ষা পত্রজাল—
রুক্ষ শান্ত সেই যুগ, ধার্মিক গোষ্ঠীর ইতিহাস
গেছে, তবু ফিরে আসে একটু শীতল স্পর্শাভাস
যখন তোমার কণ্ঠে শুনি, জানো,
স্যান্ য়ুয়ান্ ক্যাপিস্ত্রানো॥

সন্ত অ্যালবার্ট

"তবু সে রোদ্দুরে টুপি প'রে
কাজ ক'রে যেতে হবে, আগোয়ের

"জলন্ত আয়না জল মাঠের কিনারা তলে
নির্মম ঔজ্জ্বল্যে চেয়ে থাকে-
গুল্ম গাছ আগাছায় ভারি তটে তারি
বেড়া বেঁধে এসো ক্ষুদ্র চারা বুনি
সবজি বাগানের ;

শত ক্ষত বাণ্টু আফ্রিকায়
গহন প্রাচীন বনে দিনে ঝিঁঝিঁ খরতান,
কুষ্ঠ রোগী গলি বেয়ে শোয় হাসপাতালে,
সেখানে সেবার হাত
অনিদ্র নৈপুণ্যে রত,
ভার প্রত্যেকের ;
কুমির-মশার-জলা-জয়ী
একটি সুব্রত ক্ষণ জাগে,
বিষুবরেখার বাধা চেতনাকে ভাঙে নি যেখানে।

কেটে যায় অর্ধশতাব্দীর এই দিন।
ছিলো সঙ্গীতের সুরে পশ্চিম মানস
চিন্তার শৈলান্ত ঘেরা ;
রক্তে সেই কণা বাজে, তুলে শয্যা-দীপ
রাত্রির গন্ধের রেখা লিখি অবসরে,
প্রাণের প্রার্থনা
সর্ব-প্রাণ-ভক্তি মন্ত্র জানি ধর্ম তাই,
মধ্যবর্তী আফ্রিকার অগমতা ঘিরে।
নিত্য ঢেউ সংসারের দগ্ধ তাপ মাছি
যন্ত্রণার অনিশ্চয় অনশন দারুণতা লাগা—
শুশ্রূষায় তারি মর্মে, ঊর্ধ্বে তারি,
জীবনের দান।

টেবিলে রেখেছি হাত, শোলা টুপি খুলে,
নক্ষত্র চিত্রণ গোধূলিতে
আরো এক পর্বান্তের এসেছি প্রত্যহ পথে ঘরে
অরণ্যে লণ্ঠনজ্বালা যাত্রা শেষে,
সমস্ত পৃথিবী জোড়া মারণের অস্ত্র প্রতিরোধে
এও কি উত্তর,
বাকি আছে কত কাজ॥"

সাহারার ওপারে

সেনেগাল্ বসতির স্পর্শ নেই হাওয়াই-হোটেলে,
ডাকার্ সৈনিক ভরা, বিলাসে মূর্ছিত পাড়া ঠেলে
—ধুলোর আক্রোশে ক্রোশ বিলম্বিত— জীপ-এ চড়ে শেষে
হঠাৎ মাটির ঘরে ছায়া-রং মানুষের দেশে
পৌঁছেছি, এখানে এ কী তুমি এসে জুড়েছ সংসার
কালোর মানিক দেখি দরিদ্র ঐশ্বর্যে জ্যোতি তার—
যে-প্রাণ সর্বস্বজয়ী হবে একদিন, তারি ধুয়া :
কচি মুঠি মুখে দিয়ে কচি বেবি করে কুয়া কুয়া।
চকিতে বোনের মুখ, মা'র ব্যস্ত ত্রস্ত কোমলতা
দৃষ্টি বুকে নিয়ে চিনি ঈশ্বরিত মানুষের কথা ॥

একবার

দু-দণ্ড আকাশে দৌড়ে অগাধ তারার সঙ্গে ছোটা,
সৌরতর সিঁড়ি ওঠা
—তৎসবিতুর্বরেণ্যং—
অনিশ্বাস জ্যোতির্জালে
যেখানে প্রোজ্জ্বল দগ্ধ এক সৃষ্টি-বোঁটা
ধরে ধবধবে শূন্য অগ্নির প্রসূন—
পারিজাত শিখা
নিয়ে তারি স্পর্শটিকা
আয়ুর কপালে
ফিরে আসা বাগানের ছায়াপথ রজনীগন্ধায়
শ্রীময় সন্ধ্যায়,—
গ্রীষ্ম নদী ঝিরিঝিরি পৃথিবী পেয়েছি বহুগুণ ॥

ওডেসা-র আলো রাত্রি বরফে জ্যোৎস্নায় নির্নিমিখ
কৃষ্ণসমুদ্রের কোলে দূর দিক—
দাঁড়াই এখানে
জাগর দেশের যাত্রী তুষারে তুফানে ;
হঠাৎ সর্বস্ব দৃষ্টি ভরে
—ভূর্ভুবঃ স্বঃ—
স্তরে স্তরে
ত্রিলোকের ধ্বনি পারে কারাভানে,
প্লেনে-চড়া পায়ে-চলা থামে মুগ্ধ দুরন্ত আহ্নিক।
রুপোলি ঝিল্লির
পুরোনো রাত্রির পথ তাস্‌খেন্দ-দিল্লীর
স্বর্ণ অচঞ্চল দিনে দেখে যাই শুভ্র প্রতিবেশে
ছল ছল তীর্থশেষে॥

ছুটেছিলে সর্বরঙ্গে একসঙ্গে
তারায় ধরায়—
সেই ওঁ— প্রাণের ওঙ্কত চিরোদ্দেশে—
নতুন গায়ত্রী মন্ত্র মুকুট পরায়॥

ক্ষতিপূরণ

সন্না-সবুজ নীলের পার
আনতে হল ঢেউয়ের ধার,
পাহাড়ে হংকং—
সে আসেনি ব'লে।

দুয়ের একা, বানাতে হল
কালো জলের ছলে
দোলানো সাম্পান্,
মিলিত সংসারের খেলা
তৃষিত তীর দূরে,
অচেনা রোদ্দুরে।
কাউলান্-এর দোকান পথে
ঢেলেছি রংচঙ্
বুকের আনচান,
কাছে সে নেই বলে।
নিচে অনেক জল॥

কান্না ঝাউ বসাতে হল
মেঘের তলাটিতে
চীনে তুলিতে বুলিয়ে শাদা
শূন্যে বকের ফিতে,
লুকোনো সোনা ছোঁয়ানো পাখার তল,
বেশির ঝলমল—
কাছে সে নেই বলে॥

২

ভাগ্য এই, মানি বরাত
বরফপাথর দরজা দিলো
কপালে করাঘাত।
অসমাপ্ত আলিঙ্গনে জ্বালিয়ে ব্যথামধু
পাঠালো এই পৃথিবীপারে
আমারি দিগ্বধূ।
সেদিন নেমে সিঁড়ি
অনেক যুগ কেটেছে বুঝি কালের ঝিরিঝিরি।

এখানে বাড়ি ভরেছি দেখ ছবিতে আসবাবে
রেলিঙে ছায়া কাঁপা—
নিমন্ত্রণের চায়ের কাপে
ফেরে সে কথা চাপা—
কেউ কি আভাস পাবে?
নিচে অনেক জল॥

ক্ষ্যাপা বুকের ভাষা—
জাহাজ প্লেনে তৈরি করি
ফিরে-আসার বাসা।
আসেনি আজো বলে,
কোথায় পার, দূরের চীন
কোথা সে মার্কিন;
প্রতিফলিত চোখের জলে
সেই দু-জনের ঘর
বেঁধেছি দিগন্তর।
নিচে আলোর জল॥

ওড্

সঙ্গহীন দেবদারু আর একা আমি
অবাক দেখছি চেয়ে সূর্যসঙ্গ পেয়ে,
রাত্রির কিরীট।
হে উদিতা,
দ্যুতিকন্যা, ওগো ভোর, কোমল আলোর ভোর
ওগো আমাদের জাগরণ,

দাঁড়ালে উত্তর গিরি ক্যানাডায়
বিদীর্ণ সমুদ্র বেগ্‌নি আগুন আঁচলে—
আকাঙ্ক্ষিতা, চুলে রাঙা জবা,
চিরপ্রস্থনিত তটে বসন্তবেলার
প্রশান্ত সাগর ঊর্মিঘেরা ॥

সঙ্গহীন আমি আর একা দেবদারু—
একজন পথ-চলা অন্য ঐ মর্মরিত বনে,
বাকি দীর্ঘ দাহে গাঁথি অবতরণিকা
প্রথম দেখার দিনশেষে ;
দূরের হিমাদ্রি লুপ্ত মেঘে ;
সৌধদ্বীপ লাল টালি, গুরুদ্বার গির্জাচূড় গ্রাম,
স্টিমারের শব্দহীন গতিময়
জলচ্ছবি ;
ভিক্টোরিয়ার যাত্রী-চোখে
তরঙ্গিত অশ্রু দোলে দুই তীর ডুবে-ডুবে যায়
জীবনসন্ধ্যার কূলে ;
পূর্বতটে চেয়ে দেখি বুকে
হে বন্দিতা,
প্রত্যাশার পারে ফিরে আসো,
চুলে রাঙা জবা—
ওগো ভোর, দ্যুতিকন্যা, কোমল আলোর জাগা ভোর ॥

দিনযাপন

সামনে ছায়াচক্র মেলে
ঝাউ আছে চেয়ে
রোদ্দুর পোহায়।
ভাবা নেই, হওয়া আছে, কী হওয়া জানে না
কে-ই বা তা জানে,
নীল শামিয়ানা স্বচ্ছ, কম্পিত সীমায়
মেঘ-লাগা বায়ু
তাই ছুঁয়ে আরো বেশি ঝাউ হওয়া।
মাটির আকর্ষ, মজ্জা, মাটির শিকড়,
তরঙ্গিত তন্দ্রাবেগ তারি দোলে ঊর্ধ্বে জাগা
বৃক্ষ ধারণায়,
স্বর্ণশ্যাম পুষ্পপত্র বনের কিংখাবে
ঋজু ঝাউ ছায়াচক্র মেলে চেয়ে আছে॥

বাঁকা ডাল সেও ঝাউ, পাতা ঝাউ
ঝিরিঝিরি সমীরিত
বৃন্ত ফল শুষ্ক ঝরা ঝাউ,
পাখি-ওড়া আশমানি বাঁশি-বাজা দূর,
ফাগুনে চাঁদনি রাত, মৌসুমী শ্রাবণ
ঝলমল, ঝরঝর, শুব্ধ ঝাউ।
নিপুণ তারার জালে শাখার বিন্যাস,
অন্ধকারে ঝিল্লিপাড়ে গাঁথা ঝাউ
সমাহিত॥

কাঁসারি শাঁখারি গ্রামে, ধুনুরি তাঁতির
কাজে ভরা কত শব্দ, খায় খিলি-পান
বাজারিরা হাটে ঘরে, গল্পের কিনারে

ধীরে-ধীরে গাঢ় বেলা, ম্লান আলো
দিনের খিলানে ;
সমস্ত আকাশ ধুনো গোধূলিতে
তিসি তিল কচি ধান ঘুঁটে-পোড়া ধুলো ওঠা
এক ধোঁয়া ;
বন-ঝাউ ছিল প্রতিবেশী—
কাঠ তার তক্তা হ'ল, ডাল কাটা পুড়বে উনোনে
হঠাৎ সহস্র দিন শেষ যেন এক লহমায়,
মিশ্র সন্ধ্যারাত্রি আজ ছায়াসাক্ষ্যহীন।
খোয়াই খয়ের রঙ, রাঙা দিগ্বলয়
চতুর্দিকে নবজাত বৃক্ষের সমাজ ॥

বুনো সংসারে

শাখামৃগ :
"তপ্ত আদিম বনকন্যা
হে বানরী
নত্তিত অবাধ চোখ, কোমল লোমের লেজ নেড়ে
ভীত ক্ষুব্ধ উঁচু ডালে সহায়তা লোভে চেয়ে থাকো
প্রাণের খেলায় ডাকো
সঙ্গীকে—
আমি সেই নর, এখনো বানর।
প্রবল বাদামি বন্যা
শিহর-শরীরে, শ্যামরক্ত জলে গাছে,
নিচে জলে আছে
কচ্ছপ, ঠাণ্ডায় প্রাণ পেতে—

লঙ্কা লাল, কাকাতুয়া, জংলি মেঘ-ঘন জামরুল
কামরাঙা ঝোলে শাখে, টাটকা ঝরে আগুনি শিমুল,
পেয়ারা আতার ফল নখে পেড়ে
জীবময় তুমি ওঠো মেতে
—জানি সে-ভঙ্গিকে।
বানর, বানরী
প্রত্যাশার লগ্নে দূর কী বুঝেছি, সহচরী,
নরহীন শস্যহীন রাস্তাহীন মাটি
তবু সে অদৃশ্য পথে হাঁটি'
বাঁচা-মরা আয়ুকাল কবে শুরু হয়েছে সকালে—
শাদা বলদের জোড়া মেঘদল চষে
আকাশ যেমন, কালে-কালে
শূন্যের নিকষে
ফোটে বর্ষা রোদ, জন্মে গুল্ম পত্রজালে
বনতলে পুষ্পে পঙ্কে কুঞ্চিত অগণ্য জন্তু কীট,
শামুকে অঙ্কুরে শুক্রে অনাগত প্রাণের কিরীট
ধরে যৌন জৈব ধন—
হাড়ে মাংসে মনোময় ক্রমিকের বিস্তীর্ণ চেতন।
তুমি এরই মধ্যে আনো শিশুকান্না, মাতৃস্নেহরস
হে মর্কটী, বাহুঘেরে দাও মুগ্ধ অমৃত পরশ—
ডালে-ডালে আমি ঘুরি, খুঁজি ঘর, পশুর দুরাশা
অন্ধবহা দীপ শুধু, পাঁজরা-পোড়া অগ্নি, নর-তেজে
কবে সেই প্রদাহের ভাষা
স্নিগ্ধ হবে দু-জনার সংসারে ঘরের ঘণ্টা বেজে॥"

শাখামৃগী :

"বানরী তোমার, তবু গ'ড়ে তোলো অর্ধনারীশ্বরী।
তুমি হবে ঢাকমুখ হনুমান
তারি শিষ্য, রাবণের অরি
পর্বতপ্রমাণ :

নতুন অধ্যায়
অযোধ্যায় ;
হঠাৎ দণ্ডকবনে হানে বিঘ্ন প্রলয়-আঁধারে—
তার পরে কোথা হ'তে হনু-মহাবীর
প্রবল হুংকারে
সীতা সাধ্বী লক্ষ্মী তাঁকে বাঁচাবে লঙ্কায় লম্ফ দিয়ে,
বানর-সৈন্যেরা যাবে দলে-দলে সঙ্গ নিয়ে,
রঘুপতি পদে শেষে নতশির ;
নরোত্তম নরোদ্ভব সেই দিন
নর নারী বানর বানরী
আদিম প্রাচীন
যুক্ত হব নবজন্মে, সে-স্থিতির ছবি
তাই আজই দেখি বুকে ; অপ্রাকৃত মধু
পেয়েছি দু-জনে বনে মহুয়া সন্ধ্যায়,
আসন্ন নন্দিত
তোমার দৃষ্টিতে জানে এ বানরী-বধূ
শৈবভাব বিল্বপত্রে, বৈষ্ণবী জাহ্নবী—
শুনি ভবিষ্যের হাওয়া ব'য়ে যায়
বসন্তের নামাবলী মৌমাছি-বন্দিত।
ভয়াকুল প্রাণে-প্রাণে ক্ষুধা শঙ্কা, তারো বেশি
আগামীর তৃপ্তি ঢেকে রাখে
কদ্বেল কাঁঠাল জাম জলাবর্ষা ঝিল্লিডাকে।
মুক্তির অন্বেষী
লাফে-লাফে চলো যাই প্রাণতীর্থে মন্দিরে কানাচে
—যাত্রীরা বুঝবে না শুধু চাল-কলা দেবে ঠোঙা জুড়ে
দুটো বানরের দিকে দয়ার প্রসাদ ছুঁড়ে—
বুনো শিশু দু-জনার দূরাগত শোনে ঐ গাছে
আদি বাল্মীকির কথা, কৃত্তিবাস যে-কাহিনী ভনে—
ঠাঁই যেন পাই সবে ত্রাণ সেই বিশ্বরামায়ণে ॥

নাচঘরে

পুরোনো পশমিনা মুখ আঠারোর করুণায়
অলিভ-লাবণ্য রঙ, ঝর্না চুল,
হ'তে পারত কিয়োটোর, মৃদু সাহসিকা,
আভিজাত্য সহজ শিল্পিত
প্রত্যেক ছুঁচের রিপু বাক্যে বেশে গাঁথা
পুরুষানুক্রমে,
কটাক্ষের কালো দ্যুতি সাক্ষ্য দেয় যুগান্তের
ভ্রমরিত ; মার্কিনেরি—
(পশ্চিম প্রশান্ত তীর থেকে ।)
সঙ্গে নীল জীন্-পরা শক্ত যুবা
মেক্সিকো-মূরিস্-স্পেন ? টেক্সাসের,—
ঘনদৃষ্টি সহাস্য উদার,
নিয়ে চলে সঙ্গিনীকে বহুমূল্য রত্নমালা
নৃত্যঘরে ;
ছাত্র ওরা অকিঞ্চন, যৌবনরাজ্যের ধনী,
আগ্রহের কণ্ঠস্বর,
হীরের বিদ্যুৎ ঠেকে দু-জনের চোখের যাত্রায়

রবিবার

কোনো ধর্ম-ঘরে ওরা যায়নি, নিভৃতে
বাসন্তী নিভৃতে
চেয়ে আছে আড়-দৃষ্টি সুপুরিবাগানে
আলোর বাগানে
খঞ্জ মানুষ ঐ বেহালা বাজায়—

ডোবানো বোধের সুধা ওরা বুঝি পায়
নিবিষ্ট জলের তলে তুমুল ইঙ্গিতে ;
শুধুই প্রত্যাশা-খোলা চোখে-চোখে জানে
দু-জনায় জানে,
চেয়ে-চিন্তে কল্পনায় ধরে বিশ্বরূপ
—সে-ধর্মে কোথায় চাবি, হারানো কুলুপ—
দেখা-বিন্তি খেলে তারা চায় না তুরুপ ॥

বিচিত্র সংসার

(বিদেশী)

"যেখানে ছিলে না কখনো
সেই ঘরে
দিনে-দিনে ক্ষুধার অক্ষরে
মানে নেই কোনো
চেয়েছি তোমায় বুক ভ'রে।
কত বছরের পরে এসে
দেয়ালের ডোরা-নকশা ফুল-নীল
পুরোনো সুবাস-শিশি রকে
একার সে-ঘরে পাই শূন্যে মিল ;
আলমারিতে কিছু অন্য বই,
কিছু স'রে-যাওয়া আর ঠিক একই মেশে
চেনার পলকে।
হঠাৎ চেয়ারে ব'সে তবু তৃপ্তি পাই—
এই চিঠি রেখে যাই।"

(বিদেশিনী)

"ও-ঘরে যাইনি আমি, দুরন্তের
স্রোত আর সময়ের খেয়াপার
হ'ল সে চক্ষের জলে, এ মন শরীর
তোমারি আপন ছিল, আছে,— দৃষ্টি-ঘের
পায়নি প্রত্যেক দিন রান্নাঘরে, টেবিলে তোমার
পাশে এসে বই-পড়া, দূরে চাওয়া স্থির
সান্নিধ্যের, তবু জপে জেনেছি সংসার ।
তুমি চ'লে গেছ আজ পেয়েছি তোমার শেষ লেখা,
যে-ঘরে কেউই নেই তার বক্ষে দু-জনের দেখা।

(প্রতিবেশী)

"একক পাহাড়তলি, রঙা শূন্য মেঘে গাঁথা
দুপুর নিবিড়,
পাড়ার শিশুর ভিড়
আইসক্রীম-গাড়ি ঘিরে খুশি হাত-পাতা,
হাওয়ায় পিয়ানো-ধ্বনি, ফুলের আবীর :
এই পরিবেশ ছিল সেদিনেও বসন্তবেলার—
যে ঘরে মেলেনি ওরা, তারি ঐ দেখ খোলা দ্বার ॥"

দূরে-ফেরার দিন

সেখানে সে ভোর-লাগা আকণ্ঠ সবুজ ভতি গ্রামে
সম্পূর্ণ আপন তবু অচেনার বাঁকে
তৃপ্তি নদী তীরে থাকে ;
বাংলার হাওয়ায় আগমনী

পুজোর আগেই শোনো কালাংড়া সানাইয়ে তারি ধ্বনি·
আশ্বিনের চুলে তার স্বরমাল্য সোনায় পরানো,
ভ্রূ-রেখায় নত চোখে লাবণ্য ঝরানো,
কারুণ্যে কাজল দৃষ্টিমণি।
অচিহ্ন অবনী-পারে অন্তর্লীন
যে মুহূর্তে তার কাছে আসি,
ঘরে-ফেরা দিন
দূর-দূর কোটি স্তর
দূর-দূরান্তর
অসংখ্যের দিন-সংঘে হারায় দিগন্তে পরবাসী ;
মূর্তি তার অশ্রুমেঘে
পল্লীপথে বুকে জেগে
প্রেমের কম্পিত ছায়াপটে
গঙ্গার দেউল-আঁকা তটে
এ জন্মের শেষ চাওয়া ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিয়ে চ'লে যায়,—
এক বেষ্টনীর নীল সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটায় ॥

যুক্তি

ফুটছে
প্রাচীন ফুল
তোমার মনের তলে আনমনা
তুমি সন্ধান জানো না
অরণ্য অত্যন্ত ব্যাকুল
হ'য়ে উঠছে

নিজেকে ডেকে শুনছি দূর থেকে
আওয়াজ এনেছে কে
ফোন তুলে শুনি চেনা স্বর
যেন উত্তর
এক একদিন রঙিন প্রত্যয়
সবই জুড়ে গিয়ে এক হয়
ঘুমে কথা শোনা হল্‌দে বসন্ত
শার্ট ইস্ত্রি করা টাইপ শব্দ চড়ুইয়ের উৎপাত
প্রত্যেকটাই যুক্ত পদপাত
হসন্ত
কনফিউসিয়াস থেকে সুপারমার্কেট
প্রতিমুহূর্ত প্রত্যহ
বার্তাবহ
নিঃসীম বুকের কেন্দ্রে ঐ নীল বিদ্যুৎ জেট ॥

সোয়াইট্‌জরের মহাপ্রয়াণে

সমুজ্জ্বল
সেই চৈতন্যের ব্যাপ্তি দৃষ্টির অতীত আজ অস্তগত,
অন্তর শুভ্রলোকে কোথায় উদয় তার এই ক্ষণে
আমরা জানি না।
পশ্চিম আফ্রিকা তীরে, ধরণীর বহু জনালয়ে
সংসারে যারা আছি বেঁচে
এই চ'লে-যাওয়া পথে যেতে-যেতে
চিনেছি প্রসন্ন নাম,

শুনেছি প্রত্যহ ইতিহাসে
নিত্যযোগী
মহাকর্মী আয়ুষ্মান্ চারিত্রের ভাষা।
ভয়ংকর যুগে তাঁর বুদ্ধসম কারুণ্যের দান
র'য়ে গেল আর্তত্রাণে, শোকে আলোকের রেখা
ভাগ্যের আয়তি।
একটি মানুষ সেই
কতখানি; কত হাস্য, স্নিগ্ধ বাক্য, কত চিন্তা প্রেম
বীর্য গাঁথা ছিল দীর্ঘ দেহে, শুভ মনে;
গাবোন্-এর জর্জরিত আহত জীবনে
সেই জীবনের সাক্ষ্য হ'ল অন্তহীন নবপ্রাণ,
অলক্ষ্য প্রবাহে
অগোয়ের স্মৃতিজলে শুশ্রূষার ধারা॥

প্রবাসী বাঙালি আমি ক্ষুব্ধ দূরে ব'সে
হঠাৎ ভোরের রোদে দেখি দিন অশ্রু-ঢাকা—
প্রয়াণী গেছেন রাত্রে, বিশ্ববাসী
পরম-আত্মীয়হারা—
—কে চায় হারাতে প্রিয় অমন মানুষ ঘর থেকে।
তবু ফিরে যেতে হবে প্রাণরণে
পিতৃঋণ শোধ ক'রে যুগে-যুগে
যেখানে পুণ্যের বীজ, চারা, চষা মাটি
সর্বদাহে তবু জয়ী, যে-সংগ্রামে
পাপের ত্রিশূলধারী আক্রমণ দগ্ধ ভস্ম হ'য়ে
দেশে-দেশে নরত্বের শিঙা বাজে চরম দুর্যোগে।
অভীত আহবে
এই মহাবীর তাঁরো দীক্ষা বুকে নিয়ে
উড়বে চূড়ান্ত ধ্বজা ভারতের মঙ্গল শিবিরে॥

লিরিক-কণিকা

তুর্ক্-ইরানি রাস্তায়

ফরসা চাঁদ্নি হাওয়া দেখো ঝকঝকে
টিপ-পরা চন্দ্রা রাত উঠেছে তন্দ্রাণী—
ঘরহীন মরু নিচে ; কোমল ঝলকে
কাকে ডাকবে ? কোথা তারা মাজন্দারানি
আলোয় বুর্খা খোলা সিঁথির অলকে
কে পরাবে মোতি-বিন্দু জ্যোতির পলকে ॥

গান্ধর্ব

লাল আভার অদ্ভুত ভুবন।
জবা লাল, বান্ধুলি লাল,
রক্তচন্দন
তপ্তকাঞ্চন

জানলায় লাল হাওয়া ঢোকে
আমার রক্ত চেনে ওকে

বেলা রক্তিম সাড়ে-ছ'টায়
আর্দ্র আকাশে রটায়

নীলান্তরাল

স্নিগ্ধ ত্রিদিব ভাস্বরা
হে অপ্সরা, অপ্সরা ॥

যে-কোনো

হতে পারত ঐ ঘর, হতে পারত ঐ
ঘুমোনো শিশুকে দুলিয়ে গানের ঘর—
রাঙা রোদ্দুরে লুটোনো স্নানের ঘরে

৮ (৪৫)

খোলা জানলার আকাশে পাহাড়,
নরম সূর্য ;
শুকোচ্ছে জামা বাগানের তারে,
ঝিরি গাছ দোলা হাওয়ায় ছায়ায়-
হতে পারত ঐ
সবই আমার ॥

দু-চোখ বিভোর ভাবছে পথিকা
যেতে-যেতে তবু সবই তো আমারই—
শীতলপাটিতে ক্ষণ-বিশ্রাম
মধুর দুপুরে,
আলনার পাশে পাতা-খোলা বই,
ছড়ানো খেলনা,
ভরা-সংসার বুকে নিয়ে পার হওয়া।
দেশে বহুদেশে ছবি জাগে শুধু ছবি
হতে পারত ঐ,
হতে পারত ঐ ঘর, তিনের সংসার ॥

হারানো অর্কিড

রাত-জাগা ব্যবসায় ; উচ্চে হেনে তীক্ষ্ণ স্বপ্নচোখ
দ্রুতের জ্যোতির ঝাঁক চিহ্ন-অঙ্কে ঘিরে ধরতে চায়,
ফরাসী যুবক আঁদ্রে,— গুচ্ছ তারা হীরে শূন্যে— একা
ফেলে যায় প্যারিসের নকশা গলি, গ্যাসপোস্ট, ক্রমে
সমস্ত ফ্রান্সের ব্যষ্টি, য়ুরোপ, শেষ চক্ষে তার
ভূলুন্ঠিত এই ছায়া ধরণীর, চেনার উড়ুনি
অন্তর্হিত বিন্দু কাঁচে— সীম্ নদী কুয়াশা-দুপুরে
যেমন তলিয়ে থাকে প্রাণজাল ছিন্ন বিম্বহীন
প্রগাঢ় অদৃশ্যে হারা ;

শব্দ ক'রে কে হঠাৎ দূরবীন-ছাতের চাতালে
সোজা উঠে এসে বলে, "আঁদ্রে, আজো স্বচ্ছতার নেশা
ভাঙল না ভাঙা চাঁদে? সত্যি বলো কী এনেছি?" খুলে
সুতো-জরি দেয় তাকে রুপোলি ইঁদুর, মস্ত লেজ
—হাসির লহরে মাপা লেজের বহর— রেনে
ঈষৎ আর্তির স্বরে মিশ্রিত কৌতুক ঢেলে বলে
"আর না, আজকের মতো শেষ ক'রে নামো, একটু শোবে
ডর্মিটরি-ঘরে গিয়ে, রাত্রের দেয়ালে তুলি টানে
রাঙা শুকনো ভোর ঐ আকাশে নির্ঘুম ঘণ্টা বাজা,
জানো না কি?"

রেনে একলা আপন বাড়িতে চ'লে যায়॥

পর হপ্তা লাইব্রেরিতে চশমা-আঁটা আঁদ্রে প্রায় যেই
স্তূপ-বই কেন্দ্রে ঢুকে তন্মাত্র দশায় সন্ধ্যাবেলা
জটিল অস্তিত্ব ভোলে, খাওয়া ভোলে, সহপাঠী রেনে
সামনে এসে দাঁড়িয়েই ফিসফিস অনর্গল বলে
"টেলিফোনে ছুটো জায়গা কাছেই মো-মার্তে রেখেছি
সামান্য স্যালাড আর অলিভ, যেমন খেতে চাও
ধারের টেবিলে সেই, ছু-ফোঁটা সিন্‌জানো, শ্রিম্প্‌-কারি,
দেমি-তাস্ কফি ছু-জনের? ইচ্ছে হলে আইসক্রীম
—কিংবা প্রিয় চীজ্, সেই, পাৎলা বিস্কুটে ভালোবাসো—
মস্ত ভোজ নয়, তবু যথেষ্ট ফরাসী আমাদেরি।"
আঁদ্রের হারানো মন সেদিন কী হল আলো তটে
সংসার ঘরের যেন প্রথম জানানি, চুল ওড়া
ছু-জনায় হেঁটে যায় বুলভার্ড্ পেরিয়ে পার্কের
যেখানে বেলুন-বিক্রি, শুধু তাই নয়, যেতে পথে
ফুলের দোকানে আঁদ্রে সবুজ অর্কিড কিনে ফেলে
লজ্জিত প্রসন্ন লোভে, পরে মোমবাতির আলোয়
রেনেকে পরায় ঐ উপহার ফুল, পিনে এঁটে,
রেস্তর াঁয়— আঙুল চুম্বন ক'রে, নম্র মাথা,— রেনে

সেদিন মর্ত্যের ঘরে মানবীর স্বর্গ-অধিকার
স্নিগ্ধ লঘু বয়সের প্রান্তে ধরে, বহু বেশি কথা
রাত্রির আলোয় ফেরে, হঠাৎ ব্যাকুল রেনে বলে
"অর্কিড গিয়েছে পড়ে, চলো ফিরি,"— আঁদ্রে সুনিশ্চয়
দেয় তাকে, "জেনো সে কখনো হারাবে না, ও-রাস্তায়
খোঁজা বৃথা," তবুও রেনের চোখ ছলছল বুক
মানে কি সান্ত্বনা, শেষে করুগেট কালো দরজার
পৌঁছনো বাড়িতে তারা শুভরাত্রি যাচে পরস্পর
খুশির দু-চোখ আর্দ্র, হাত ধ'রে ফিরে চুপিচুপি
রেনের একটু কথা— "অর্কিড কখনো হারাবে না॥"

নির্ণয়

১

হয়েছে ত্রিকোণ ;
মধ্যস্থলে শান্তদৃষ্টি কবিযোগী ;
দুই দিকে
অরণ্যস্পন্দিত সন্ধ্যা, পুষ্পের পুণ্যাহ—
একটি মুহূর্ত সরবরাহ।
ওহায়ো মার্কিনি নদী চলেছে উদ্যোগী
শিলাশান্ত তীরে ম্লান রোদের সম্প্রীতি,
বালি মৃদু ঝিক্‌ঝিকে—
রূপধারা মধ্যকায়া ছায়া ভিন্নহীন
চিত্রস্থিতি॥

২

ত্রিযামাজাগর রাতে নক্ষত্রকম্পন
তারি মধ্যে অরুন্ধতী নেত্রে নিয়ে গণনায় চেনা
নতুন জ্যোতিষ্কবিন্দু ;
শূন্যে, ঊর্ধ্বে
স্তরে-স্তরে তারার কোরকে
অগণ্য আলোর সিন্ধু—
একটি গ্রহ স্ফুট হয় দৃষ্টিলোকে
দুরূহ সহজ পার্শ্ববর্তী ;
একের লগন ॥

৩

একটি আনন ধ্যান বক্ষে নিয়ে বসি
দূরান্তের ঘনশ্যাম ইলিনয় গ্রামে ;
গীতমর্মরিত গ্রীষ্ম খুলে দেয় দক্ষিণ দরজা—
শতলিপি নিরক্ষর পত্রপর্ণালের তোলে ধ্বজা,
গুঞ্জরিত প্লেন ওঠে নামে ;
বিরাট গোধূলিরেখা ছায়া ধরে মহানগরীর
অবিচল আন্তর আসন।
একদিকে জ্যোতিঃপুষ্প অমর্ত শাখায়,
অন্যপাশে তীব্র ইচ্ছা ক্রান্তির পাখায়—
মধ্যাগ্নিসাধন
সমস্ত জীবনযাগ চিত্তভস্মে হবে অঙ্গীকার,
—দেখা দাও শেষবার ॥

পশ্চিম শহরে

পিৎসা-র দোকানে ওরা তিনজন বাহিরে দাঁড়ায়
কাচের ওপাশে দুই ইতালি-রাঁধুনি
(শাদা রোব্) (অতি আধুনিক)
মস্ত চাকৃতি ময়দার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে
ফিন্‌ফিনে করছে নরম,
উনোন— আগুনে সেঁকে যথেষ্ট গরম
যেই হয় ঠিক
মাংস বা চীজ্‌পুর, টোমাটো পুরিয়ে
দর্শক-দর্শকী ভিড় ক্রমেই বাড়ায়—
পুরোনো বস্টন, লাল ইটের বাঁধুনি।

গ্রেগরি, সালভাডোরি, সঙ্গে বন্ধু (তার নাম, জন্)
শেষে বলে, চলো ভাই, পিৎসা ঐ সেরা,
লাল-ছকা প্লাস্টিকের টেব্‌ল্-ক্লথের
উপরে কাচের গ্লাসে নয়নরঞ্জন
প্লাস্টিকের তীব্র ফুল, ওরা নিল ডেরা
শক্ত চেয়ারে, শুধু তৃতীয়টি কন
অর্ডার দেবার বেলা, 'কফি হলে ঢের—

'চাই না আজকে কিছু, তোমরা বসে খাও, আমি দেখি'
দুই বন্ধু ভনে তার পিঠ চাপড়িয়ে
'সাবাস ধার্মিক জন্, কৃচ্ছ্র নব্য একী—
বড়ো বেশি বৌদ্ধ জেন্ ক্রিস্টীয় মিস্টিক
উন্মার্গ চর্চার ফলে এসেছ গড়িয়ে,—
খাবে না ?'— বন্ধুটি শুধু সস্মিত নির্ভীক

বলে ধীরে. 'উচ্চ কথা তোমরা জানো আমার সাজে না
বহু বাক্য, কত ভাষ্য লিখেছি পড়েছি
জপেছি, এখন আর সে-সুর বাজে না,

মিথ্যে বলি, সুখী হব শুধু তার সুখে—
তবু তারি মূর্তি মনে এমন গড়েছি
নিজেরই স্বার্থের ইচ্ছা বৃথা খুঁজি বুকে—

'হাসবে না জানি তোমরা প্রগল্‌ভ প্রলাপ ক্ষমা করো,
হারিয়েছি, ভিন্ন পথে চলে গেল বাঁকে—
খাওয়া থাকা বসা এই মস্ত শহর
শূন্য হয় চেয়ে আছে শীতের প্রহর ;
দোকানে সাজানো সেন্ট, লাইলাক্ স্টল,
চুলের রিবন্ কেনা, সবই পড়ে থাকে
যা-কিছু একান্ত সত্য তাই ঝরো-ঝরো,
স্পর্ধা নেই শুধু খুঁজি স্মৃতির সম্বল।'

অবাক গ্রেগরি বলে, 'সারা বিশ্বে একটির খোঁজে
ট্রলি বাস্ উঁচু-নিচু পাহাড়তলির
নদী সাঁকো হোটেলের শহর গলির
সবই উবে গেল ? যদি ভাগ্য চোখ বোজে—
সোনা কিম্বা কালো চুল, সেই মিষ্টি গলা
নাই পাও— তুমি নিঃস্ব, পৃথিবী বিফলা ?
এ কোন্ প্রেমের ধর্মে পৌরুষের চলা ?

সালভাডোরি অন্য সুরে যেন কোন্ ঘুম থেকে জাগা
বলে, 'বন্ধু, বুঝি সবই তবু আলো-লাগা
জগৎ সংসার রয় জগৎ সংসার
প্রাণের হিসাব কই, দুঃখের সংহার
তারি কাছে পৌঁছে দেয়া থাকে ভালোবাসা
স্মৃতি নয়, গতিপথে সর্বোচ্চের আশা—
একান্ত যা চেয়েছি তা চরমে উৎসুক,
বুকের আগুনে স্নিগ্ধ দেখা তারি মুখ।'

পিৎসা-র ওয়েট্রেস্ এসে দুই থালা ধরে পিৎসা-ভরা—
'মিস্টার, সিন্নোরে, এক টুকরো দিই এনে ?'
ন্যাপকিন এগিয়ে জন্‌কে বলে হাসি হেনে,
'শুধু কফি তা কি হয় ?'— যদিও তৎপরা,
কী ছিল কল্যাণী তার মাতৃত্বের চোখে—
মাথা নেড়ে রাজি জন্। নিস্তব্ধ আলোকে

যেন স্বগতোক্তি তার— 'এ-দোকানে স্বপ্নের আননে
একদিন দুইজনে এসেছি, জানো না
যে গেছে, সবই গেছে ; শেষ-প্রাণে শোনা
শুধু যেন মন্ত্রে জাগে— পার্কের কোণে
চাঁদের নীলাঙ্গ আর প্রীত সন্ধ্যারাতে
বসেছি খানিক, পরে চলি হাতে-হাতে ;
এলেম এখানে— বেশি বলবার নেই,
ভালোবাসত এ রেস্তোরাঁ, শেষ দেখা সেই।

'কিছুই বদলায়নি জানি দুজনার, তবু— থাক কথা,
চলে গেছে আর যোগ হয় নি, হবে না ;
হয়ে ফল নেই। শোনো, গ্রেগরি যে-চেনা
অনিন্দ্য প্রেমের শক্তি, পুষ্পনির্মলতা
ভরে তোলে সর্বলোক, গৌরবের দেনা
কোনো শেষ নেই তার, অন্তহীন প্রাণ :
শোকে তবে কেন আনে মৃত্যুর আহ্বান।

'অকৃতজ্ঞ ? স্বর্গে মর্তে জীবনে চেয়েছি, সাল্‌ভাতোরি
সৃষ্টি-অর্ঘ দিতে তাকে, আলোর প্রহরী
দান্তে নই ; নই ধ্যানী আবেলার্ড, যাকে
দুঃখের উত্তীর্ণ তীর্থে আত্মযজ্ঞধূমে

পূজা দিল, পেল পূজা, প্রার্থনাকুসুমে
এলোয়িস্ ; তবু মর্ম জ্বেলে উত্তমাকে
কী সঁপেছি হয়তো আজো সে-ই মনে রাখে।

'সামান্য বইয়ের ব্যাবসা, আপিসের দোভাষী কেরানি
কাটবে বাকি দিন···' দুই বন্ধু দরজায়
দেখে কারা হাসিমুখ যুগল দাঁড়ায়
পিৎসা-র দোকানে ঢুকে, আবার কী জানি
কী ভেবে বাইরে গেল, নিমেষ-ঝলকে
মেয়েটি ফিরিয়ে চোখ জনকে পলকে
কত যে স্নিগ্ধতা দিল, নতুন সংসারে
যা পেয়েছে তারি সুধা-ভরা স্মৃতিভারে ;

হঠাৎ অদৃশ্য তারা, অবনত শান্ত শূন্যে চেয়ে
ভাবে জন্, আত্মসুখ সামান্য জিনিস—
করুণা-নিঃসৃত ধন্য সারা প্রাণ ছেয়ে
যে-আনন্দ পরমা-র, তারি স্পর্শ পেয়ে
স্নাত আমি, মনে-মনে বলে— অহর্নিশ
তৃপ্ত তোমরা শুদ্ধ কোরো সংসারের বিষ,
একই পথে চলি আমরা।— ওয়েট্রেস্‌কে ডেকে
চায় পিৎসা, 'আরো আছে? প্লেটে যাবে রেখে?'

দুই বন্ধু, একটু থেমে আস্তে বলে, 'কী ও
জানতাম পিৎসা-র লোভ অবর্ণনীয়!'

উৎসব

কখনো ভেবেছ ? দূর দেশে
ক্ষুদ্র গ্রামে যেতে-আসতে মহনীয় ছায়া
নেমে আসবে দোকানের কাচে, ফুটপাথে
লুটোবে কান্নার মন্ত্র, বিশ্ববিজয়িনী
বাজবে শঙ্খ, পুষ্পবৃষ্টি ঝরবে গলিতে—
অগণ্য যাত্রীর মধ্যে প্রবাসী একজন
শুনবে স্তব্ধ বিশ্বে তার মৃদু কণ্ঠধ্বনি
এই দিনে ॥

যুগের পথ

আনস্তিক গ্রীন বাস্, অনন্ত স্বর্গের মেঘলা বেলা,
অমরাবতীর ভিড় রাস্তার ধুলোয় পথিকের—
ধৌত চোখে দেখি ; শুনি, পুষ্পপত্রে ধ্বনি 'সাধু সাধু'
পার্কের মলিন গাছে। অমর্ত গ্যাসের আলো সারি
আমি-যে প্রেমের যাত্রী, চলেছি কোথায়
ভুলে যাই আর সবি, শুধু জানি বুকের পকেটে
তার শাদা কাগজের চিঠি আছে, এ-জীবনে
পেয়েছি সে ডাক-চিঠি, যেতে হবে শুধু
অনির্ণীত যুগ্ম পথে, হোক দুঃখে, হোক সুখে জাগা ॥

স্রোতস্বিনী

গতিময় ফুলবৃন্ত, চলন্ত বকুল
এনেছিলে শুদ্ধতার ভুল—
সুরভি কোরক ওগো, অনিন্দ্য প্রেমের পুষ্পভার
—কোথাও চিহ্নই নেই আর ॥

আস্তিক

কী করে মন বুঝবি যদি
এমন ধ্বনি রাখলি দূরে
(সঙ্গচ্ছধ্বং···)
অন্ধ বুকে জাগুক না প্রাণ
মন্ত্রস্বরের একটু সুরে—
(সংমনাসি···)
ওদিকে দিন ঘিরে আসে
বিদেশী শীত কুয়াশাতে,
কালো আঙুল গাছের মাথায়
ঠাণ্ডা একা শূন্য রাতে
(সহবীর্যং করবাবহৈ······)
যখন কোথাও কিছুই তো নেই
সেই তো সময় আসল শোনার—
উপনিষদ ঋষি বলেন
শেষের মিলন আরাধনার।
(যদেতৎ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম···) ॥

চতুরঙ্গ

ডিক্ : "নেই কোন ভার, নেই সীমানা
সামিয়ানা
শুধুই দোলে সোনার শূন্যে তোমার ভাষায়
ভালোবাসায়,

হাল্কা ধূপ'র
নীল জহরৎ উজ্জল রুপোর
অশ্রু-ধোয়া মধুর আশায়—
নেই তো কোনো ভাবনা-জানা,
জুলিয়ানা।"

হেলেন: "ডিক্ বলেছে ঠিকই কথা—
ঘাস দেখায় না সবুজ ব্যথা,
আরোই লন্-এর নরম গভীর গজিয়ে ওঠে—
যখন চলো সন্ধ্যা নদীর কুঞ্জতটে
জুতোর আঘাত লুকিয়ে রাখে,
মেঠো ফুলে বুকের তৃষা আরোই ঢাকে।
কোথায় সে চাপ,
বিশ্বজোড়া সমস্ত তাপ
রক্ত সাঁঝের শান্তি দেখায়
কার্নেশানের রাঙা রেখায়—
একটি কণাও নেই বাগানে দুঃখ-আনা,
জুলিয়ানা,
ফুলের তোড়া
রাংতা মোড়া
দেয় যদি কেউ ক্ষণ-বিদায় সিঁড়ির ধারে
আঘাত কি কেউ পেতে পারে?"

(জুলিয়ানা): জুলিয়ানা মাথা নাড়ায়, মস্ত চোখে
চেয়ে বলে ডিক্-এর দিকে, "মৌন লোকে
যা আছে তা এম্নি আছে, তুমি এসে
আকাশ-তৃণ-জলের দেশে
প্রবল দাহের দাও উপহার—
মাথা নোয়াই, মানুব সে ভার।

শুনেছ ডিক্? দু'চোখ মুছি
নীল ধুন্দুচি
পোড়াও যখন অন্ধ ধুনোয় প্রাণ কানাচে
কুকুরছানা নিয়ে দাঁড়াই জানলা কাছে
যা দিয়েছ তার বেশি আর নেই ধারণায়
ভরা প্রহর কানায় কানায়
তুমি জানো
সব-হারানো
হঠাৎ আঁধার কপাল সেও টিপ-পরানো।"

(লিয়াং): কলেজ-পাড়ার চীনে বন্ধু ওদের ঘরে
দু'চোখ উজল শোনে শুধু চুপটি করে—
কারো পক্ষ নেয় না, জানে যবনিকায়
বিরহ-প্রেম নাট্যলিখায়
কখন আগুন কখন মধুর ছায়ার খেলা
মায়ার মেলা;
হেলেন যখন ব্যাকুল কণ্ঠে বুঝিয়ে বলে
যুগল ওরা বুঝেও তবু বুকের তলে
খোঁজে ব্যথায় কোন ব্যথা-পার,
জানে না আর।
লিয়াং শেষে তীক্ষ্ণ মৃদু হাসির ভানে
টেলিফোনে ট্যাক্সি ডাকে, বার্তা আনে—
"কন্‌সার্টে সেই যাবে দু'জন, এল গাড়ি
তাড়াতাড়ি—
মনে কি নেই টিকিট দুটোর ঠিক-ঠিকানা?"
দাঁড়ালো ডিক্-জুলিয়ানা
পূর্বদেশী নীরবভাষী সাথীর হাতে
হাত মিলিয়ে বিদায় নিল সন্ধ্যারাতে।

গানের গান

চিরদিনের বাঁশি

ব্যথায় বাজে বুকে—

তুমি আমার চিরদিনের বাঁশি।

চেয়ে তোমার মুখে

আলোর তলে আসি,

শুনি আমার চিরদিনের বাঁশি।

তোমায় ভালোবাসা

আঁখির জলে ভাসা

হঠাৎ দূরের-আশা

সেই তো আমার চিরদিনের বাঁশি ॥

অনেক গভীর রাতে

চাঁদের আলোয় একা

তোমার পেলেম দেখা

মদির বেদনাতে

ধরল না আর বুকের কান্নাহাসি

সেই তো আমার চিরদিনের বাঁশি ॥

রৌদ্রগহন পথে

চলব তোমার ডাকে

অরণ্যে পর্বতে

মরুপথের বাঁকে,

ধেয়ানে বৈরাগী

তবু তোমায় জাগি—

সংসারে এই চির-পরবাসী।

তুমি আমার চিরদিনের বাঁশি ॥

গানের সুরে

পরানবাউল কয় গো—
কখন হাসি কখন কাঁদি জানাজানির নয় গো,
তুমিই জানো।
গাহিন জলে লুকিয়ে চলে আমার জাগর চাঁদ
হারামণি, ওগো আমার মণি
ছলছলিয়ে কালো ঢেউয়ে উপচে পড়ে বাঁধ
অগাধ পূর্ণিমায়,
কানায় কানায়।
ভাঁটার টানের কথা
বুকে ঢাকা রয় গো
তুমিই জানো॥

চাঁদের মুখটি দেখি সেই জুয়ারে
ভাঙা ঘাটের ধারে,
হারামণি, ওগো আমার মণি—
চিরদিনের সাধ
তোমার পরসাদ
উজল কাজল রাত পারায়ে ভোর দুয়ারে আনো,
খ্যাপার পরমাদ।
পরানবাউল কয় গো—
নির্ভরসার একলা বুকে হঠাৎ হাওয়া বয় গো—
তুমিই জানো॥

২

বাকি যতই বাঁচতে হবে, তোমার দেয়া
তোমার নেয়া
দুঃখবারি
বাইব স্রোতে একলা সাঁঝে জীবন-খেয়া।

বৃক্ষসারি
অগুন্‌তি পথ রইবে ঘিরে, চলব তীরে
মঙ্গল দাও, মঙ্গল দাও, যেন পারি।

আরোই প্রাণে জলুক দানে প্রেমের বাণী
মঙ্গল দাও, মঙ্গল দাও, হে কল্যাণী।

যেন আগুন আলো ক'রে তোমার নামে
ছড়িয়ে যেতে পারি বিদেশ শহর গ্রামে
শেষের বাঁকে হঠাৎ শুনি দূরের সানাই
তাই যদি চাও
দাহ দিয়ে মানিক বানাই,
মঙ্গল দাও, মঙ্গল দাও।
সংসারে আজ সংসার পার বক্ষে মানি
মঙ্গল দাও, মঙ্গল দাও, হে কল্যাণী

প্রণয়ী

দ্রাক্ষারিষ্ট প্রাণে নেই, গুপ্তপ্রেসে দেয় কবিরাজ,
কবির গহন গানে যে দ্রাক্ষার মৃতসঞ্জীবনী
নিটোল সুরের নেশা ঘন স্বর্ণ নীলাঞ্জন মাখা
তাই চায় অমরার সন্ধানী শিল্পীর প্রেম-চোখে,
নির্ঝরিত : সেই সুধা আবিষ্টের ধর্মের জঞ্জালে
পঞ্জিকায়, আয়ু-ত্রাণ-পণ্যের অতীত নিরক্ষর
লিপি সে নক্ষত্র-খচা, উদয়াস্ত আলোর অর্ধমা
একান্ত সান্নিধ্য তার, হায় ওরে অরিষ্ট-বিলাসী
যাজকের কড়া ভেঙে মানবে কবে অলাবু ভক্ষণ
নিষিদ্ধের গ্রহযোগে, ত্র্যহস্পর্শে বিঘ্ন যাত্রাকালে
মহানিমন্ত্রণে যাবে মুক্ত পথে, জেনে গণনায়
চিন্ময় জ্যোতির শাস্ত্র অনির্ণীত ;

মন্দির চত্বরে

আভ্যন্তর সাধু ভক্ত তাদেরি সে গায়ন-সভায়
ভজনে নির্জনে একা কোণে বসে দেখো নিমগ্ন আছে
ফকিরের তস্‌বি যেন, একটি অদৃশ্য রাগমালা
ঘোরায় কম্পিত পত্রে ; ঢুলী ঢাকী দূরে মৃদু গুরু
বাজারের শব্দে হানে কাছের হৃৎস্পন্দ সারাগ্রামে ;
দুটি পায়রা উড়ে যায়, অবারিত নিঃসীম মাধুরী
ক্রন্দন-উতল তটে দিগন্তের অলভ প্রসূন
ধরা দেয় বাহুবন্ধে যুগলের, ওদের সে দৃষ্টি সর্বমেশা—
বৌদ্ধ ধ্যান করুণার যিশু-ধর্ম দেব-মানবের
একই প্রেম-আয়ুর্বেদ, সুফী, শিখ, হিন্দু, ইহুদির ॥

শৈলপত্র

ঠাণ্ডা হাওয়া শিরিশিরি গায়ে লাগছে
শুনছি পাতার ইশারা, কুহুর ব্যঞ্জনা, কাঠবেড়ালির ঝুপঝাপ ;
উঁচু নিচু জমি, ছাগল গোরু চরা
পাহাড়ি ছোট্ট ছেলের তদারকে ;
উত্তরে হিমবান পর্বত আকাশচুম্বী মস্তকে ঐ জাগ্রত,
সাদা জটার নিম্নধারী গ্লেশিয়ার স্পষ্ট চোখে পড়ল।

"শোনো,
নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়
পৃথিবী যেমন সূর্যের দিকে
তেমনি আমার মন খুঁজছে তোমার ;
ভাষা থেমে নির্ভাষ প্রকাশের পারে
ঐ অরণ্য আকাশে একাত্মিকা।
এইরকমই ভালো।
ক্ষুদ্র সবুজ ঘাস থেকে চন্দ্র গ্রহ সূর্য নিয়ে যেমন পৃথিবীর
গেরস্থালি সেইরকম ছোটো বড়ো দুই মিলিয়ে থাক ॥"

অমরাবতী

(…দিব্যানি ধামানি…)

কে-সে প্রাণ এই প্রাণ উর্মিল জলের কিনারায়
অমরার দুই পারে একটি সন্ধানে নিয়ে যায়— শোনো—
অদৃশ্যের নীলাঞ্চলে ঢেকে
স্বর্ণগতি চিরদিন এই দিনে দিয়ে গেল সে-কে ॥

ভগ্নী নিবেদিতা

যে-উর্ধ্বে দীপ্তিলাগা প্রাণময় চৈতন্য তোমার
জ্বেলেছিলে পশ্চিম সংসারে
তারি শিখা নিয়ে এলে, ভগ্নী নিবেদিতা,
আর্যাবর্তে ; নীলিম সূর্যের বেদীতলে
দিব্য পুরুষের কণ্ঠে মন্ত্র শুনে পুণ্য ভারতীর
সারা জীবনের অর্ঘ্য রেখে গেলে এইখানে
ধ্যানে-কর্মে মুক্তযোগ ; ঘরে ঘরে
বাংলাদেশ পেয়েছে তোমায় ॥

বিশ্ব সমুদ্রের পারে পারে
মানবজাতির শ্রুতি যে-ভাষার ঐকতলে জাগা
সেই আদি-ভবিষ্যের ভাষা তুমি শুনে গঙ্গাতীরে
স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছ, কাহিনী-সংস্কৃতি-ইতিহাস
গেঁথেছ নবীন ধৃতি, ভারতীর চিত্রিত সাধনে
তোমার তীর্থের ধাপে ধাপে।
শৈল কৈলাসের

শ্বেতশ্যাম শীর্ষ হতে দূর কন্যাকুমারিকা
আসমুদ্র দৃষ্টি তুমি একটি আশ্রমের
মহান্ ঐশ্বর্যবৃত্তে করেছ বরণ—
তপস্বিনী, তোমার মানসে
দ্বাদশ দেউল আর নতুন মন্দির সমর্পিত
যুগে যুগে আমাদেরি কালে—
চিরদিন সাম্প্রতিক : একই ধর্ম সেই
বিচিত্র মানবধর্মে জেনেছ একান্ত প্রকাশনী ॥

ছবি জাগে কলকাতায় শ্রীবিহীন গলির পাড়ায়
দুরূহ অন্তিক জীবনে
সম্মার্জনী হাতে তুমি স্তূপীকৃত মলিনতা
প্রত্যহ করেছ দূর, কারুণ্যে নিবিড়
প্রাণের সংগ্রামে নেমে গৃহস্থ সংসারে দুঃখবহ
জানালে গৌরব তবু, ভারতী বাঙালি
আপন মিলিত সৌধ গড়বে কোন দিন
নবীন স্বাধীন রাষ্ট্রে, সে আশ্বাস হারাওনি বুকে—
বিদায় নিয়েছ এই আহত দূরের স্বদেশে ॥

আঁচল

কচি ঘাস, মাঠ, পাশে জল
বসুমা, তোমার আঁচল
এখানে বিছাও—
মাথা রেখে শোবো আর দেখব উধাও
মেঘে মেঘে চলে নীলাকাশ ;
শেষ করে দূর পরবাস
ফিরে আসি ধরিত্রীর ছেলে,
মাটি, তুমি নাও বুক মেলে ॥

বাসা-বদল

পেয়ালা ও প্লেট :
রাত্রে এসে রান্নাঘরে দাঁড়াই কোথায়, সাক্ষী ওরা
সাক্ষী আমি, মাথা হেঁট—
নিঃশব্দ পসরা
ফিকে সবজি। চেনা চায়না। কতদিন চেনা
চায়ের আসরে কবে হঠাৎ উৎসবে
কারু পাত্রে ভরেছিল আনন্দ প্রহর
আলোর জহর—
নিভৃত সংসার সে কি বুদবুদের ফেনা
ভাসবে নিয়নে-জলা ম্লান সন্ধ্যাস্রোতে
আরব্ধ ভূমিকা শেষ হতে নাই হতে।

নমস্কার।
নম্র গ্যাস-স্টোভ ; স্থইচ্, বিনীত তৎপর বিজলি-ধার ;
দেয়ালে ঝোলানো সারি কাঁটা-ছুরি ; ফ্রিজ্,
হলদে, ঠাণ্ডা ; পাশে জানলা, বস্টন-কেম্ব্রিজ
পরদার আড়ালে চিত্রবৎ।
ছিল কত ধোয়া আর মাজা
সাবানে গরম জলে ; চাম্‌চে, ডেক্‌চি সাজা—
ওদিকে বসার ঘরে বন্ধুর সংগৎ।
পেয়ালা ও প্লেট
কৃতঘ্ন কালের প্রান্তে ভেঙে যাওয়া সেট্—
ভোর হলে
ট্রাক আসবে, সবই নেবে, আমরাও যাব সঙ্গে চলে।

বাংলা দেশ

কল্যাণীর ধারাবাহী যে-মাধুরী বাংলা ভাষায়
গড়েছে আত্মীয় পল্লী, যমুনা-পদ্মার তীরে তীরে
রুপোলি জলের ধারে, আম-জাম-নারকল ঘেরা
আমন ধানের খেতে শ্রুতিময় তারি অন্তর্লীন
বাণী শোনো প্রাত্যহিক— বহুমিশ্র প্রাণের সংসারে
সেই বাংলা দেশে ছিল সহস্রের একটি কাহিনী
কোরানে পুরাণে শিল্পে, পালা-পার্বণের ঢাকে ঢোলে
আউল বাউল নাচে ; পুণ্যাহের সানাই রঞ্জিত
রোদ্দুরে আকাশতলে দেখ কারা হাটে যায়, মাঝি
পাল তোলে, তাঁতি বোনে, খড়ে-ছাওয়া ঘরের আঙনে
মাঠে ঘাটে শ্রমসঙ্গী নানাজাতিধর্মের বসতি
চিরদিন বাংলা দেশ—

ওরা কারা বুনো দল ঢোকে

এরি মধ্যে (থামাও, থামাও), স্বর্ণগ্রাম বুক ছিঁড়ে
অস্ত্র হাতে নামে সান্ত্রী কাপুরুষ, অধম রাষ্ট্রের
রক্ত পতাকা তোলে, কোটি মানুষের সমবায়ী
সভ্যতার ভাষা এরা রদ করবে ভাবে, মরু-পশু
মারীর অন্ধতা ঝড়ে হানে অসহায় নরনারী
অলভ্য জয়ের লোভে, জ্বালায় শহর, গ্রামে গ্রামে
প্রাচীন সংহতি ভেঙে ভগ্নস্তূপে দূরের উল্লুক
বাঁধে কেল্লা (পারবে না, পারবে না), পাপাশ্রয়ী পরজীবী
যতই লুণ্ঠন করে শস্য পাট পণ্য, ঘরে ঘরে
ছড়ায় অমেয় শোক, ধর্মনাশ হত্যার ছায়ায়
ঘেরে আর্ত গৃহস্থালী, চতুর্গুণ হিন্দু মুসলমান
বাংলার বাঙালি তত জানে জন্মমৃত্যুর বন্ধনে
অভিন্ন আপন সত্তা,

লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত

ঘৃণ্য যম-দূত সেনা এড়িয়ে সীমান্ত পারে ছোটে,

পথে পথে অনশনে অন্তিম যন্ত্রণা রোগে ত্রাসে
সহস্রের অবসান, হস্তারক বারুদে বন্দুকে
মূর্ছিত— মৃতের দেহ বিদ্ধ করে, হত্যা-ব্যবসায়
বাংলাদেশ-ধ্বংস-কাব্যে জানে না পৌঁছল জাহান্নমে
এ জন্মেই ;
বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে ॥

ওঠো ওঠো জনমন দেশে-দেশে, আজো বেলা আছে
শেষ করো ইতরের অত্যাচার মুক্ত বাংলাদেশে—
আগ্নিক উন্মত্ত পর্ব হু-হু জ্বালা ইন্ধন পবনে
থামবে না বাংলাপ্রান্তে, পাকিস্তান-ভারত সীমায়,
এশিয়ায়, দাহ তার ফিরবে দ্রুত পশ্চিমী শিবিরে
শতঘ্নীর যন্ত্রশালে ; ভিয়েৎ-নামের মাইলাই
কে চায়? পশ্চিমে-পূর্বে অগণ্য আহুতি ক্ষান্ত হোক
নতুন সম্ভাব্য যুগে, জাগো সাম্য-স্বাধীন সমাজ
মানুষের পরিচয়ে সার্বিকের দুর্জয় বিধানে,
জাগো পাকিস্তানী যুবা, ছাত্রদল— চির-চীন দেশ
মাঙ্গলিক প্রতিবেশী ইতিহাস রচো পুনর্বার
করুণার আভিজাত্যে, ভারতীর বীর্য সহযোগী
সৃজনের মহিমায় যুক্ত হও নবীন মার্কিনি
বর্বরবিরোধী দলে— জনতাবধের তন্ত্র হতে
রক্ষা করো ধরণীকে,
—দেখ সবে পূর্ববাংলাদেশে
জন্তু আক্রমণে দিন হঠাৎ মধ্যাহ্নে অন্ধকার,
রাত্রে নিশাচর শক্তি— পররাষ্ট্র— কবর-বিলাসী
ধ্বংস করে ধনপ্রাণ,
সারা বাংলাদেশ উপদ্রুত
চেয়ে আছে শিশুচক্ষে, নরনারী মুমূর্ষু আলোয়
অজেয় গৌরব আশা রেখে গেছে, তীব্র হাহাকার

আনে শেষ প্রশ্নোত্তর, আসন্নিক মানব গগনে
পর্জন্যের শঙ্খ ঐ বেজে ওঠে দীর্ণ বঙ্গভূমে —
চরম যন্ত্রণাক্ষণে বাংলাদেশে লোকায়ত যারা
ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তারা বিশ্বে আজ হবে অস্বীকৃত ?

মাটির ডেরা

নাভাহো, হোপির
বসতি দেখলাম
ডাকোটা, মিনেসোটায়
যেখানে লরেন্সিয়ান যুগ-পর্বতের ঢালু
বিলিয়ন বছরের ;
রুক্ষ বালির সমুদ্র ১০,০০০ ফুট উঁচুতে
রিক্ত আদিবাসীর সংসার
সংলগ্ন বেঁচে আছে মাত্র ;
উপরে সূর্যের সঙ্গে ঘুরছে ভগ্নী নক্ষত্রেরা,
দিনে কড়া রোদ, রাত্রে মৃদু রশ্মি নামে অপহৃত সমাজে।
ছ-টা হরিণ-হরিণী বুনো পথ তীরের মতো তরল করল,
পাহাড়ে পাহাড়ে অচল ইশারা।
শুকনো মাটির ডেরা,
সেখানে টুক্‌রো আহত জীবন্ত লোক-সংগ্রহ,
আহার, তাপ, পান, বাঁচা-মরা, শিকার, নৃত্য
চক্রে চলেছে যত দিন গতি ;
অথচ মনের আকর্ষ পৌঁছল সূক্ষ্ম দিগন্তে
রঙে ভরা সুচির শিল্পে,
পুয়েব্লো-বসতি বানাবার কারুতে ; মণি-সংগ্রহে ;
শ্রমের শৌর্যে।

তামাটে তপ্ত ভূগোলের পাথর
শক্তি থেমে আছে লাল মাটিতে,
ভেঙে বেরোবে কি লাল মাটির অগ্নি
নয় তলিয়ে স্তিমিত হবে সাক্ষীহীন
শেষ ধৈর্যের ধরণীতে ;
প্রশ্নের সময় নেই।
উত্তর আসছে নতুন ব্যবসায়ীদের লুব্ধ জালেধরা ওদের লাঞ্ছনায় ;
লণ্ডিতে, ক্ষুদে হোটেলে, জুতো-পালিশে, ওদের জাতীয় অন্তর্ধান ;
এদিকে জমি, সম্পত্তি ক্রমাগত কেড়ে নিচ্ছে
মধ্যস্থ মনিবদল— চাকুরির রাষ্ট্র
দেখ অনিবার্য আসন্ন
একান্ত আমেরিণ্ডিয়ান্ মৃত্যু ॥

এর্নাকুলম্

প্রাচীন আওয়াজ :
শান্ত আর্তনাদ, তৃপ্তিচলন গোরুর গাড়ির ;
মোটা ফোঁটা বৃষ্টি নিমসারি পাতায় ;
হাটের শব্দ, ফেরি-মাঝির ডাক
ওপার থেকে,
এর্নাকুলমের ঘাটে।
বাঁধের ধারে
স্বনন পতত্রীর উৎসুক বসন্ত, শ্রুতিময়—
শুনেছি তোমার ভাষার ধ্বনি, পৃথিবী ॥

অন্য দিকে চাই,—
মৌনী ঐ নীলবন্দী মেঘ ;

শঙ্খশুভ্র নীচে শৈলাগ্র বোবা পাথর;
দূরে শাদা-শাড়ি মেয়েরা নিঃশব্দে চলেছে,
কথা শোনা যায় না ;
—বাংলাদেশের মতো
তাদের পুকুর, নারকেল গাছছায়ায় সেই
একই স্বস্তি, শান্তি, সমিতি
চোখে অতল দৃষ্টি।—
অজস্র পুষ্পিত নীরবতা ;
এখানে ঘাস মাটি প্রজাপতি নির্বাক্
জলন্ত তারা রাত্রে বাণীর সর্বাতীত অগ্নিময়, স্তব্ধ—
যেন উত্তমার আবির্ভাব অনাহত বীণাহাতে, স্থির ;
জেনেছি তোমার অনুচ্চারিত ভাষা,
পৃথিবী ॥
কোচিনে পান্থ বসে আছি ভাঙা বেঞ্চে
ভিজে স্যাঁওলা পায়ে,
সময় হলেই যাবো, পৃথিবী,
সব ভাষার পারে ॥

দরিয়া

স্নো-ড্রপ ততই শাদা যত সূর্য-জ্বলা
জবার পুড়ন্ত লাল যুদ্ধের দামামা
দুরন্ত ডুবড়ি ওঠে ফোটে ঐ তারা
জলের সজল রং জলের প্রবাহে—
তারি সঙ্গে এই আমি জন্মেছি জানি না
কোন সৌরশব্দগতি মাটির আকাশে—
হয়তো মনের বর্ণ কোনো মেঘে নেই
চৈতন্য-প্রাণের দ্বন্দ্বে ছুটেছে তরণী,
মধ্য-প্রবাহে আছি ভরা-দরিয়ায় ॥

ইকবাল

ঈশ্বর

একই মাটিতে জলে আমি বানালাম বিশ্ব,
তুমি ভিন্ন ক'রে নাম দিলে ইরান, তাতার দেশ, জাঞ্জিবার ;
মৃত্তিকার অণুকণা দিয়ে আমি বানালাম লৌহ
তুমি তাই দিয়ে তৈরী করেছ যত তরোয়াল, তীর আর বন্দুক
বাগানের গাছ কাটবার জন্যে তুমি বানালে কুড়োল,
আর যে পাখী গান করে তার জন্যে খাঁচা।

মানব

তুমি তৈরী করেছ রাত্রি, আমি তো জ্বেলেছি আলোক।
মাটি তোমার, তাই দিয়ে রচলাম পানপাত্র।
তোমার ছিল মরুভূমি, পর্বত, অরণ্য ;
আমার হ'ল তৈরী ফুলের কানন, গোলাপ, ফলের বাগান।
আমি সে, যে 'পাথর'কে ক'রে দেয় আয়না,
বিষ হতে যে বানায় মধু।

শেখ-ই-মজাদিদ্-এর সমাধিতে

গেলাম শেখ-ই-মজাদিদ্-এর সমাধিতে,
সেই স্থানে যা আকাশের তলে আলোয় ভরা।
নক্ষত্রগুলি পর্যন্ত সেখানে ধূলিকণার কাছে লজ্জিত,
গুণী শুয়ে আছেন যে-ধূলিতে নিদ্রিত।

ভাই বীরসিং

দুঃখ দেখে দুঃখ আসে

পৃথিবীর যন্ত্রণায় বিবর্ত চিত্রে
হৃদয় আমার দুঃখী।
অন্তর যায় গলে
পারি না রুধতে চোখের জল।
জানি পৃথিবীর বেদনা কমবে না আমার বেদনায়,
এমন কি আমার তীব্র ত্যাগের উৎসবে—
তবু পাথর তো নই আমি,
পাথরও ভাঙে তোমার দুঃখে, হে পৃথিবী।

স্বাধীন ইচ্ছা

যদি বিশ্বকর্মা চোখ দিতেন আমার খুলির উপর দিকে,
চাইতাম আকাশের দিকে।
চোখ পেয়েছি কপালের নিচুতে
নিচু দিকেই না চেয়ে আমার উপায় নেই—
বিধিনির্দেশ আমাকে বেঁধেছে।

চোখ আছে বটে কপালে,
সঙ্গে আছে বিধিদত্ত ঘাড়
ইচ্ছামতো চোখকে উঁচু-নিচু চালাবার জন্যে।
বিধিনির্দেশে চোখ দিয়ে দেখায় নেই মুক্তদৃষ্টি।
ইচ্ছার উপরে চোখ চালাবার অধিকার মানুষের।

দহন

ধীরে ধীরে উঠল মেঘ
কত নীচু থেকে আকাশের উঁচুতে—
কিন্তু সে কালো, সে বোবা,
জানে না দিক।
অজানিতে তারো বুকে জাগলো বজ্রের বিদ্যুৎ,
কখন হঠাৎ হ'ল স্ফুরিত;
অসহ্য আত্মদহন তার সেই আলো—
কিন্তু নীচে পৃথিবী হয়ে ওঠে ক্ষণিক উজ্জ্বল।

উইনিফ্রেড হোলটবি

ফ্রান্সের ট্রেন

সারা দীর্ঘরাত্রি অদৃশ্য পাহাড়ের পথে
ট্রেনগাড়ি
অগ্নি-চক্ষু ট্রেনগাড়ি,
ডাকে পরস্পরকে তীব্র খোঁজের চিৎকারে ;
আর আমি
ভেবেছিলেম সব ভুলেছি আমি যুদ্ধের কথা—
হঠাৎ ঝলসে উঠল মনে সেই ক্যামিয়র্সের এক রাত্রি
জেগে শুয়েছিলেম ঘন অন্ধকারে,
শুনেছিলেম ট্রেনের শব্দ,
পশু, চিৎকার করা ট্রেন-পশুগুলো
ডাকছে পরস্পরকে তাদের শিকারের গর্জনে।
দুর্নিবার, অমোঘ, হিংস্র পশুর মতো
ছুটছে শিকারের সন্ধানে।
সৃষ্টি করেছে এই জন্যেই তাদের নির্মাণকর্তা,

সেই তারা, ব্যবসা যাদের ধরা এবং গ্রাস করা
আমাদের রক্তমাংসের একান্ত আপনজনদের।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা
ক্রুদ্ধ অসহায়, শুয়েছিলেম একা সে রাত্রে
শুনছিলেম শিকার করছে তারা তোমাকে, প্রিয় আমার, আর তোমাকে,
শুনছিলেম ছুটে নিয়ে চলেছে তারা তোমাকে মৃত্যুর মুখে,
অসহ্য চেষ্টা করলেম সাবধান করতে তোমাকে পশুদের হাত থেকে
হায় রে, ঐ পশুদের হাত থেকে!
তার পরে মনে হলো, না,
এতো বিশ্রী স্বপ্ন সত্য হতেই পারে না!
ক্ষণেক শান্ত হলো মন, তখন ট্রেনের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না—
কিন্তু হঠাৎ, ঐ যে, নিস্তব্ধের বুক চিরে কম্পিত হল গর্জন,
শুনলেম, ঐ দূরে, আরো দূরে,
ভীষণ বজ্র-নিনাদ তাদের আনন্দহীন ভোজে—
ধরেছে তোমাকে পশুরা, তাহলে, ধরেছে ঐ পশুগুলো, ঐ পশুগুলো—
জানলেম
আমার নিশাচর স্বপ্ন তবে সত্য॥

স্টিফেন স্পেণ্ডার

এক্‌সপ্রেস ট্রেন

প্রথম সহজ প্রবল ঘোষণার পরে
যন্ত্রের কালো জানানি দিয়েই বিনা দ্বিরুক্তিতে
সম্রাজ্ঞীর মতো গড়িয়ে চল্‌ল, স্টেশন ছেড়ে।
নামাল না মাথা, সম্বরিত ঔদাসীন্যে
বিনম্র বাড়ির ভিড় গেল কাটিয়ে,
এবং গ্যাসের কারখানা; শেষে উলটিয়ে গেল ঐ ভারি পৃষ্ঠা
মৃত্যুর, সিমেট্রির কবরের পাথরে ছাপানো।

শহরের বাহিরে দেশ রয়েছে খোলা—
গতি বাড়াল দ্রুততায়, ঘনিত হলো তার রহস্য।
সমুদ্রে চলা জাহাজের উদ্দীপ্ত আত্মসমাহিতি এখন তার।
এবার আরম্ভ করল তার গান— প্রথমে খুব ধীর শব্দে,
তার পরে জোরে, শেষে একেবারে উন্মত্ত শীৎকারে—
চলার বাঁকে বাঁকে বাজে তার বাঁশির চিৎকার-গান,
বধির-করা শব্দের ঝড় ঝঙ্কৃত হল সুরঙ্গে, যন্ত্রে যন্ত্রে
অগণ্য কলকব্জায় অন্তর্লীন সংঘর্ষে।

আর সব খন হাল্কা, বায়বীয়
চলেছে আনন্দিত ছন্দ তার চাকার তলায়।
লৌহ ল্যাণ্ডস্কেপ পেরিয়ে তার লাইনের পর দিয়ে বাষ্পবেগে
ঝাঁপিয়ে পড়ল এখন সে পাগল নূতন মুখের অধ্যায়ে,
যেখানে গতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে নব নব অদ্ভুত আকার,
প্রশস্ত বাঁকা রেখা,
সযুগ্মরেখা বন্দুকের স্টীলের মতো পরিষ্কার।
অবশেষ এডিনব্রো, রোমের চেয়েও দূরে।
পৃথিবীর চূড়ান্ত ছাড়িয়ে, পৌছল রাত্রিতে—
যেখানে কেবলমাত্র এক অবনত স্ট্রীমলাইন উজ্জ্বলতা
ফসফরাস্-এ শাদা হয়ে উঠেছে টলমল পাহারার 'পরে।
আহা! ধূমকেতুর মতো অগ্নিশিখায় বিমুগ্ধ সে চলেছে এগিয়ে
তুরীয় আপন সংগীতে,— কোনো পাখির গান, না,
মধুভরা কুঁড়িতে ফেটে যাওয়া কোনো পল্লবও তার কাছে লাগে না।

আরভিড গুলেনবার্গার

পশ্চিমী সমাধিক্ষেত্র

নিত্য বহমান হাওয়া তাতে সমস্ত ভেসে চলেছে।
এই সমাধিক্ষেত্র, প্রথম ওয়াগন্‌-গাড়ির সময় থেকে
—পূর্বে সেই গাড়িতে মৃতের যাত্রা নির্ধারিত হত—
বছর দশেক ধরে একই ভাবে রইল, ধূসর কাঠের খুঁটি থেকে
আরেক খুঁটি পর্যন্ত লোহার কাঁটা-অলা তারের দীর্ঘতর ব্যাপ্তি।
পাথর, ক্রুশ-চিহ্ন ঊর্ধ্বাকাশে বিচিত্র অঙ্গুলি-নির্দেশ ;
সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় সমান উঁচু ঘাস বহুকাল গজিয়ে উঠে
কবর আর বেড়ার ধার থেকে সব আগাছা বিলুপ্ত করেছে।
সমস্তটা পরিচ্ছন্ন প্রেয়রি মাঠ, কেবল এই স্মারণিক প্রস্তরসারি
অস্পষ্ট, যেমন ঐ আদিম-অধিবাসী সিউ ইণ্ডিয়ানদের তোলা
টেপি পাথর-চক্র
দক্ষিণদিকে পাহাড়ের সীমা-আঁকানোর।
এখানে বিলম্বিত সময় আর ঘাস অস্তিত্বের ভাবনাকেও
ভুলিয়ে দিয়েছে অন্যমনস্কতায় ;
অনামী ঘাস দূর দূর দৃশ্যস্তরে আন্দোলিত,
হাওয়ার আলিঙ্গনে এখানে শুধু ঈষৎ কম্পমান—
প্রত্যেক থরথর ঘাসের ফলকে বিশুদ্ধ অসংগতি,
কবর বা পাথর, মৃত অতীত অথবা ভবিষ্যতের সঙ্গে কোনো যোগ নেই।
এখানে কোনো হিসাব রাখা নেই মৃতের আগমনের,
অথবা তার ছেলের চলে-যাওয়ার কোনো হেতু :
শুধু ঘাসের জমি এই, যেখানে স্মৃতির পা রাখবার জায়গা নেই,
বিশুদ্ধ, পরিচয়হীন, এবং শেষ পর্যন্ত অজেয়॥